চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 171 Wednesday, 22 May, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৭১ সংখ্যা ✱ ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বুধবার, ২২ মে, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আমডাঙ্গা বিধানসভার পাঁচপোতা এলাকায় ৬১ নম্বর বুথে ভোট না দিতে পেরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ...বিস্তারিত পাতা ৩

প্রায় তিনবছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে পুজোর আগেই খুলে যাচ্ছে ভুটান সীমান্তের চামুর্চি ইক পার্ক। শুরু হয়েছে সাফাই ও মেরামতের কাজ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণে সভা এবং কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

চুরি, বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার অভিযোগ ক্যামিলা জিয়োরগির বিরুদ্ধে। ইটালির প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাঁর বাড়িওয়ালা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

'বাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হলে রাম-রহিম কাউকে ছাড় নয়'

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২১ মেঃ চব্বিশের লোকসভা ভোটে আগাগোড়াই সন্দেশখালি কাণ্ডে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি তো বটেই বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কিংবা সব কেন্দ্রের নেতারা সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে ছাড়েনি। এমনকী সন্দেশখালিতে বেছে বেছে হিন্দু মেয়েদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেপি। কিন্তু বাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হলে কাউকে ছাড়া হয় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মেয়েদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। বসিরহাটে প্রচারে গিয়ে মঙ্গলবার মমতা বলেন, ''উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। দলিতদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আমাদের এখানে হয় না। আমাদের এখানে যে দু'-একটা ঘটনা হয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নিই। রাম হোক বা রহিম কেষ্ট হোক বা বিষ্টু। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাউকে ছাড়া হয় না।'' রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গত জানুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ইডি। তারপর থেকেই শিরোনামে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সন্দেশখালি। জমি দখল, নারী নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে সন্দেশখালিবাসী। বহু ঘটনারপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছে শাহজাহান সহ তাঁর শাগরেদরা। তবে গত এপ্রিল মাসে সন্দেশখালি কাণ্ড নতুন মোড় নেয়।

সন্দেশখালির বেশ কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে বিজপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা যায়, সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো। ধর্ষণের ঘটনাও মিথ্যে। গত চার মাসে সন্দেশখালিতে বহু স্রোত বয়ে গেলেও একবারও সেখানে কিংবা যে লোকসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রের অন্তর্গত এই এলাকা সেই বসিরহাটে আসেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১ জুন বসিরহাটে ভোট। তার আগে মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে সভা করলেন মমতা। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে উঠে এল সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। বসিরহাটের মঞ্চে শুরুতেই সন্দেশখালির প্রসঙ্গ টানলেন মমতা। বললেন, ''সন্দেশখালির মা বোনেদের সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দুঃখিত। মা-বোনেদের নিয়ে যেন অসম্মানের খেলা কেউ না খেলে।'' সন্দেশখালি নিয়ে মমতার আরও বক্তব্য, ভোটের আগে বিজেপির 'প্ল্যান-এ সন্দেশখালি' বাতিল হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''ভোটের আগে বিজেপির প্ল্যান-এ ছিল সন্দেশখালি। বাতিল হয়ে গিয়েছে। মা-বোনেরাই বাতিল করে দিয়েছেন। এখনও প্ল্যান বি জারি রয়েছে। ধর্মস্থানে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করা।'' অন্যদিকে, সুন্দরবনের মানুষদের যাতে প্রশাসনিক কাজে কোনও সমস্যা না হয় সেই প্রসঙ্গে মমতার ঘোষণা, ''সুন্দরবন নিয়ে নতুন মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করছি, আপনাদের জেলা নতুন জেলা হবে বসিরহাটের বেশির ভাগ অঞ্চলগুলি নিয়ে একটা জেলা হবে। ওই দিকে বকখালি সাগরদ্বীপ নিয়ে আরও একটা জেলা হবে।'' বসিরহাটে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করেন নুরুল। সিপিআই প্রার্থী অজয় চক্রবর্তীকে ৬০ হাজার ভোটে হারান তিনি। যদিও ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রার্থী হন ইদ্রিশ আলি। এরপর ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে প্রার্থী করে দল। এবার ফের সেই নুরুলের উপরেই ভরসা রেখেছে দল। তাঁর বিপক্ষে সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ রেখা পাত্রকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এদিন শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি জবরদখলকাণ্ডে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অশোকনগরের সভা থেকে মমতা বলেন, ''কোনও জায়গায় গন্ডগোল হয়েছে বা আশ্রমের উপর কোনও আক্রমণ হয়েছে আমার তো নলেজেই নেই। আমি এটাকে সমর্থন করি না। আমাদের কেউ নেই। যদি খুঁজে বের করতে পারেন আমি কথা দিচ্ছি আমাদের যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।'' রবিবার গভীর শিলিগুড়ির সেবক রোডের পাশে শালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের 'সেবক হাউস'-এ রাতে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমার বাংলায় যদি কোথায় কোনও গন্ডগোল হয় আমার কাছে তো একটা ইনফরমেশন আসে। আমার কাছে তো কোনও ইনফরমেশন এল না। আমি তো জানতে পারলাম না। আমাকে একজন সাংবাদিক বলল, সে নাকি এনকোয়ারি করে দেখেছে এটা ওদের নিজেদের পারিবারিক ব্যাপার। অনেকেই জানেন, জমি দেন নানা ধর্মীয় কাজে। তারা কাজে লাগান। এটা এরকমই কোনও ব্যাপার। এরসঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।''

রাবণের রাজত্বে সাধুদের ওপর তো হামলা হবেই সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ মেঃ রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে দুষ্কৃতীদের দ্বারা মহারাজদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রাবণ' বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার পুরুলিয়ায় দলীয় প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে প্রচারে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন তিনি। সুকান্তবাবু বলেন, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে তবেই রাজ্যে সাধু-সন্তরা সুরক্ষিত থাকবেন। এদিন সুকান্তবাবু বলেন, ''গত কয়েকদিনে কয়েকজন পুলিশ সুপার পরিবর্তন করেছে। সেটা দেখে আশা করি বাকি পুলিশ সুপাররা শিক্ষা নেবেন ও নিরপেক্ষ আচরণ করবেন। আমরা চাই না বিজেপির হয়ে কাজ করুক। তারা নিরপেক্ষ থাকুক। বাকিটা বিজেপি বুঝে নেবে।'' এর পরই রামকৃষ্ণ মিশনে হামলা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ''রাবনের সরকার

থাকলে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ হবেই। বাংলার মানুষকে সেটা বুঝতে হবে। রাবনের সরকারকে এখান থেকে উৎখাত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই সময় এসে গেছে। তাহলেই সাধু-সন্ন্যাসী-সনাতন রক্ষা পাবে।'' সুকান্তবাবু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে মেরুকরণ করার জন্য এই সব কাজ করছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন তাঁর আসন টলোমলো। আর মুসলিমরা বুঝতে পেরেছেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের বোকা বানিয়ে ভোট নিয়ে নেয় তার পর কাজের কাজ কিছু করে না।'' রবিবার রাতে শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনে হামলার ঘটনায় উলটে ওই আশ্রমের সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করেছে মমতার পুলিশ। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে এক সভা থেকে মমতা বলেন, ''বিষয়টা আমার জানা নেই। তবে আমাদের কেউ জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থ নেব।''

প্রচারে বেরোতেই সৃজনের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, তুমুল উত্তেজনা গড়িয়ার পঞ্চসায়রে

দুরন্ত বার্তা, যাদবপুর, ২১ মেঃ ফ্লেক্স-ব্যানার ছেঁড়া হয়েছিল আগেই। এবার প্রচারে বেড়িয়ে বাধার মুখে পড়লেন যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সকালে পঞ্চসায়র এলাকায় প্রচার শুরু করতেই হামলার নিশানা হন তিনি। অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। প্রচারগাড়ি থেকে খুলে ফেলে দেওয়া হয় পতাকা। শাসকদলের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে সিপিএম। তবে তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সৃজনের দাবি, হারের ভয়েই তৃণমূল বাধা দিচ্ছে। তিনি বলেন, ''বাস্তব পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে তৃণমূল। তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। তবে এ ভাবে আটকানো যাবে না। অপশাসনে ক্লান্ত মানুষ আমাদেরই চাইছে।'' এদিন সকালে হুডখোলা গাড়িতে করে গড়িয়ার পঞ্চসায়র এলাকায় প্রচারে বেরিয়েছিলেন সৃজন। সেই গাড়ির পিছনে অটো এবং বাইক নিয়ে আসছিলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। আচমকাই সিপিএম প্রার্থীর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে দুষ্কৃতীরা। এরা তৃণমূল আশ্রিত বলে সিপিএমের দাবি। তেতে ওঠে পরিস্থিতি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সোমবার রাতেও নাকতলা এবং সংলগ্ন এলাকায় ছেঁড়া হয় সৃজন ভট্টাচার্যের ফ্লেক্স-ব্যানার। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানান বাম নেতৃত্ব। রাত পোহাতেই আবার নিশানা হলেন সৃজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনীতি তরজা। সিপিএমের বক্তব্য, তৃণমূল ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে এবার যাদবপুরে তারা জিততে পারবে না। সেই কারণে তারা বারবার সিপিএম কর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, দুদিন আগেই যাদবপুরে ক্যানসার আক্রান্ত এক সিপিএম কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর এবার বাম প্রার্থীর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ উঠল। এ প্রসঙ্গে সৃজনের কটাক্ষ, তৃণমূল যতই হামলা করুক না কেন সিপিএমকে আটকানো যাবে না। এই ভোটে সিপিএমের জয় নিশ্চিত। পালটা সিপিএমকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। তিনি যাদবপুরের সিপিএমকে ছাগলের তৃতীয় সন্তান বলে মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, সিপিএম তৃতীয় স্থানে থাকবে। তাই সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াইয়ের কোনও মানে হয় না। তৃণমূলের আর কোনও কাজ নেই যে তাদের বাধা দিতে যাবে।

একটি গাড়িতেও যদি ঢিল পড়ে, সব দফারফা করে দিয়ে চলে যাব। শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কেশপুর, ২১ মেঃ কেশপুর থেকে ফেরার পথে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে হুঙ্কার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর। এদিন বিকেলে কেশপুরে এক নির্বাচনী প্রচার সভায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফেরার পথেই এই ঘটনা ঘটে। জানা যাচ্ছে, এদিন বিকেলে যখন সভায় বক্তব্য রাখতে যাচ্ছিলেন শুভেন্দু, তখন ওই রাস্তাতেই কয়েকজন গাড়িকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফেরার পথে রাস্তার সেই জায়গাতেই গাড়ি থামিয়ে নেমে হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতার। সেখানে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু এক রাশ বিরক্তির সুরে বলেন, ''যখন মারছিল আপনি ছিলেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। সাধারণ মানুষের করের টাকায় বেতন পান, লজ্জা লাগে না! একটা কারও গাড়িতে যদি ঢিল পড়ে, দফারফা করে দিয়ে চলে যাব।'' গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, ''জেনে রাখো ভোট হবে। আমাকে ওসব ধমকে লাভ নেই।'' তাঁর গাড়ির পিছনে যাওয়া এক বিজেপি সমর্থককে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। এদিন সভা শেষে ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে পুলিশকর্মীদের উদ্দেশেও হুঙ্কার দিলেন তিনি। কেশপুর থানার ওসির উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ''ওসি কেশপুরকে বলে গেলাম অনেক বাড় বেড়েছে আপনার। বেতন কি ভাইপো দেয়? ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান, লজ্জা করে না। ইলেকশন কমিশনের আন্ডারের আছেন, কী সাহস! একটা কারও গাড়িতে যদি ঢিল পড়ে, দফারফা করে দিয়ে চলে যাব। আমাকে চেনে না এখনও। মেদিনীপুরের ছেলে আমি। ওদের মালিক মমতাকে হারিয়েছি। ওর ভাইপোকে আমি প্যাকেট করব এই আমি বলে গেলাম। কত বড় মস্তান ভোট করতে দেবে না। লিড কীভাবে পায় দেখব। ২৪-২৫ দেখা হবে। তখনই আসল খেলা।'' উল্লেখ্য, আগামী ২৫ মে, ষষ্ঠদফায় ভোট রয়েছে ঘাটালে। তার আগে কেশপুরের নির্বাচনী প্রচার সভায় গিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। সেখান থেকে ফেরার সময়েই মাঝরাস্তায় পুলিশকর্মীদের উদ্দেশে একরাশ বিরক্তি উগরে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

রাজনীতিতে বড় ধাক্কা অভিজিতের 'নিষিদ্ধ' হলেন ১ দিনের জন্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যাকে সেন্সর করল নির্বাচন কমিশন। ২৪ ঘণ্টার জন্য তাঁকে প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। আগেই তাঁকে প্রচার শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার (২১.০৫.২০২৩) বিকেল পাঁচটা থেকে কাল (বুধবার ২২.০৫.২০২৩) বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কোনও প্রচার করতে পারবেন না অভিজিৎ। ফলত বলাই চলে ভোটের আগে বড় ধাক্কা খেলেন বিজেপির অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। এরপরই কড়া পদক্ষেপ করে কমিশন। কমিশনের মতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছে। এ দিন কমিশন দুটি বিষয় উল্লেখ করছে। যেহেতু গোটা নির্বাচনে একাধিক মহিলা প্রার্থী লড়াই করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে কোনও রকম অসম্মানজনক মন্তব্য কমিশন বরদাস্ত করবে না। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এ দিনের চিঠিতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের অতীতের পেশার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। তাদের বক্তব্য, একজন শিক্ষিত মানুষ কীভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন? অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কমিশনের শোকজ নোটিসে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট হয়নি কমিশন। পাল্টা তাদের বক্তব্য, এই উত্তরের মাধ্যমে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শিকার করে নিয়েছেন তিনি এই মন্তব্য করেছেন। তারপরই কড়া পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। এ প্রসঙ্গে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''কমিশনের যদি মনে হয় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য কারোর সম্ভ্রমে আঘাত করেছে সেই মতো কমিশন তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আমরা প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে কোনও ভাবেই হোক তৃণমূল কংগ্রেস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছে।'' অপরদিকে, তমলুকের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'একজন প্রাক্তন বিচারপতি যিনি বিজেপির আকালের বাজারে তাদের বাঙালি-ভদ্রলোক মুখ হতে চেয়েছিলেন তিনি তার জীবনের প্রথম নির্বাচনেই কেবল কুকথার জন্য শাস্তি পেলেন। বিজেপির কপালটাই পোড়া।' এই বিষয়ে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি দাবি করেছেন, কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটার পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য চিঠি দেবেন। তারপর প্রয়োজন পড়লে আদালতে যাবেন বলে জানিয়েছেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী।

ভোটের আগে বড় স্বস্তি রেখা পাত্রর, রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ সন্দেশখালির মামলায় হাইকোর্টে সাময়িক স্বস্তি পেলেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। আদালত থেকে রক্ষাকবচ পেলেন সন্দেশখালির অন্যতম প্রতিবাদী মুখ। আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত রেখার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। ১২ মে যে এফআইআর করেছিল পুলিশ, সেটির উপরেও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে হাইকোর্ট। মঙ্গলবার মামলার শুনানির সময় এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, সন্দেশখালির সাম্প্রতিক একের পর এক ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও সেই ভিডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা। এসবের মধ্যেই গত ৬ মে সন্দেশখালিতে দু'পক্ষের মধ্যে গোলমালের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। অস্ত্র হাতে হামলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার করলেও, সেদিনের গোলমালে অভিযুক্তরা এখনও ফেরার। আজ মামলার শুনানি চলাকালীন পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে আদালত। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, পুলিশ নিজে মামলা শুরু করেছে। অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অভিযুক্তদের এখনও ধরা যায়নি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এদিন প্রশ্ন তুলেছেন, যাঁরা অভিযুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কেন এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা গেল না? পাশাপাশি রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে কীসের ভিত্তিতে এমন অভিযোগ আনল পুলিশ, সে নিয়েও প্রশ্ন বিচারপতির। বিচারপতির মন্তব্য, এতদিনেও অভিযুক্তরা ধরা পড়ল না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ, অস্ত্র উদ্ধার হল। কারা থানার সামনে থেকে ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করল, পুলিশকে তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে বলেও মন্তব্য বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর।

অঙ্গনওয়াড়ির ভেন্ডর লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ লোক ঠকানোর কারবারের এক নয়া পর্দাফাঁস করল কলকাতা পুলিশ। রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার পরিচয় দিয়ে লোকেদের বোকা বানিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে অভিযুক্তরা সাধারণ মানুষকে চাকরির টোপ দিয়ে টাকা তুলত। এমনকী অঙ্গনওয়াড়ির ভেন্ডর লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হত বলে অভিযোগ। পুলিশের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই এবার এক মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে শ্যামপুকুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলরাম বসাক ও মীনাক্ষী বসাক নামে দু'জন অভিযুক্তকে। এরপর কেষ্টপুরের বাসিন্দা শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আরও এক ব্যক্তিকে বাগুইআটি চত্বর থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ মে কলকাতার শ্যামপুকুর থানা এলাকায় এই সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতারণার অভিযোগ-সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ধৃত ওই তিনজন বাজার থেকে ৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল।

'বিজেপি ৩৭০-এর কম আসন জিতলে হতাশা আসবে শেয়ার বাজারে', বাজার নিয়ে উদ্বিগ্ন পিকে

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ সাত দফার নির্বাচন চলছে। একই সময়ে ব্যাপক ওঠানামা চলছে শেয়ার বাজারে। প্রথম কয়েক দফায় ভোট পড়েছে অন্যান্য বারের তুলনায় বেশ কম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটারদের মধ্যে ভোটদানের উৎসাহ বেশ কম। তাই মে মাসের শুরুতে শেয়ার বাজারের সূচক বেশ নীচে ছিল। তবে, গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লগ্নিকারীদের আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর দাবি, ভোটের ফল প্রকাশের পর, শেয়ার বাজারের সূচক রকেটের গতিতে উপরে উঠবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দাবি করেছেন, ৪ জুন শেয়ার বাজার সব রেকর্ড ভেঙে দেবে। তারপর, বাজারের অবস্থা কিছুটা ফিরেছে। এই অবস্থায় প্রাক্তন ভোটকুশলী তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশান্ত কিশোর মনে করছেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৭০ আসন না জিতলে শেয়ার বাজারকে হতাশা দেখা দিতে পারে। এনডিটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, চলতি লোকসভা নির্বাচনে ৩৭০ আসন জয়ের আখ্যান তৈরির জন্য বিজেপিকে কৃতিত্ব দিয়েছেন প্রশান্ত কিশোর। পিকের মতে, বিজেপি সুকৌশলে লোকসভায় মোট সংখ্যর আসনের অর্ধেক জয়ের থেকে নির্বাচনী আলোচনা ৩৭০ আসন জয়ে স্থানান্তরিত করেছে। তবে এর ফলে, ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে। বিজেপি ৩৭০ আসন জিততে না পারলে হতাশ হতে পারে শেয়ার বাজার। প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, ''কোনও সংস্থার কাছ থেকে প্রত্যাশা খুব বেশি থাকলে, তারা ভাল পারফরম্যান্স করলেও অনেক সময় প্রত্যাশা পূরণ হয় না। আর প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে

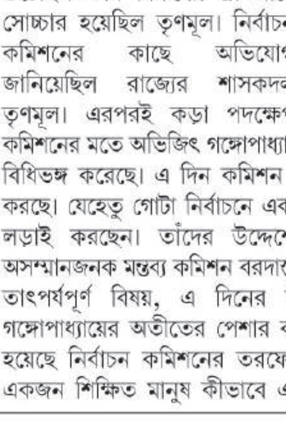

তাদের শাস্তি দেয় শেয়ার বাজার। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বিজেপি যদি ৩৭০ আসনের কম পায়, তা একটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তার প্রতিফলন বাজারে দেখা যেতে পারে।'' তবে, ৩৭০ আসন জয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করাটা বিজেপির অত্যন্ত 'স্মার্ট পদক্ষেপ' বলে মনে করেন পিকে। তিনি বলেছেন, ''গত তিন-চার মাসে, সব আলোচনাই হয়েছে ৩৭০ আসন জয় এবং ৪০০ পারকে কেন্দ্র করে। এটাকে আপনি বিজেপির কৌশল বলতে পারেন বা বিরোধীদের দুর্বলতাও বলতে পারেন। কিন্তু, বিজেপি গোলপোস্টটাই ২৭২ থেকে ৩৭০-এ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এতে অবশ্যই লাভ হয়েছে বিজেপির। এখন আর কেউ বলছে না মোদিজি হেরে যাবে। সবাই বলছে, ওরা হয়তো ৩৭০ আসন পাবে না। বিজেপির হেরে যাওয়ার কথা আলোচনাতেই নেই।'' প্রশান্ত কিশোর অবশ্য ওটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ৩৭০ আসন না পেলে যে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারবে না, এমনটা নয়। তিনি বলেছেন, ''বিজেপি ৩২০টি আসন পেলেও সরকার গঠন করবে। বস্তুত, ৫৪৩ আসনের লোকসভায়, ২৭২টি আসনের বেশি পেলেই কোনও দল বা জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারে। এর আগে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির সঙ্গে কাজ করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর। তবে, ২০১৪-র পর থেকে তাঁকে বিজেপি বিরোধী শিবিরেই দেখা গিয়েছে। এখন অবশ্য তিনি আর ভোটকুশলী হিসেবে কাজ করেন না। তবে, তাঁর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখনও অব্যর্থ। ভোট যত এগোচ্ছে অনেকেই বলছেন, বিজেপির পক্ষে হাওয়া সেভাবে নেই। পিকে অবশ্য জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদির তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদ, রাজপথে নামবেন সাধু-সন্ন্যাসীদের একাংশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে তপ্ত এখন বাংলার রাজ্য-রাজনীতি। নির্বচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মন্তব্যের বিরুদ্ধে এবার প্রতিবাদে সরব সাধুদের একাংশ। কলকাতায় পদযাত্রায় নামতে চলেছেন তাঁদের একাংশ। আগামী শুক্রবার রাজপথে নামবেন তাঁরা। জানা যাচ্ছে, বাগবাজার সারদা মায়ের বাড়ি থেকে বিবেকানন্দের বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করবেন তাঁরা। দুপুর তিনটে নাগাদ এই প্রতিবাদ মিছিল হতে চলেছে। খালি পায়ে পদযাত্রা করবেন বলে জানা যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি ভারত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজকে নিয়ে করা মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিগ্রেডে গীতাপাঠের উদ্যোক্তা কমিটি সনাতন সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে কলকাতায় হবে পথসভা। সেই নিয়েও আলোচনা চলছে। জানা যাচ্ছে, সনাতন সংস্কৃতি মঞ্চের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বৈঠক চলছে। তাঁরাও মিছিল করবেন বলে জানা যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একাংশ সাধুদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, কেউ কেউ করেন না। সব সাধু সমান নয়। বহরমপুরের একজন মহারাজ আছেন। কার্তিক মহারাজ। আমি শুনেছি উনি বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের এজেন্টকে বসতে দেব না। তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তিনি সরাসরি রাজনীতি করছেন। দেশের সর্বনাশ করছেন। আমি চিহ্নিত করেছি কে কে করছেন। এরপরই জল কার্যত ঘোলা হয়। এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক মহারাজ ওরফে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বলেন, ''আমি কোনও জায়গায় এই রকম বক্তব্য রাখিনি। আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কোনও রাজনৈতিক দলের লোক নই। আমি সন্ন্যাসী। তবে আমি হিন্দু। আর হিন্দু ধর্মের উপর যখন আঘাত আসে আমি প্রতিবাদ করি।''

ভোট না দিলে শাস্তির বিধান থাকা উচিত, উপদেশ পরেশ রাওয়ালের

মুম্বই, ২১ মে ঃগণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ কর্লেইন বলিউড অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। গত সোমবার সকালে মুম্বইয়ের একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি। নিজে ভোট দিয়েছেন অন্যদেরও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ এক উপদেশও দিয়েছেন পরেশ রাওয়াল।অভিনেতা পরেশ রাওয়াল ঐদিন ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, যারা ভোট দেবেন না, তাঁদের জন্য কর বৃদ্ধি অথবা অন্য কোনও শাস্তির মতো কিছু বিধান থাকা উচিত। এদিন ভোট দেওয়ার পর গায়ক কৈলাস খের ভোট দেওয়ার পর বলেছেন, আমি বলতে চাই, ভারত বদলে যাচ্ছে এবং আপনাদের (জনগণ) জন্য তা সম্ভব হচ্ছে। আমি চাই আপনারা জাতীয় স্বার্থে কাজ করে যান।

বারামুলায় রেকর্ড ভোট, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃবারামুলায় রেকর্ড ভোটদানের জন্য সেখানকার ভোটদাতাদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বারামুলায় আমার বোন এবং ভাইদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি অটুট অঙ্গীকারের জন্য অভিনন্দন জানাই। গণতন্ত্রে এমন সক্রিয় অংশগ্রহণ ভাল প্রবণতা। উল্লেখ্য, কাশ্মীরের বারামুলায় গত সোমবার নজিরবিহীন নিরাপত্তার মধ্যে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকেই প্রবণতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। রাতে জানা যায় ভোটদানের হার ৫৮.১৭ শতাংশ। যা সাম্প্রতিককালে রেকর্ড। কাশ্মীরে যে সব এলাকায় সারা বছর জঙ্গি-সেনা লড়াই চলে, বারামুলা তার অন্যতম। ভোটের দু'দিন আগে ওই লোকসভারই সোপিয়ানে এক প্রাক্তন সরপঞ্চকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। জঙ্গি হুমকির মুখে সব আশঙ্কা উড়িয়ে মানুষ ভোট দিতে বুথমুখী হওয়ায় সব মহলেই চর্চা শুরু হয়েছে। খুশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারও। অন্যদিকে শ্রীনগরতে, অবাক করল কাশ্মীরের বারামুলা লোকসভা কেন্দ্র। গত সোমবার দেশের যে লোকসভা আসনগুলিতে ভোট হয়েছে তারমধ্যে কাশ্মীরের এই একটি আসনই ছিল। নজিরবিহীন নিরাপত্তায় ঐদিন ভোটগ্রহণ শুরু হয়। সকাল থেকেই প্রবণতা টের পাওয়া যাচ্ছিল। রাতে জানা যায় এখানে ভোটদানের হার ৫৮.১৭ শতাংশ। যা সাম্প্রতিককালে রেকর্ড। কাশ্মীরে যে সব এলাকায় সারা বছর জঙ্গি-সেনা লড়াই চলে, বারামুলা তার অন্যতম। ভোটের দু'দিন আগে ওই লোকসভারই সোপিয়ানে এক প্রাক্তন সরপঞ্চকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। জঙ্গি হুমকির মুখে সব আশঙ্কা উড়িয়ে মানুষ ভোট দিতে বুথমুখী হওয়ায় সব মহলেই চর্চা শুরু হয়েছে। খুশি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারও। তাঁর কথায়, বারামুলা আমাদের ভরসা জোগালো। বোঝা যাচ্ছে সেখানে বিধানসভা ভোটও

প্রয়াত ''গরিব আদমি আত্মারাম'' উদয়শঙ্কর পাল

কলকাতা, ২১ মে ঃ ''ভূতের ভবিষ্য'' সিনেমায় ''চৌধুরী প্যালেস''-এর অন্যতম ভূত ''গরিব আদমি'' ''আত্মারাম''-এর দিন গুজরান হতো রিকশা টেনে। সেই আত্মারাম ওরফে অভিনেতা উদয়শঙ্কর পাল দীর্ঘ সময় ধরেই অসুস্থ ছিলেন। গত সোমবার রাতে তিনি প্রয়াত হলেন।মারণরোগ ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন অভিনেতা। তবে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় কিছুদিন কেটেছিল তাঁর। ফুসফুসে ক্যানসার, লাস্ট স্টেজ। চিকিৎসকেরা প্রায় জবাব দিয়েই দিয়েছিলেন। তাও তাঁকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। প্রথম দিকে বাড়িতেই ছিলেন। তারপর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সোমবার রাতে ৭৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।প্রায় তিন দশক নিয়মিত মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন উদয়শঙ্কর পাল। এছাড়া একাধিক সিনেমাতেও তাঁকে পার্শ্বচরিত্রে দেখা গেছে। কিন্তু ''ভূতের ভবিষ্য'' তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছিল। ''আত্মারাম''-এর চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা উদয়শঙ্করের মৃত্যুতে শোকার্ত টলিপাড়া।উদয়শঙ্কর ছিলেন অকৃতদার। বিয়ে করেননি। হাওড়ায় থাকতেন দাদার সংসারে। তবে উদয়শঙ্কর সংসার করেছিলেন অভিনয়ের সঙ্গে। মঞ্চাভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু ভাল বাংলা ছবিতে দর্শক তাঁকে দেখেছেন। সেসব ছেড়ে রেখেই না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন ''গরিব আদমি আত্মারাম'' উদয়শঙ্কর।

ওড়িশার উন্নয়নের গতি দরকার, বিজেডি কখনই তা পূরণ করতে পারবে নাঃনরেন্দ্র মোদী

কটক, ২১ মে ঃ ওড়িশার কটকের নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজু জনতা দলের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, একবিংশ শতাব্দীর ওড়িশার উন্নয়নের গতি দরকার, কিন্তু বিজেডি সরকার কোনও অবস্থাতেই তা পূরণ করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বিজেডি সরকারের অধীনে ভগবান জগন্নাথের মন্দিরও নিরাপদ নয়। গত ৬ বছর ধরে শ্রী রত্ন ভান্ডারের চাবিগুলির কোনও হদিশ নেই এবং এর জন্য বিজেডি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন দখলকারী লোকজন দায়ী। এমনকি লোকে বলে শ্রী রত্ন ভান্ডারের চাবি তামিলনাড়ুতে চলে গেছে। ও।শির মানুষ জানতে চায় তদন্তের রিপোর্টে এমন কী আছে যা বিজেডি সেই রিপোর্টকে চাপা দিয়েছিল এবং এখন বিজেডির নীরবতার কারণে জনগণের সন্দেহ আরও গভীর হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন আমি ওড়িশাবাসীকে আশ্বস্ত করছি, ওড়িশায় বিজেপি সরকার গঠিত হলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিজেপি সরকার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবে এবং মহাপ্রভু জগন্নাথজির সবচেয়ে বড় সেবা এর মাধ্যমে শুরু হবে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা যাতে ও।শির ঐতিহ্যের প্রতি কোনও সংবেদনশীলতা নেই, ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র ওড়িশার মাটির সন্তানরাই ওড়িশার উন্নয়ন করতে পারবে এবং তাই মোদী জনসাধারণের কাছে গ্যারান্টি দিয়েছেন যে ওড়িশায় বিজেপি সরকার গঠনের পর শুধুমাত্র ওড়িশার সন্তানকেই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী করা হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, প্রতি বছর কটকে জলাবদ্ধতার সমস্যা হয, আমি ওড়িশায় অনেক হাইওয়ে এবং রেল প্রকল্প পাঠাই কিন্তু বিজেডি নেতারা কাট-কমিশন না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি প্রকল্প পেন্ডিং রাখে। বিজেডি নেতারা তাদের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারদের চুক্তি দিয়ে ওড়িশার মানুষকে চারদিক থেকে লুট করছে। এই লুটপাট থামবে আপনাদের ভোটে, আপনাদের ভোটের শক্তি বদলে দিতে পারে ওড়িশার ভাগ্য। বিজেডির এই দুর্নীতির কারণে যুব সমাজ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিজেডি সরকার এখানে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারেনি। একটি মাফিয়া আছে যারা প্রতিটি সেক্টর দখল করে নিয়েছে এবং সেই মাফিয়া এমন যে এখানে প্রতিযোগিতা আসতে দেয় না। বিজেপি সরকার এলে এই মাফিয়ার কোমর ভেঙে যাবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, মোদী সরকার শিক্ষা, দক্ষতা, উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভর ভারতের ওপর জোর দিচ্ছে। গত ১০ বছরে, ওড়িশা আইআইএম এবং ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ভুবনেশ্বরের মতো অনেক প্রতিষ্ঠান পেয়েছে। প্রযুক্তি এবং টেক্সটাইল থেকে ইথানল, মোদী সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এতে কটকেও শিল্পের সম্ভাবনা বাড়বে। কটকের অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, এখানকার অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে বিজেপি এখানে বিনিয়োগ আনবে এবং পুরনো শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবে। বিজেডি সরকার কটকের মানুষের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নয়। কটক চারদিক দিয়ে নদী বেষ্টিত হলেও এখানে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। মোদী নলের মাধ্যমে জল দিতে চান, কিন্তু এই লোকজন বাধা তৈরি করে। মোদী দেশের গ্রাম ও দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটি পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন এবং ৩ কোটি বাড়ি তৈরির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ওড়িশাতেও, প্রায় ৩০ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু বিজেডি আপনাদের জন্য ঘর তৈরিতে বাধা তৈরি করছে। গরীবদের স্থায়ী ঘর পেতে বাধা দিতে এমন কাজ একমাত্র আপনাদের শত্রুই করতে পারে।

ফসল নষ্ট করে মোদীর মিটিং,সেখানে সভাতেই সরব মমতা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ বাঁকুড়ায় জনসভার জন্য চাষজমির ফসল নষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী- এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ওন্দার নিকুঞ্জপুরে গত রবিবার যে জমিতে সভার জন্য মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মমতা, সোমবার তিনিও সেই জমিতেই পাল্টা সভা করলেন। মোদীর জন্য তৈরি হেলিপ্যাডেই মমতার কপ্টারও নামে এ দিন। কিন্তু তার বাইরে অনেক জমির ফসলের একাংশ সভায় আসা মানুষের পায়ের চাপে নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় নারায়ণগঞ্জ গ্রামের চাষিদের। তার ক্ষতিপূরণ না পেয়ে এই মুহূর্তে ক্ষোভে ফুঁসছেন চাষিরা। ওই গ্রামের চাষি উত্তম মাজি, শিলা মাজি, সুভাষ মাজিরা বলেন, ' সভায় আসা লোকের পায়ের চাপে আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সভা করে চলে গিয়েছেন বিজেপির নেতারা। আমাদের কী হবে? আমরা ন্যাহ্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি।'ফলে, মমতার বিরুদ্ধেও জমির ফসল নষ্ট করার পাল্টা অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। ঐদিন বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী ও সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, ' ২৪ ঘণ্টার নোটিসে আমি এখানে সভা করতে এসেছি। আমাকে কৃষকরা জানালেন যে তাঁদের জমিগুলিকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁদের ফসল নষ্ট করে দিয়ে মিটিং করে গিয়েছে।চাও শুধু আমাকে গালাগালি দিতে এসেছিল। আজকে কিন্তু আমার এখানে মিটিং ছিল না। আমি এখন মেদিনীপুরে যাব। আমার পাঁশকু।য় মিটিং আছে, মেদিনীপুরে র‍্যালি আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিথ্যে কথার জবাব দেওয়ার জন্য আর কৃষকদের সমর্থনে এই মিটিংয়ে আমি এসেছি।' মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, ' যাঁদের ফসল নষ্ট হয়েছে সেটা প্রশাসন দেখে নেবে যাতে ক্ষতিপূরণ পান।'বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিক্রমজি চট্টোপাধ্যায় বলেন, ' দল কৃষক বিরোধী। মোদীর সভার নামে কৃষকদের ফসল নষ্ট করেছে। তার ক্ষতিপূরণও দেয়নি। তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা চাষিদের পাশে আছি।' যদিও এ নিয়ে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অমরনাথ শাখা বলেন, ' অনুমতি ও জমি নিয়ে বিজেপি-র সভা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ভিড়ে হাঁটাচলা করার জন্য যাঁদের ফসল নষ্ট হয়েছে আমাদের কার্যকর্তারা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদেরও যা পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হবে। এটা নিয়ে তৃণমূলের লাফাঝাঁপা করার কোনও কারণ নেই।'

মহিলা ভোটেই আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সকাল থেকেই লম্বা লাইন মহিলাদের। বুথে বুথে মহিলাদের ভোটে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোটে মহিলাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই মুখে হাসি ফোটাচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। অনেকেই বলছেন, এবার আসল খেলাটা খেলেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।হুগলির জেলার শ্রীরামপুরের সর্বত্র সকাল থেকেই দেখা গেল একই চিত্র। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন মহিলা ভোটাররা। সকালে রোদের তেজ কম থাকায় ভি। ছিল অনেকটাই বেশি। দুপুরের দিকে সেটা অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। দুপুরের পর বৃষ্টি শুরু হলে সংখ্যাটা আরোই কমে যায়। বৃষ্টি থামতে ফের স্বমহিমায় ভোটের লাইনে ভিড় জমতে থাকে মহিলাদের। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট প।ছে ৭১.১৮ শতাংশ।ন্ডরাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নে বাড়তি নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে অবশ্যই প্রথমে আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নাম। বিগত বাজেটে এই প্রকল্পে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে শুরু থেকেই প্রচারে মেতেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই প্রচারে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরছেন। মহিলা ভোটার যে এবারেও তৃণমূলের ঝুলি ভরতে অনেকটাই সাহায্য করবে, সেটা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।অন্যদিকে, মহিলাদের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এই প্রকল্পের কথা মুখে আনছেন। তবে, বিজেপি নেতাদের বক্তব্যে সেটা নিয়েও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। একদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, বিজেপি আগামী দিনে সরকারে এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ৩০০০ করে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, কোচবিহারের বিজেপি নেত্রীর কথা, আগামী তিনমাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। আবার, দু'দিন আগেই অমিত শাহ এসে বলছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ১০০ টাকা বাড়ানো হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ধন্দে বিজেপির নিচু তলার কর্মীরা।লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে এবার ভোটে ব। প্রভাব ফেলতে চলেছে, সেটা দেখা গেল এদিন হুগলির শ্রীরামপুরের ভোটেও। হুগলি তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই একটি সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের থেকেও এই ভোটে অনেকটাই বেশি নজর দিয়েছেন নিজে। স্বাভাবিকভাবেই, এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী তিনি। বুথগুলিতে তৃণমূল কর্মীদের সক্রিয়তা এবং উৎসাহ সেটা আরও প্রমাণ করে দেয়। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থীও হয়েছেন কবীর শঙ্কর বসু অন্যদিকে, সিপিএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। ভোটের দিন গোটা লোকসভা কেন্দ্রে দুজনকেই কার্যত ' ভ্যানিশ'হতে দেখা গিয়েছে। কবীরশঙ্কর বসু জগদীশপুর, চামরাইল প্রভৃতি এলাকায় এবং দীপ্সিতা ধর ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রতে বেশিরভাগ সময়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন। শেষ হাসি হাসবে কে? উত্তর মিলবে ৪ জুন।

লখনউ সহ ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টি সহ ঝড়ের পূর্বাভাস

কানপুর, ২১ মে ঃ উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ সহ ছয় জেলায় বজ্রপাত, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সতর্কতা জারি করছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কানপুর, লখনউ, বারাবাঙ্কি, হারদোইতে প্রতি ঘন্টায় ৩০থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে প্রবল বাতাস সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবনা রয়েছে বজ্রপাতেরও। উল্লেখ্য, সোমবার রাতেও কিছু জেলায় ঝড়ো হাওয়া সহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের সময় গতি কম

রেখে গাড়ি চালানো এবং পুরানো গাছের কাছে না দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ভোট মিটতেই অশান্ত বিহারের সারন,বিজেপি-আরজেডির সংঘর্ষে গুলি, হত এক, স্তব্ধ ইন্টারনেট

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা বললেই অনেকের আগে মনে পরে পশ্চিমবঙ্গের কথা। তবে চলতি লোকসভা নির্বাচনে বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে খুশি নির্বাচন কমিশন। তবে ভোটের পর অশান্তি ঠেকানো গেল না বিহারে। সেখানে পঞ্চম দফার ভোটের পর বিজেপি-আরজেডি সংঘাত হয়েছে। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে একজনের। এই ' যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে, তাই দু'দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন।ঘটনার সূত্রপাত সোমবার। পঞ্চম দফার ভোট শেষ হওয়ার আগে ওই দিন সন্ধ্যায় ছপরার একটি বুথে গিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা তথা সারণের আরজেডি প্রার্থী রোহিণী আচার্য। সেই সময়েই বিজেপি এবং আরজেডির কর্মী-সমর্থকেরা পরস্পরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিষয়টি তখনকার মতো থেমে গেলেও তলে তলে কিন্তু একটা ক্ষোভের আঁচ জ্বলছিল। মঙ্গলবার সকাল হতেই আবার দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।দফায় দফায় দু'পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সারণ। অভিযোগ, এই সংঘর্ষ চলাকালীন দু'পক্ষই পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এই সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দু'জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বুথে জোর করে ঢুকে পড়েছিলেন রোহিণী। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সমর্থকেরা ভোটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেন। সেই ঘটনা থেকে ঝামেলা শুরু হতেই দ্রুত ওই জায়গা ছেড়ে চলে যান লালু-কন্যা।ন্ডসারণের পুলিশ সুপার গৌরব মাংলা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ' ঘটনায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্দ্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতি যাতে ফের উত্তপ্ত না হয়, সারণে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসক ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

ভোট পরবর্তী হিংসা, ছাপরায় মৃত এক

ছাপরা, ২১ মে ঃ মঙ্গলবার সকালে ছাপরায়.নির্বাচন পরবর্তী হিংসার জেরে মৃত্যু হল একজনের। জানা গিয়েছে, গুলির আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চন্দন রাই (২৫) নামে এক যুবকের। আহত আরও দু''জনকে ছাপরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।জানা গেছে, সোমবার ভোটের দিন আরজেডি প্রার্থী এলাকার একটি বুথে পৌঁছালে দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাঁধে। সেদিনের মতো বিরোধ নিষ্পত্তি হলেও মঙ্গলবার সেই বিরোধ ফের চরম আকার নেয়। এরপরই তুমুল বাকবিতণ্ডার জেরে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই গুলিতে মৃত্যু হয় চন্দন রাই নামের যুবকের। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হলে কাউকে ছাড়া হয় না, দাবী মমতার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ মে ঃবাংলায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হলে কাউকে ছাড়া হয় না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যে মেয়েদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি।বসিরহাটে প্রচারে গিয়ে মঙ্গলবার মমতা বলেন, উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। দলিতদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আমাদের এখানে হয় না। আমাদের এখানে যে দু'-একটা ঘটনা হয়, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নিই। রাম হোক বা রহিম কেষ্ট হোক বা বিষ্টু। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কাউকে ছাড়া হয় না।''রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে গত জানুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে আক্রান্ত হয় ইডি। তারপর থেকেই শিরোনামে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সন্দেশখালি। জমি দখল, নারী নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে সন্দেশখালিবাসী। বহু ঘটনার প্রবাহের মধ্য দিয়ে গ্রেফতার হয়েছে শাহজাহান সহ তাঁর শাগরেদরা। তবে গত চার মাসে সন্দেশখালিতে বহু স্রোত বয়ে গেলেও একবারও সেখানে কিংবা যে লোকসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রের অন্তর্গত এই এলাকা সেই বসিরহাটে আসেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আগামী ১ জুন বসিরহাটে ভোট। তার আগে মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে সভা করলেন মমতা। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্যে উঠে এল সংঃদশখালি প্রসঙ্গ। বসিরহাটের

মঙ্গলে মোদীর সমর্থনে বারাণসীতে নারীশক্তি সম্মেলন

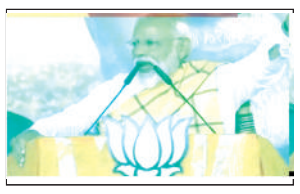

বারাণসী, ২১ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার ফের তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র বারাণসীতে প্রচারে যাচ্ছেন। মনোনয়ন পেশের দিনই তিনি একদফা প্রচার সারেন। মঙ্গলবার তাঁর প্রচারের অন্যতম কর্মসূচি নারীশক্তি সম্মেলনে যোগদান। নরেন্দ্র মোদী নারী ক্ষমতায়নের কথা বারবার বলেন। মহিলা ভোটারদের সমর্থন পেতে নানা কর্মসূচিও নিয়েছে দল। বারাণসীতে তাঁর ভোটারদের বড় অংশ মহিলা। মঙ্গলবার বারাণসীতে নারীশক্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, ওই সম্মেলনকে মিনি ভারত হিসাবে তুলে ধরা হবে। বারাণসীতে বসবাসকারী সব রাজের মহিলাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন এদিন।

কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠন হল না আসানসোল সিবিআই কোর্টে,কী কারণ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে কয়লা পাচার মামলায় চূড়ান্ত চার্জ গঠন হওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার। কিন্তু নানাবিধ কারণে তা হয়নি। বিশেষ আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগামী ৩ জুলাই চার্জ গঠনের পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে। ওই দিন চার্জশিটে নাম থাকা সব অভিযুক্তকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে।ন্ডকয়লা মামলার চার্জশিটে ৪৩ জন অভিযুক্তর নাম রয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার চার্জশিটে নাম থাকা ৪৩ জন অভিযুক্তদের মধ্যে জয়দেব মন্ডল ও নারায়ন খারকা এদিন উপস্থিত হননি মেডিক্যাল গ্রাউন্ড দেখিয়ে। উপস্থিত ছিলেন না অন্যতম অভিযুক্ত 'নিরুদ্দেশ' বিনয় মিশ্রও। তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন বলেই অনুমান। তাই মঙ্গলবার আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জ গঠন হল না। বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ৩ জুলাই ধার্য করেছেন।গত ১৪ মে আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে মঙ্গলবার আত্মসমর্পণ করেছিলেন এই মামলার মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা। তবে সেদিনই তিনি শর্তসাপেক্ষে জামিন পান। অনেক আগেই দেশের শীর্ষ আদালত কয়লা পাচার মামলায় অনুপ মাজি ওরফে লালাকে 'রক্ষাকবচ' দিয়েছিল। বলা হয়েছিল, সিবিআই তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে কয়লা পাচার মামলায়.চার্জশিট পেশ করে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেন। মঙ্গলবারই সেই চূড়ান্ত চার্জশিট গঠনের কথা ছিল। ন্ডঅন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাঝির আইনজীবী জানান, ২ জন অনুপস্থিত, তার ওপর সিবিআইয়ের তরফে চার্জশিটের যে কপি দেওয়া হয়েছে তা এত অল্প সময়ে পড়া সম্ভব হয়নি। তাই তাঁদের আরও সময় দেওয়া হোক। সূত্রের খবর, ২৫,০০০ পাতার চার্জশিট গঠন করেছে সিবিআই। আদালত সেই আর্জি মঞ্জুর করে নির্দেশ দিয়েছে, পরবর্তী শুনানির দিন প্রত্যেককে হাজির হতে হবে। আর কেউ অসুস্থ থাকলে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে আসার কথাও বলেছে আদালত।

পঞ্চম দফায় ভোটদানের হার সবচেয়ে বেশি বাংলায়, জানালো কমিশন

নয়াদিল্লি, ২১ মে ঃসোমবার লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফা শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে ভোটদানের হারে দেশের বাকি রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে এগিয়ে বাংলা। আর সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভোটদানের হারের তথ্য দিয়েছে কমিশন।নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পঞ্চম দফার ভোটে দেশের ৪৯টি আসনে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ৬০.০৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। সোমবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলায় গড় ভোটের হার ছিল ৭৩ শতাংশ। রাত পর্যন্ত তা কিছু বেড়ে ৭৪.৬৫ শতাংশ হয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে সবথেকে কম ভোট পড়েছে মহারাষ্ট্রে। সে রাজ্যে ভোটদানের হার ৫৪.২৯ শতাংশ। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে বিহারের ভোটের হার ৫৪.৮৫ শতাংশ। জম্মু-কাশ্মীরে ভোট প।ছে ৫৬.৭৩ শতাংশ। ঝাড়খণ্ডে ভোটদানের হার ৬৩.০৭ শতাংশ। লাদাখে ৬৯.৬২ শতাংশ। ওড়িশার এবং উত্তরপ্রদেশে যথাক্রমে ভোটদানের হার ৬৭.৫৯ শতাংশ এবং ৫৭.৭৯ শতাংশ।

১৮ মাসের মধ্যে চতুর্থবার, ফের আস্থা ভোটে জিতলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল

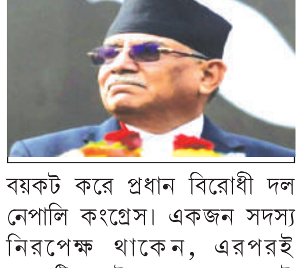

কাঠমান্ডু, ২১ মে ঃআবারও আস্থা ভোটে জিতলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল (প্রচণ্ড)। গত সোমবার আস্থাভোটে জিতেছেন দাহাল। নেপালের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৮ মাসের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার আস্থাভোটের সম্মুখীন হলেন তিনি, আর এবারও জিতলেন।২৭৫-আসন বিশিষ্ট নেপাল সংসদে ১৫৭টি ভোট পেয়েছেন প্রচন্ড। ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন মোট ১৫৮ জন আইনপ্রণেতা। ভোটদান বয়কট করে প্রধান বিরোধী দল নেপালি কংগ্রেস। একজন সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন, এরপরই ১৫৭টি ভোট পেয়ে আস্থাভোটে জয়লাভ করেছেন নেপালের প্রধান পুষ্প কমল দাহাল।

দুটি রঙিন পাখি দেখতে ক্যামেরা নিয়ে দুরান্ত থেকে বহু পাখিপ্রেমীদের ভিড় পপূর্বস্থলী গ্রামে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,বর্ধমানঃ দুটি সু ন্দর পাখির জন্য লোক মুখে মুখে পূর্বস্থলী বেল গাছি গ্রামের নাম। পূর্বস্থলী ২ ব্লকে বেলগাছি দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে পাখিপ্রেমীরদল । উন্নত ক্যামেরা দূরবীন হাতে নিয়ে আসছেন পাখি দুটি গতি বিধি লক্ষ করতে। পাখিদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।ন্ডসম্প্রতি পূর্বস্থলী বেলগাছি গ্রামে দুটি ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস পাখি বাসা করেছে । তাদের ছানা হয়েছে তিনটি। এদেরকে শাহ বুলবুল বলে। লম্বা লেজ । একটি নীল অন্যটি মাথা নীল গায়ের রঙ ধুসর।এরা ন্যাপেড মনার্ক কালো ঘাড় রাজন । পূর্বস্থলী চুপী পাখিরালয়। শীত সহ সারাবছর পর্যটকদের জনপ্রিয়। নানান জাতের পাখি আসে। নিরাপত্তা নিয়ে বনদপ্তর ভাবতে শুরু করেছে দুজন বনকর্মী থাকছে।পাখিদের সুমধুর আওয়াজ আর কিচির মিচির শব্দ কার না ভালো লাগে । জঙ্গল এলাকায় নিরিবিলিতে পাখিদের এই আওয়াজ শোনার জন্য বহু পর্যটক অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে থাকে । পূর্বস্থলী তে দেখা মিলল এক বিলুপ্ত প্রায় পাখির । পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বেলগাছি এলাকায় দেখা মিলল ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস পাখির। এই পাখিকে সচরাচর দেখা যায় না । সেই পাখিটি বেলগাছি গ্রামের একটি আম বাগানে বাসা বেঁধেছে একেবারে অলক্ষ্যে । এই বোনের মধ্যে পাখিটি তিনটি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে।সেই খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে গত পাঁচ দিনে বহু পাখি প্রেমী মানুষ ছুটে এসেছেন। বুধবার সৌরভ দাস নামের এক এলাকাবাসী জানান আমাদের বাড়ির পাশের আম বাগানে ওই পাখিটি বাসা বেঁধেছে সেই পাখিটিকে দেখার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসছে। বর্তমানে এই পাখি প্রায় বিলুপ্তের পথে। জঙ্গল কেটে নেয়ার ফলে পাখিদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।পূর্বস্থলীতে এই পাখিদের কে পরিবেশপ্রেমীরা আশাবাদী আবার নতুন করে পাখিরা যাতে বাঁচতে পারে তাদের সুন্দর পরিবেশ তুলে দেয়া যায় সেদিকে সবার নজর পড়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২ মে মার্ট ঃমঙ্গলবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ৮ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৮ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২২ মিনিট এবং রাত৮টা ৩৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৩ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে।সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। শুভ দিন। **মিথুন রাশিঃ**আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। শুভ রং লাল **কর্কট রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন। **সিংহ রাশিঃ** যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।। **কন্যা রাশিঃ**কেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। বিবাহের যোগ হতে পারে। **তুলারাশিঃ**মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। অর্থ ব্যয়। **বৃশ্চিক রাশিঃ** কোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে। **ধনু রাশিঃ**আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। **মকর রাশিঃ**আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। কাজের সুযোগ আসবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম আধ্যাত্মিক ও সেইসঙ্গে শারীরিক লাভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। **মীন রাশিঃ**আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেনপিতামাতার স্বাস্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত নজর এবং খেয়াল প্রয়োজন। শুভদিন। এই রাশির জাকতকেরা আজ

ব্যারাকপুরে ভোট না দিতে পেরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২১ মেঃ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আমডাঙ্গা বিধানসভার পাঁচপোতা এলাকায় ৬১ নম্বর বুথে ভোট না দিতে পেরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের । ঘটনাস্থলে আমডাঙ্গা থানার পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ভোট না দিতে গেলে ইভিএম মেশিন নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে রাস্তা অবরোধ করবেন বিক্ষোভকারীরা। সকালে নির্বাচন শুরু হওয়ার সময় প্রায় ত্রিশ মিনিট পরে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং তারপর বৃষ্টি ফলে এখানকার ভোটাররা বারংবার এসেও ভোট দিতে পারেনি কেন্দ্রে কিন্তু সমস্ত ভোট না হওয়ার আগেই ভোটারদের ভোট কেন্দ্রের প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষো স্থানীয়দের। ইড বৃষ্টি করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী অন্যদিকে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা পরবর্তী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাবান রা আসেন এবং নির্বিচারে ভোটারদের উপর লাঠিচার্জ করেন। এবং তৎক্ষণাৎ অফিসার এবং ইভিএম মেশিন বের করে নিয়ে যাওয়ায় ভোটাররা ইট বৃষ্টি করেন।

পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ যুবকের বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ২১ মেঃ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ বেলুড়ের যুবকের ক্ষতবিক্ষত বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার রাতে দেহটি উদ্ধার হয় চল্লিশ নম্বর জালি গেটের ঘাট থেকে। মৃতের নাম দিলওয়ার আনসারি। তিনি গত বুধবার ১৫ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। থানায় মিসিং ডায়েরি করা হয়েছিল। বেলুড় থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এরপর গত রবিবার রাতে দেহটি উদ্ধার হয় বেলুড় ভোটবাগানের জালিগেটের কাছে। দেহটি বস্তাবন্দি ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ছিল। মৃতের পরিবার সোমবার বিকেলে তা জানতে পারে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। কি কারণে এই ঘটনা এবং ঘটনায় কারা যুক্ত রয়েছে পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। ময়নাতদন্তের পর দেহটি মঙ্গলবার মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ এলাকার সিসিটিভিতে দেখা গেছে ঘটনার দিন রাতে তার সঙ্গে কিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল। তবে পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি।

শিক্ষা দফতরের অনুমতি ছাড়া আংশিক সময়ে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ শিক্ষা দফতরের অনুমতি ছাড়া আংশিক সময়ে শিক্ষক কোনও স্কুলে নিয়োগ করা যাবে না। সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সম্প্রতি কয়েকটি বিজ্ঞাপন শিক্ষা দফতরের নজরে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সরকারি স্কুলগুলি নিজেদের প্রয়োজন মতো আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করছে। মাসিক ১২০০ থেকে ২০০০ টাকার বিনিময়ে এই নিয়োগ করা হচ্ছে। জানানো হয়েছে, আবেদনকারীর বিএড আবশ্যিক করা হয়েছে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না। শিক্ষা দফতরের নির্দেশের প্রেক্ষিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা স্কুলগুলিতে এই নোটিশ পাঠিয়ে দিচ্ছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে আপাতত স্কুলগুলিতে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও শিক্ষক সংগঠনগুলি মনে করছে, যেহেতু মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তাই স্কুলগুলির পঠন পাঠনের স্বার্থে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন যাতে ঠিক মতো হতে পারে, সেজন্য শিক্ষা দফতরকে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা উচিত।

সিসিটিভি ক্যামেরা ছাড়াই চলে ভোটগ্রহণ, অভিযোগ রথীনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মেঃ দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মৌলানা জহর স্কুল ও লিচুবাগান প্রাইমারি স্কুলের ছয়টি বুথে (১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭) সিসিটিভি ক্যামেরা ছাড়াই চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। এমনই অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী ডা. রথীন চক্রবর্তীর। সোমবার সকাল থেকে একাধিকবার হাওড়া জেলা নির্বাচন আধিকারিককে ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে, এমনকি ই-মেল মারফত অভিযোগ জানানো হলেও কোনওরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। তাঁর অভিযোগ, দেখা যায় দিনের শেষে এই সবকটি বুথে প্রায় ৯০ ভোট পড়েছে। সেই ক্ষেত্রে তিনি মনে করছেন উক্ত সমস্ত বুথে অসংবিধানিক কার্যকলাপ হয়েছে। তাই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সোমবার রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

দুর্যোগের পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ আগামী শনিবার রাজ্যে ষষ্ঠ দফা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকায় সেই কথা মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশন বৈঠকে বসতে চলেছে। ভোটের সময় বিপর্যয় মোকাবিলায় কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব আগামীকাল বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে তার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকরাও ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য আগামী শনিবার দুই মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া সহ জঙ্গলমহল এলাকায় নির্বাচন রয়েছে। ভোটের সময় দুর্যোগ দেখা দিলে বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা থাকায় তার আগাম প্রস্তুতি নিতেই বৈঠকে বসতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

জগদীশপুরে বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরার বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ২১ মেঃ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডোমজুড় বিধানসভার জগদীশপুরে বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরার বাড়িতে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। ইট-পাথর ছুড়ে ভাঙা হয় ঘরের জানলা-দরজা। সোমবার রাত বারোটা নাগাদ ওই হামলা চলে। মঙ্গলবার সকালেও ফের হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর শাসক দল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। লিলুয়ার জগদীশপুর পুলিশ ফাঁড়িতে সিসিটিভি ফুটেজ-সহ অভিযোগ জানানো হয়। বিজেপির অভিযোগ পুলিশ এই ঘটনায় আসল অভিযুক্তদের আড়াল করে বিজেপির দুই কার্যকর্তাকে আটক করেছে। বিজেপি নেতা গোবিন্দ হাজরা বলেন, সোমবার এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছিল। পরে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী মারধর শুরু করে। রাত ২টো নাগাদ তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী এসে বাড়িতে ইট ছোঁড়ে, গালিগালাজ করে চলে যায়। তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনীর প্রায় ২৫ - ৩০ জন এসে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয় পাশের বাড়িও ভাঙচুর করে। এরা দিনে দুপুরে এতো তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে। এই ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দোষীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। উপরন্ত আমাদের দলের দুজন কার্যকর্তাকে আটক করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তিনটে বাইকও আটক করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ দাবি করেন এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগ নেই। এটা বিজেপির আদি-নব্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঘটনা। আদি বিজেপির কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এটা ওদের দলের আদি এবং নব্যর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এর আগেও আদি-গোষ্ঠী বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। কারণ ওর (গোবিন্দ হাজরা) অত্যাচার সারা জগদীশপুর দেখেছে। সেই আদি বিজেপি এই কাজ করতে পারে। এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এ কাজ করেনা।

হাওড়া পুরসভার ভ্যাট সাফাই রাখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কেনা হচ্ছে দুটি লিটল পিগ স্পেশাল গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মেঃ ডেঙ্গু পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আগামী দিনে বেশ কিছু পরিকল্পনা নিতে চলেছে হাওড়া পুরসভা। ভ্যাট সাফাই রাখতে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতিরিক্ত গাড়ি আনা হবে। গাড়িগুলো ভ্যাট থেকে বা রাস্তা থেকে নর্মাল জঞ্জাল তুলতে তুলতে যাবে। মেন রোডের ভ্যাটগুলো কভার করবে তারা। ক্লিনিংয়ের পর ভ্যাটের গেট যাতে বন্ধ থাকে তা দেখা হবে। যেখানে গেট নেই সেখানে ভ্যাটে গেট বসানো হবে। ভ্যাটগুলো কালারফুল করতে সৌন্দর্য্যায়ণ করা হবে। ১৪টা ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর কালেকশন শুরু হবে সেপ্টেম্বর নাগাদ। ওই ওয়ার্ডগুলো ভ্যাট ফ্রি ওয়ার্ড হবে। পুরসভার কনজারভেন্সি সিস্টেম ঢেলে সাজানো হবে। পুরসভার তরফ থেকে লিটল পিগ স্পেশাল দুটো গাড়ি কেনা হবে। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী বলেন, কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মিত ক্লিনিংয়ের জন্যে বিভিন্ন সময় ভ্যাট থেকে ময়লা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এই কারণে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। এই গাড়িগুলি ভ্যাটে বা রাস্তার ধারে জঞ্জাল পড়ে থাকলে তা তুলতে তুলতে যাবে। গাড়িগুলি ভর্তি হয়ে গেলে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে সেই জঞ্জাল নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে। তারপর ফিরে এসে আবার সেই রুটে ঘুরবে। তবে তাদের নির্দিষ্ট সময় থাকবে না। তারা সব সময় ঘুরবে জঞ্জাল তোলার জন্য। এছাড়া জঞ্জাল তোলার জন্য আগে যে গাড়ির ব্যবহার করা হতো তারা যেমন কাজ করতো তেমনই করবে। প্রথম ক্ষেত্রে বড় রাস্তাগুলিতে জঞ্জালমুক্ত করার জন্য এই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হবে। বেলগাছিয়া ভাগাড়ের রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা নেই। ফলে বিকেলের পর সেখানে গাড়ি যেতে পারে না। যেসব অতিরিক্ত গাড়ি জঞ্জাল তুলে ভাগাড়ে ফেলতে যাবে সেই গাড়িগুলি ভাগাড়ে পৌঁছতে অনেক সময় সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। সেই কারণে বেলগাছিয়া ভাগাড়ের কাছে একটি হাই মাস্ক আলো লাগানো হবে।

ভ্যাট পরিষ্কারের পর ভ্যাটের গেট বন্ধ করে দিতে হবে। যে ভ্যাটগুলিতে গেট নেই বা ছাদ নেই সেই ভ্যাটগুলিতে তা তৈরি করে দেওয়া হবে। গেট তৈরির ব্যাপারে কথাও হয়েছে। পুরসভার লক্ষ্য যাতে সব ভ্যাটের গেট থাকে। এর পাশাপাশি ভ্যাটগুলিকে সৌন্দর্যকরণ করা হবে। ভ্যাটের দেওয়ালগুলিতে বিভিন্ন ছবি দিয়ে সুদৃশ্য করা হবে। শুধু তাই নয় ভ্যাট পরিষ্কারের জন্য ব্লিচিং পাউডার এবং সুগন্ধি তেল সেই জায়গায় স্প্রে করা হবে। আরো মোট ১৪টি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর কালেকশনের প্রসেস শুরু হবে।

সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই কাজ শুরু হবে। লক্ষ্য এই ওয়ার্ডগুলিকে ভ্যাট ফ্রি করা। ভ্যাটকে দ্রুত জঞ্জালমুক্ত করার জন্য দুটো লিটল পিক গাড়ি আনা হচ্ছে। এই ধরনের গাড়ি দ্রুত ভ্যাট থেকে জঞ্জাল এবং নর্দমা থেকে আবর্জনা তুলে নিতে পারে। অনেক সময় বহুতল আবাসন থেকে জঞ্জাল রাস্তায় ফেলা হয়।

এছাড়াও হোটেলের বা কোনও অনুষ্ঠান বাড়ির খাবার ফেলে দেওয়া হয় ভ্যাটের সামনে। সেই কারণে বহুতল আবাসনের মালিকদের সংগঠন, হোটেল মালিকদের সঙ্গে বসা হবে। প্রয়োজনে বড় বিনসের ব্যবস্থা করে জঞ্জাল ফেলতে হবে বলে সুজয় চক্রবর্তী জানান।

আইআইটি ইন্দোরে অ্যাস্ট্রোনমিতে টপার স্থান দখল অসম-কন্যা কৃশাঙ্গি কাশ্যপের

গুয়াহাটি, ২১ মে ঃ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) ইন্দোরে অ্যাস্ট্রোনমিতে টপার স্থান দখল করেছেন অসম-কন্যা কৃশাঙ্গি কাশ্যপ। কৃশাঙ্গি মূলত অসমের বরপেটা জেলার বাসিন্দা। কৃশাঙ্গি কাশ্যপ জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা এবং মহাকাশ প্রকৌশলে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ৯.৪৫ নম্বরের চিত্তাকর্ষক স্কোর নিয়ে লোভনীয় আইআইটি টপার পুরস্কার অর্জন করেছেন। কৃশাঙ্গির অ্যাকাডেমিক যাত্রা তাঁর উৎসর্গীকরণ এবং উজ্জ্বলতার প্রমাণ। ২০২২ সালে আইআইটি ইন্দোরে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শুরু করার আগে তিনি অসমের পাঠশালায় অবস্থিত ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় ডিস্টিংশন নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেদিন কৃশাঙ্গি জানিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হওয়া। তাঁর স্বপ্ন আজ ক্রমাগত বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর ২০২৪ সালের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে নাসা আয়োজিত ৫৫-তম লুনার অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্স (চন্দ্র ও গ্রহ বিজ্ঞান) সম্মেলনে (এলপিএসসি ৫৫) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কৃশাঙ্গি কাশ্যপ। তাঁর ব্যতিক্রমী গবেষণাকে প্রশংসা করেছিলেন নাসা কর্তৃপক্ষ।

তাঁর গবেষণার বিষয়, 'সারফেস অ্যান্ড সাবসারফেস রেগোলিথ ক্যারেক্টারাইজেশন অব লুনার সাউথ পোল ইউজিং চন্দ্রযান-২ ডুয়াল-ফ্রিকোয়েন্সি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার (ডিএফএসএআর)'। আজ মঙ্গলবার কৃশাঙ্গি কাশ্যপের বাবা হিতেশ শর্মা তাঁর মেয়ের এই

উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, মেয়ে কৃশাঙ্গি চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের অবস্থান নিয়ে গবেষণা করে মহাকাশ বিজ্ঞানে তাঁর অবদানকে আরও মজবুত করছেন। একটি বিনয়ী পটভূমি থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য কৃশাঙ্গি কাশ্যপ অসমবাসীর কাছে অপরিসীম গর্ব, এ খবর শুনে বলেছেন ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীরা। তাঁরা বলেছেন, কৃশাঙ্গির এই সফল যাত্রা বহুজনকে অনুপ্রাণিত করবে।

শ্যামপুরে বিজেপি কর্মীর বাড়ির সদস্যদের নৃশংস প্রহার

হাওড়া, ২১ মেঃ মঙ্গলবার ভোরে হাওড়ার শ্যামপুরের একটি বাড়িতে সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতি হানা দেয়। বাড়ির বাসিন্দাদের ব্যাপক মারধর করার পর ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ, হানাদাররা তৃণমূল সমর্থক। তাদের ১১ জনের নামে নির্দিষ্ট অভিযোগ থানায় নিয়ে যাওয়ার পরেও টানা কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়। বিজেপি কর্মী স্বপ্না পোল্লের বাড়িতে এই হামলা চলে। তাঁর লিখিত অভিযোগ, হানাদাররা তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী। সঙ্গে তলোয়ার, শাবল, বাঁশ-সহ নানা অস্ত্র ছিল। তারা আমার ভাসুর এবং স্বামীকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মাথা মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। খিল ও বাঁশ দিয়ে এলোপাথারি মারে। পরে আমার শাশুড়িসহ পরিবারের অন্য মহিলার সাথে শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। স্বপ্নার অভিযোগ, আমার ভাসুর বিবেকানন্দ পোল্লে বিজেপি-র বুথ সভাপতি। সোমবার তৃণমূলের ছেলেদের আপত্তি সত্ত্বেও উনি ভোটকেন্দ্রে পোলিং এজেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। হানাদাররা বলপূর্বক আমার ৬ বছরের কন্যার গলা টিপে তাকে হত্যার চেষ্টা করে। তাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলা হয়। যখন আমি বাঁচানোর জন্য ছুটে আসি আমার ওপর লাগাতার মারধর চলে। স্বপ্নার অভিযোগ, সকালে আহতরা যাতে হাসপাতালে না যেতে পারি, দীর্ঘক্ষণ বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। আমার স্বামী ও ভাসুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতাল থেকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুপুর আড়াইটা থেকে থানায় বসে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ পুলিশ এফআইআর-এর কপি নেয়নি।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হল জয়নগরের উত্তর দূর্গাপুর অঞ্চলে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২১ মেঃ গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচছে খেলাধূলা। আর তাই গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বজায় রাখতে ও নতুন প্রজন্মের কাছে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে পরিচিত করার লক্ষ্যেই জয়নগরের উওর দূর্গাপুর অঞ্চলের শসাপাড়ায় শসাপাড়া বালক সংঘের পরিচালনায় বিরাট ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মঙ্গলবার সকালে। এদিন শসাপাড়ার মাঠে এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আম্বিয়া বিবি, উপপ্রধান সাইফুল লস্কর সহ আরো অনেকে । এই তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দেখতে মাঠের চারপাশে কয়েকশো দর্শকের সমাগম ঘটে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার মাঠে।জানা যায়, কুলপি,ক্যানিং, জয়নগর রায়দীঘি, কুলতলি,মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, ঢোলা,লক্ষীকান্তপুর, মগরাহাট, পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১৮ থেকে ২০টি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রথম পুরস্কার ৭ হাজার ১টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ হাজার ১ টাকা তৃতীয় পুরস্কার ৩হাজার ১ টাকা ধার্য করা হয়ে ছিলো। ঘোড়া দৌড় দেখতে আসা আলমগীর হালদার ও ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজক চিত্তরঞ্জন মন্ডল বলেন, ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে খুবই ভালো লাগছে, বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের এলাকায় এমন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে যা গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচছে। এদিন এই খেলা দেখতে বিভিন্ন বয়সের হাজারো নারী পুরুষ দর্শকের উপস্থিতিতে আমরা খুশি।

এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে মনে পড়ে গেল।

তবে এমন আয়োজন প্রতিবছরেই করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ঘোড়ার মালিকরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, অনেক প্রতিযোগিতায় তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, এবং শারীরিক অবস্থা যতদিন ভালো থাকবে ততদিন আমরা ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নোবো। আর জয়নগরের এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অশান্তি এড়াতে বহু পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছিলো।

সুন্দরবনে বন দফতরের নিয়োগ

একাধিক দাবিকে সামনে রেখে রাজ্য বন দফতরে চিঠি দিলো এপিডিআর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২১ মেঃ চোরা শিকারীদের শিকার আটকাতে গিয়ে সুন্দরবনের নেতাধোপানি বিটে গত শনিবার প্রাণ গেল অমলেন্দু হালদার (৫৯) নামে এক বন কর্মীর। অল্পের জন্যে প্রানে বেঁচে গেলেন তাঁর সঙ্গে থাকা বেশ কয়েক জন বন কর্মী। আর তাঁর পরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সুন্দরবনে বন কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে। বনমন্ত্রী ভোটের কাজে ব্যস্ততা দেখিয়ে ভোটের পরে সব কিছু দেখা হবে বলে জানিয়েছেন। দীর্ঘ দিন বন দফতরে নিয়োগ কাজ বন্ধ। সুন্দরবনের পর্যাপ্ত বন কর্মীর অভাবে চোরা শিকারীদের দাপট বেড়ে চলেছে। আর তাঁর ফলে লুট হচ্ছে সুন্দরবনের সম্পদ।শিকার হচছে সুন্দরবনের হরিণের মতন একাধিক বন্যপ্রাণ।আর মৃত বনকর্মীর পরিবারের সাহায্য, চোরাশিকারীদের গ্রেফতার,বন কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয় সহ একাধিক বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার রাজ্য বন দফতরে মেল করে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে এই সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এদিন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর রাজ্য বন দফতরে চিঠি পাঠান। তিনি এ দিন এই বিষয়ে বলেন,আমরা চাই সুন্দরবনের মানুষের,বন কর্মী, মৎস্যজীবি সহ বন্যপ্রাণদের সুরক্ষা।রাজ্য সরকার বন দফতরে দীর্ঘ দিন নিয়োগ করে নি।আর নিরাপত্তার অভাবে চোরাশিকারী, জল দস্যুদের আক্রমন তাই বেড়ে চলেছে।যে এলাকায় গত শনিবার ঐ বনকর্মীকে গুলি করা ও কোপানো হয় তাঁর খুব কাছাকাছি বাংলাদেশ সীমান্ত জলপথে। আর তাই এই সব এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর হওয়ার দরকার আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফে এদিন চিঠিতে বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেছি। এগুলোর যতাযত ব্যবস্থা গ্রহন না হলে আমরা বৃহওর আন্দোলনের পথে নামবো।আমাদের দাবি গুলো হলো-১ বনকর্মী অমলেন্দু হালদারের খুনিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে।২ বনকর্মী ও মৎসজীবীদের নিরাপত্তায় অতীব গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সকল সুন্দরবনবাসীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে।৩ তদন্ত ও টহলদারির সময় মৎসজীবীদের যাতে কোনোরকম হয়রানি ও আতঙ্কিত করা না হয় সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে। ৪ বনকর্মীর ঘাটতি পূরণ করতে অবিলম্বে বাঘে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের উপযুক্ত পদে দ্রুত নিযুক্ত করতে হবে।

ভোটে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণেই মুখে হাসি ফোটাচ্ছে হুগলির তৃণমূল নেতাদের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ মে ঃ বুথে বুথে মহিলাদের ভোটে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নে বাড়তি নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার মহিলা ভোটার এবারেও তৃণমূলের ঝুলি ভরতে অনেকটাই সাহায্য করবে । সকাল থেকেই লম্বা লাইন মহিলাদের। বুথে বুথে মহিলাদের ভোটে অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভোটে মহিলাদের এই স্বতঃ স্ফূর্ত অংশগ্রহণই মুখে হাসি ফোটাচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। অনেকেই বলছেন, এবার আসল খেলাটা খেলেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। হুগলির জেলার শ্রীরামপুরের সর্বত্র সকাল থেকেই দেখা গেল একই চিত্র। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন মহিলা ভোটাররা। সকালে রোদের তেজ কম থাকায় ভিড় ছিল অনেকটাই বেশি। দুপুরের দিকে সেটা অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। দুপুরের পর বৃষ্টি শুরু হলে সংখ্যাটা আরোই কমে যায়। বৃষ্টি থামতে ফের স্বমহিমায় ভোটের লাইনে ভিড় জমতে থাকে মহিলাদের। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭১.১৮ শতাংশ। রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নে বাড়তি নজর দিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে অবশ্যই প্রথমে আসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের নাম। বিগত বাজেটে এই প্রকল্পে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে শুরু থেকেই প্রচারে মেতেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই প্রচারে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরছেন। মহিলা ভোটার যে এবারেও তৃণমূলের ঝুলি ভরতে অনেকটাই সাহায্য করবে, সেটা মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ভোট দিতে সকাল থেকেই পাণ্ডুয়ায় লম্বা লাইন অন্যদিকে, মহিলাদের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এই প্রকল্পের কথা মুখে আনছেন। তবে, বিজেপি নেতাদের বক্তব্যে সেটা নিয়েও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। একদিকে, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, বিজেপি আগামী দিনে সরকারে এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ৩০০০ করে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, কোচবিহারের বিজেপি নেত্রীর কথা, আগামী তিনমাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। আবার, দু'দিন আগেই অমিত শাহ এসে বলছেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ১০০ টাকা বাড়ানো হবে। পুরো বিষয়টি নিয়ে ধন্দে বিজেপির নিচু তলার কর্মীরা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে এবার ভোটে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে, সেটা দেখা গেল হুগলির শ্রীরামপুরের ভোটেও। হুগলি তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই একটি সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের থেকেও এই ভোটে অনেকটাই বেশি নজর দিয়েছেন নিজে। স্বাভাবিকভাবেই, এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী তিনি। বুথগুলিতে তৃণমূল কর্মীদের সক্রিয়তা এবং উৎসাহ সেটা আরও প্রমাণ করে দেয়। এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থীও হয়েছেন কবীর শঙ্কর বসু অন্যদিকে, সিপিএমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। ভোটের দিন গোটা লোকসভা কেন্দ্রে দুজনকেই কার্যত 'ভ্যানিশ' হতে দেখা গিয়েছে। কবীরশঙ্কর বসু জগদীশপুর, চামরাইল প্রভৃতি এলাকায় এবং দীপ্সিতা ধর ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রতে বেশিরভাগ সময়ে সীমাবদ্ধ ছিলেন। শেষ হাসি হাসবে কে? উত্তর মিলবে ৪ জুন।

রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করলো কংগ্রেস ও কিশান কংগ্রেস উত্তরপাড়ায়

দুরন্ত বার্তা, উত্তর পাড়া হুগলী, ২১ মে ঃ মঙ্গলবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস এই দিনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আততায়ীর দ্বারা নিহত হন সেই দিনটিকে স্মরণ রাখে প্রত্যেক বছরের মত এবছরও হুগলির উত্তর পাড়া কংগ্রেস ও কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রয়াণ দিবস পালন করলো, উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কার্যালয় এ সকালে এখানে রাজীব গান্ধীর ফটোতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মালা দেওয়া হলো এবং স্মরণ করা হলো এরপর উত্তরপাড়ার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনে রাজীব গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করা হয় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রনেন্দ্রনাথ দত্ত রাজ্য কিষান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দে ব রাজ্য কিশান কংগ্রেসের সহ-সভাপতি গোপাল দে উত্তরপাড়া টাউন কিশান কংগ্রেসের সভাপতি মিলন চক্রবর্তী কংগ্রেস নেতা সুবীর মুখার্জি দেবাশীষ মুখার্জী সুব্রত মুখার্জি সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয় দেশের জন্য তার অবদান নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত সদস্যরা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭২ সংখ্যা, বুধবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

ইরান মার্কিন সম্পর্ক

ইরানের প্রেসিডেন্ট রইসি বরাবরই মার্কিন বিরোধী ছিলেন। তার ফলে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল মার্কিন প্রশাসনকে। মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন ব্যবসাকে বজায় রাখতে ইরানের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে সিআইএ। সিআইএ এর খবরের ওপরে ভিত্তি করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইটেন ইরান নীতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইরান আবার পাক বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করলেও পাকিস্তানের ওপরে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল। সেই কারণে ইরানের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি পাকিস্তানের নয়া শাহবাজ শরিফ সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন। তাতে ভারতের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করে। ইরান আবার ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে প্যালেস্টাইন এবং হামাসের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। শুধু তাই নয় ইরান ইজরায়েলের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র ফেলে বেশ কয়েকটি স্থান ধ্বংস করে দিয়েছিল। কিন্তু ইজরায়েল পাল্টা আক্রমণ সঙ্গে সঙ্গে না করলে পরে ইরানের বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপন কেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। তার ফলে ইরান আর সাহস করে ইজরায়েলের ওপরে প্রতিআক্রমণ করেনি। বা ইজরায়েল আবার একটি নতুন করে যুদ্ধের মুখ তৈরি করেনি। কারণ ইজরায়েল এখন গাজা এবং রাফাকে কব্জা করতে ব্যস্ত। রাফা এবং গাজা কব্জা হওয়ার পর ইজরায়েল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একবার ইরানকে রণনীতিতে ডেকে নেবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট রইসির ওপরে ক্ষিপ্ত ছিলেন ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু। তিনি বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন যেকোনও সময়ে ইজরায়েল ইরানের ওপরে আঘাত করতে পারে। সেই কারণে ইজরায়েল সেখানকার জনগণকে সতর্ক থাকার বার্তাও পর্যন্ত দিয়েছিল। কিন্তু এখন হঠাৎ করে রইসি দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পরে ইজরায়েল ইরান নীতি পরিবর্তন করবে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ফলে মার্কিন দেশের ইরাননীতির কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। এদিকে ভারতের সঙ্গে ইরানের যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে পাকিস্তনের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে ইরানের ব্যবসায়িক চুক্তি করার পিছনের ভারত বিরোধিতা করাই মূল লক্ষ্য ছিল কিনা তার সূত্র খোঁজার চেষ্টা করতে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিদেশ মন্ত্রক। তবে বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছিল ইরান পাক ব্যবসায়িক চুক্তি হলেও ভারত সেখান থেকে শান্তির পরিবেশ তৈরি করার উপায় অবলম্বন করবে। পাকিস্তান দেশটা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি মদতপুষ্ট দেশ। তার সঙ্গে ভারতের বিদেশ নীতিকে মিশিয়ে ফেললে মুশকিল হবে। ভারতের বিদেশ নীতি একটি সরল রেখার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে কোনও বক্ররেখা এখনও পর্যন্ত দেখা দেয়নি। তার ফলে ভারতকে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার অতিরিক্ত চাপ বহন করত হচ্ছে। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ ভারতের বিদেশ নীতির ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। যদি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন যে ভারতই পারে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে।

শিলচরের ভাষা আন্দোলন

দেশ বিভাগের সময় বৃহত্তর সিলেটের তিন চতুর্থাংশ নিয়ে বরাক উপত্যকা থেকে যায় অসমে। প্রথম দিকে অসমে অহমীয়া এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই সরকারী কাজকর্ম চলত। কিন্তু ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি অসমীয়া ভাষাকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালী ও অসমীয়াদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। উত্তেজিত অসমীয়া জনতা বাঙালি অধিবাসীদের আক্রমণ করলে হাজার হাজার বাঙালী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে ও বরাক উপত্যকায় পালিয়ে যায়। ন্যায়াধীশ গোপাল মেহরোত্রার নেতৃত্বে এক ব্যক্তির একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরূপ জেলার গোরেশ্বর অঞ্চলের ২৫টি গ্রামের ৪,০১৯টি কুঁড়েঘর এবং ৫৮টি বাড়ি ধ্বংস ও আক্রমণ করা হয় ; এই জেলা ছিল সহিংসতার সবচেয়ে আক্রান্ত এলাকা। নয়জন বাঙালিকে হত্যা করা হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়। এরপর এগিয়ে যাওয়া যাক ১০ই অক্টোবর, ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। তৎকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা অহমীয়াকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। বাঙলাকে উপেক্ষা করে শুধু অহমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা ঘোষনা করে দেওয়াতে ক্ষোভ দানা বাঁধে অসমে বসবাসকারী বাঙালীদের মধ্যে। এর প্রতিবাদ করতে ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ নামক সংগঠনটির জন্ম হয়। ১৪ এপ্রিল তারিখে শিলচর, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দির বাঙালী অধিবাসীরা 'সংকল্প দিবস' পালন করেন। এই অবিচারের বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকার জনগণকে সজাগ করে তুলতে এই পরিষদ ২৪শে এপ্রিল থেকে ২রা মে একপক্ষ ব্যাপী একটি পদযাত্রা শুরু করে। এই পদযাত্রাটিতে অংশ নেওয়া সত্যাগ্রহীরা প্রায় ২০০ মাইল উপত্যকাটির গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন। পদযাত্রার শেষে পরিষদের মুখ্যাধিকারী রথীন্দ্রনাথ সেন ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ১৩ই এপ্রিল ১৯৬১ সালের ভিতর বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯শে মে তে তাঁরা ব্যাপক হরতাল করবেন। এরপর ঘটনা প্রবাহ দ্রুত এগিয়ে চলল। ১২ই মে তারিখে অসম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন,' আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা মা শ্যামার একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে মা শ্যামা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারেন। আসলে মা শ্যামাই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি সাধনা।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই , ভগিনী নিবেদিতা বলেন, মা কালী হচ্ছেন বাঙালিদের সাক্ষাৎ দেবী। তিনি আছেন বলেই বাঙালিরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। তাঁর পুজো করার প্রয়োজন রয়েছে। মা কালী সবাইকে শক্তি এবং ভক্তি বিতরণ করে থাকেন। তিনি শক্তিদায়িনী দেবী। তাঁর সাধনা করতে পারলে শক্তি অর্জন করা যায়। বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কালী মায়ের সাধকেরা কোনও সময়ে পরাজিত হন না। তারা কিন্তু সব সময়ে জয়ী হয়ে থাকেন। দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ গ্রহণ কর।

'স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় ট্রাজিক দিক হল অখণ্ড ভারত তৈরির পথে পাঁচিল গড়া' মন্তব্যে গুলেদানন্দজি

রবীন্দ্রকুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি কিন্তু সব ব্যাপারেই যে গুল দিয়ে থাকেন তা নয়। তিনি বেশ কয়েকটি স্থানে গুরুত্বপূর্ণ কথাও পেড়ে থাকেন। সেই সব কথার যুক্তিপূর্ণ অর্থও এসে উপস্থিত হয়। তার বহুল তাৎপর্য দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব বক্তব্যকে হালকাভাবে গ্রহণ করে নেওয়া সম্ভব হয় না। সেই সব কথার বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে। মাঝে মধ্যেই হাতে সময় থেকে তিনি বলতে শুরু করে দেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস খুবই অল্প নয়। এর পরিধি বিশাল। প্রায় বলতে গেলে সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড থেকে শুরু করে প্যারিস, জার্মানের বার্লিন, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে আরম্ভ করে একেবারে জাপানের টোকিও। এমন কোনও স্থান নেই যেখানে না ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রভূমি। সেই সব স্থান থেকে স্বাধীন ভারতের আওয়াজ উঠতে শুরু করে । সেই জন্যই বলতে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সীমাবদ্ধ একটি এলাকার মধ্যে নিহিত ছিল না। তার ব্যাপ্তি সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুলেদানন্দজির এই কথাকে আমরা গুরুত্ব দিই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঘাটলেই দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র বলতে গেলে সারা বিশ্ব। বিলাতের মাটি থেকে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখা শুরু। আর তার শেষ দেখতে পাওয়া গেল জাপনে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করার মধ্যে দিয়ে। জাপান যদি সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরসঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিত তাহলে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। রাসবিহারী বোসকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে সুভাষ বোসকে দিয়ে শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করার মশলার জোগান দিয়েছিল জাপান সরকার। তবে এসব ব্যাপারে পরোক্ষভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ছিল। তিনি যদি স্বাধীনতা সংগ্রামী দের পাশে বিশেষ করে রাসবিহারী বোস এবং সুভাষচন্দ্র বোসের পাশে এসে যদি না দাঁড়াতেন তাহলে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করা এই সব সংগ্রামীদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হতো সেটা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। এবারে বেশ খানিকক্ষণ দম নিয়ে নিল গুলেদানন্দজি। হাতের সিগারেটাতে একটি সুখ টান দিলেন। মনে হল তিনি যেন স্বর্গ লাভ করেছেন। সিগারেটের মতো 'খতরনক' পদার্থ ভূভারতে আর নেই। তবুও সিগারেট ছাড়া বহু লোকের দিন ভালো কাটে না। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন গুলেদানন্দজি। তিনি তো কেবল চা আর সিগারেটের ওপরে নির্ভর করে জীবন অতিবাহিত করেন। কখন যে মধ্যাহ্নভোজন করেন আর কখন যে রাতের বেলায় খাবার খান তা বোঝা খুবই মুশকিল। তবে চায়ের দোকানের আড্ডাটা হচ্ছে তাঁর প্রাণ। দিনে দুইবার তার আসা চাই। সকাল এগারোটায়। আর রাতের নটার পর। আড্ডা বেশি জমাট বাধে রাতের বেলায়। তখন সবাই অফিস থেকে ফিরে এসে চায়ের আড্ডা জমায়। আর তখনই সেই আড্ডায় বক্তব্য রাখতে দেখা যায় গুলেদানন্দজিকে। গরম চায়ে একটা অল্প করে চুমুক দিয়ে গুলেদানন্দজি বলতে শুরু করে দিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ফিরোজশাহ মেহতা এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ভারতের জাতীয় সংগ্রামীদের সঙ্গে আইনসিদ্ধ ভাবে উদারমতবাদের ওপরে নির্ভর করে ব্রিটিশদের সঙ্গে একটি সমঝোতা তৈরি করার পথকে রচিত করতে উদ্যাগী হয়েছিলেন। আর ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক জনগণকে সঙ্গে করে নিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামীরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামী মনোভাব গ্রহণ করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সেই সময়ে বয়কট এবং একটি সমঝোতার রাজনীতির ওপরে নির্ভর করে প্রবাহিত হতে থাকলেও মহারাষ্ট্র কিন্তু সেই সময়ে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। মহারাষ্ট্রের পথ ধরেই বাংলায় সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তাকে তৈরি করতে

শুরু করে দিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। অরবিন্দ ঘোষ তখন নিজের মানসিক এবং ধর্মীয় মতকে বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। ১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসেই অরবিন্দ লিখলেন একটি প্রবন্ধ "New Lamps for Old". তিনি এই প্রবন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি লিখলেন-"that its aims are mistaken, that the spirit in shich it proceeds towards their accomplishment is not a spirit of sincerity and shole - heartedness, and that the methods it has chosen are not the right methods, and the leaders in whom it trusts, not the right sort of ment to be leaders:- in brief, that we are not present the blind led, if not by the blind at any rate by the one -eyed"। এই কথা বলেই বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করতে শুরু করে দিলেন গুলেদানন্দজি। জাতীয় কংগ্রেসের পথ ধরে চলাটা অরবিন্দ মোটেই পচ্ছন্দ কর ছিলেন না। প্রথম থেকেই তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে মত দিতে নারাজ ছিলেন। তার ফলে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটি দূরত্ব তৈরি হল অরবিন্দের। সেই সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের নীতিটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আন্তরিক বোঝাপড়া। কোনও রকমভাবে সংগ্রামী বোঝাপড়ার পথ তৈরি করতে নারাজ ছিল কংগ্রেসপন্থীরা। পরবর্তী কালেও সেই পথ ধরেই কংগ্রেস এগিয়ে চলে। গান্ধিজি কংগ্রেসের হাল ধরার সময়ে একই পথ ধরে এগিয়ে চলে ছিলেন। ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে কংগ্রেসের মত পার্থক্য তৈরি হল। তবে গান্ধিজি এমন একজন নেতা ছিলেন যার ছত্রছায়া সবাই এসে উপস্থিত হতে হয়। সেখান থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে দেখা গেল যে গান্ধিজির আন্দোলন সম্পর্কে সন্দিহান প্রকাশ করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নেতারা ভিন্ন পথকে গ্রহণ করছেন। বেনারসের বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধির পথকে ধরে এগোনোর কথা ভাবতে পারতেন না। তিনি কট্টর সন্ত্রাসবাদী নেতা ছিলেন এবং রাসবিহারী বোসের সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন। বেনারসের বাঙালি টোলাতে এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী বোস। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘা যতীন), চন্দননগরের অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলালেন। বেনারসকে সেই সময়ে বিপ্লবীদের আখড়া তৈরি করার মূল কারণ ছিল যে ইংরেজ সরকার বেনারসের দিকে বেশি নজর দিত না। বেনারস যেহেতু একটি হিন্দুদের ধর্মীয় তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল সেই কারণে বেনারসের ওপরে ইংরেজ শাসকেরা নজর আলগা করে রেখে দিয়েছিল। বিপ্লবীরা তা পূর্ণ সযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করে। ভারতের অন্যান্য শহরে কোনও ক্লাব বা সংগঠন তৈরি করলেই ব্রিটিশের গোয়েন্দারা সেই প্রতিষ্ঠানের খবরাখবর নেওয়া শুরু করে দিত। বিশেষ করে যদি কোনও বাঙালি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে কোনও ক্লাব তৈরি করতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরে গোয়েন্দা নজরে চলে আসতো এবং ক্লাবের কার্যকলাপের ওপরে লক্ষ্য রাখতে শুরু করতো। বলতে গেলে ব্রিটিশ সরকার বাঙালীদের বেশি করে সন্দেহের তালিকায় রাখে। ব্রিটিশ সরকারের এই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই। তারপরে বিপ্লবী অরবিন্দের নেতৃত্বে মুজফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকিকে নিয়োগ এবং পরে ধরা পড়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা। এরপরে ব্রিটিশ সরকার সারা দেশ ব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় করতে শুরু করলো। বহু সশস্ত্র সংগ্রামীদের গ্রেফতার করে ব্রিটিশ প্রশাসন। শুরু হল আলিপুর বোমা মামলা। সালটা ছিল ১৯০৮। এক বছর ধরে মামলা চলেছিল। ব্যারিস্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আলিপুর বোমা মামলায় বিপ্লবীদের হয়ে আইনী সাওয়াল করেন। পরে দেখা গেল যে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন এবং বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসি হুকুম হল। যদিও পরে এই দুই বিপ্লবী উচ্চ আদালতে আবেদন করলে ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে দ্বীপান্তরের সাজা হয়। গুলেদানন্দজি বলেই চলেছেন। থামার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না। কেন বাংলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে বার বার ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে দিলেন। চুপ করে থাকলেন না। আসলে দেখতে পাওয়া গেল যে গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবীদের একটি সংঘাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেই সংঘাত প্রকাশ্যে এসে উপস্থিত হয়নি। তবুও বলা যেতে পারে বিপ্লবী দর্শনের সঙ্গে গান্ধিজির অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দর্শন মিলমিশ হচ্ছিল না। তবে অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষেরা গান্ধিজির দর্শনের ওপরে আস্থা রাখতে শুরু করে। তার ফলে দেখা গেল যে ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম কোনও রকমভাবে সফল হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ শক্তি যেভাবে ভারতের ওপরে প্রভাবকে অটুট রাখতে কৌশলী পন্থা অবলম্বন করেছিল তার সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিতে পারছিল না বিপ্লবী দলের নেতারা। বিদেশি শক্তি বিশেষ করে জার্মান শক্তির ওপরে ভরসা করেও ব্যর্থ হতে থাকে। কিন্তু জার্মান শক্তি ভারতের বিপ্লবীদের সহযোগিতা করার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিলেও ব্রিটিশ নেট ওয়ার্কের কাছে সব ষড়য়ন্ত্র ফাঁস হতে থাকে। ফলে বিদেশি রাষ্ট্র ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্য করতে পারছিল না। একমাত্র জাপান ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভারতের সেনা সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে সাফল্য লাভ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে মিত্র শক্তির কাছে জার্মান পরাস্ত হলে জাপানের শক্তি ক্ষয় হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের কোর্ট মার্শাল করার আয়োজন করে ফেলে লালকেল্লায় ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দফতর। রাসবিহারী বোস জাপানেই দেহ রাখেন। আর নেতাজি সুভাষ বোস নিখোঁজ হন। অহিংসা সত্যাগ্রহের নেতা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করে খণ্ডিত স্বাধীন ভারত এগিয়ে চলতে শুরু করে। এটাই হল স্বাধীন ভারতের ট্রাজিক কাহিনী। আজও সেই ট্রাজিক ঘটনার শর্তকে বহন করে চলতে হচ্ছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে বটে। কিন্তু সমস্যার সমাধান করা এখন সম্ভব হয়নি। সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের দেশগুলিতে এত সমস্যা নেই যা ভারতে রয়েছে। স্বাধীন ভারত ৭৮ বছরে পদার্পন করতে চলেছে। তার এত সমস্যা তৈরি হয়েছে যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই জটিল সমস্যার সমাধান না করতে পারলে স্বাধীন ভারত মুক্তি লাভ করতে পারবে না। প্রকৃত মুক্তির জন্য এখন ভারতবাসীদের আরও আত্মত্যাগ করতে হচ্ছে। আরও কত বছর তা করতে লাগবে তা কেউই সঠিক ভাবে বলতে পারছে না বলে আক্ষেপ করতে শুরু করে দিল গুলেদানন্দজি। পরবর্তী কালে লর্ড কার্জনের ভারত ভাগ পরিকল্পনাকে বাস্তবে মেনে নিল দেশ নেতারা। লর্ড কার্জন যে ভাবনার মধ্যে দিয়ে ভারত গড়ার চেষ্টা করেছিল এবং বাংলাকে বাগ করে দিয়ে বাংলার শক্তিকে নিকেশ করে দেওয়ার পরিকল্পনা রচিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে তাই আবার ফিরে এলো পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান তৈরি করার মধ্যে দিয়ে। বাংলা পাঞ্জাবের কপাল পুড়লো। সমস্যার পাহাড় তৈরি হতে থাকলো।

বারাণসীর কড়চা ঃ কাশীতে রাজা রামমোহন রায়

জয়দেব দাস, কাশী

রাজা রামমোহন সিনেমাটি ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তি পেলেও আমার দেখার সুযোগ হয়ে ছিল তার পঞ্চাশ বছর পরে। বারাণসীর রঙ্গ প্রবাহ সমিতি দ্বারা আয়োজিত প্রতি মাসের সিনেমা চর্চা আসরের এক বৈঠকিতে। ধ্রুপদী সিনেমা দেখা এবং চর্চা ছাড়া রঙ্গ প্রবাহ নাটকের এক নবতরঙ্গের যুবকের দল। বারাণসীতে সিনেমা নিয়ে চর্চার আগ্রহ দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর সোত্তরের দশকে। তখন কিছু যুবকেরা কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি থেকে খুবই প্রভাবিত। সেই প্ররণা এবং উৎসাহ নিয়ে বারাণসী তে ফিল্ম সোসাইটি গড়ার প্রচেষ্টায় তল্লিন হয়। গোদোলিয়া চৌরাস্তার পাসেই সেই সময় দি রেস্টুরেন্ট। সেই রেস্টুরেন্টের আব-ও-হাওয়া কলকাতার কফি হাউসের মতই গুলজার। রাজনিতি থেকে নিয়ে সমাজ ব্যবস্থা, শিল্প সংস্কৃতি থেকে নিয়ে স্টক মার্কেট; কোনওটাই বাদ যায় না। সেই নিয়ে তর্ক বিতর্কে সবাই মশগুল। রেস্টুরেন্টের এক টেবিলে সেই ফিল্ম সোসাইটি গড়ার উদ্যোগ নিয়ে ভাবনা চিন্তায় কয়েক যুবক। তারা বারাণসী ফিল্ম সোসাইটির উদ্বোধনের কার্যকলাপের নির্ধারণে ব্যস্ত। সৌভাগ্য ক্রমে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম কান্ডারী সত্যজিৎ রায় সেই রেস্টুরেন্টের দ্বারে উপস্থিত হন। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমা শুটিংয়ের কাজে সত্যজিৎ বাবু সেই সময় ব্যস্ত, তাই কাশীর পথে ঘাটে তাঁর বিচরণ। সত্যজিৎ বাবুকে নিজেদের মাঝে পেয়ে সেই যুবকের দল আপ্লুত। পরিচয় পর্ব সারা হলে, তারা বারাণসী ফিল্ম সোসাইটির কথা তাঁকে জানায়। সত্যজিৎবাবু খুবই উৎসাহ দেন। সত্যজিৎ বাবুকে বারাণসী ফিল্ম সোসাইটির প্রথম আয়োজনের প্রধান অতিথির নিমন্ত্রণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট দিনে সত্যজিৎবাবু সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কলকাতা ফিল্ম সোসাইটি গড়ার অভিজ্ঞতা সবাইকে বলেন। ধ্রুপদী সিনেমার চর্চার এক পরিবেশ গড়তে বারাণসী ফিল্ম সোসাইটির অবদান কম নয়।

কিছু বছর পরে সোসাইটি ভেঙে যায় কিন্তু ফিল্ম নিয়ে চর্চা থামেনি আজও। নতুন প্রজন্মের আগ্রহে সেটা বজায় রয়েছে। যেমন রঙ্গ প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত প্রতি মাসের চলচ্চিত্র চর্চার আসরে ধ্রুপদী সিনেমার দেখা ও চর্চা করার এক স্থান বিশেষ। যেখানে রাজা রাম মোহন সিনেমাটি দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। রাজা রামমোহন ফিল্মটি দেখতে দেখতে মনে দুটো প্রশ্ন জাগে। প্রথম রাজা রামমোহন কাশী এসেছিলেন যদি তাহলে কতদিন ছিলেন কোথায় থাকতেন, কাদের সংস্পর্শ পেয়ে নিজেকে আগামী দিনের জন্য গড়ে নিচ্ছিলেন ইত্যাদি ? অনেক প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পাইনি। কিন্তু অনেক অজানা কথা জানা গেছে সেই সূত্র ধরেই।

রাজা রাম মোহন রায়ের জন্ম সেই নবাব আমলে। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রাম। এই গ্রামের নাম ডাক খুব। এখানে বাস করেন রায় রায়ান বংশের মানুষেরা। নবাব এর কাছে এদের খাতির ছিল। নবাবের কর্মচারী হিসেবে ছোটখাটো জমিদার এরা। প্রচুর জমির মালিক, রায়রায়ান বংশের প্রচুর বিত্ত। রামমোহন এই বংশেরই ছেলে। জন্ম ১৭৭৪ সালে। কেউ কেউ অবশ্যই বলেন, রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ সালে। পিতা রমাকান্ত রায়ের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। মা তারিনী দেবী। মায়ের প্রভাবই পড়েছিল রামমোহনের জীবনে। রামমোহনের শিক্ষার আরম্ভ রাধানগর গ্রামে। টোল চতুস্পাঠী তেই। তিনি মনোযোগী ছাত্র। সব কিছুকে খুঁটিয়ে, তন্ন তন্ন করে জানার ইচ্ছা প্রবল। সেই সময় নবাব দরবারে চাকরি করতে গেলে আরবি ফারসি শিক্ষার প্রয়োজন। তাই রামমোহনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পাটনায়। আরবি ফার্সিতে রামমোহন কেবল বিদ্যা চর্চায় নয়, একেবারে মোজে গেলেন। এই দুই ভাষাকে এমন আয়ত্ত করলেন যে এই ভাষায় কথা বলতে, আলোচনা করতে, চিন্তা ভাবনা করতে তার কোন অসুবিধাই হতো না। এমনকি কঠিন জিনিস কে পর্যন্ত তিনি সহজ করে বলতে লিখতে পারতেন আরবি ফার্সিতে। সেই সূত্রে ইসলাম ধর্মের সব কিছুই তার জানা হলো। তিনি মুসলমানি আদব-কায়দা কিছু কিছু পছন্দ করতেন। জোব্বা চাপকান পড়তেন। এই পোশাকেই তাকে মানাত ঢের। আরবি ফার্সি শিক্ষা ও আদব কায়দা অর্জন করে রামমোহন পাটনা থেকে কাশী চলে আসেন। জগৎ বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত সাহিত্য এবং বেদে বেদান্ত আদি অধ্যয়নার্থ কাশী প্রবাসী হন। কারণ কাশী সংস্কৃত চর্চার বিখ্যাত জায়গা। বড় বড় পন্ডিতদের বাস এখানে তাই সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডার লুট করে নিলেন রামমোহন। বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, স্মৃতি শাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র তখন তার নখ দর্পণে। রামমোহন ভারতের জ্ঞানের ভান্ডার উপনিষদের পাট নিলেন ব্রহ্ম সূত্র পড়লেন গীতাকে বুঝে নিতে চাইলেন উপনিষদ পড়ে তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন প্রতিমা পূজার কোনও মানে হয় না। প্রতিমা পূজা সম্পর্কে যেটুকুও বিশ্বাস ছিল একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল উপনিষদের জ্ঞান লাভ করে। কেবল কি তাই? হিন্দুধর্মের ধর্মশাস্ত্র সবই পড়লেন। পড়লেন ষড়দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি নিবন্ধ। অন্যদিকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্রকে অধিগত করলেন প্রচণ্ড পরিশ্রম নিয়ে। পড়ার জন্যেই পড়া নয়, পড়ার মধ্য দিয়ে তিনি বুদ্ধি আর অনুভব দিয়ে জানতেও চাইলেন, মানুষের জীবনে অধ্যাত্মভাবনার স্থান কোথায়। বিভেদ বুদ্ধির কারণ কী। অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনার মোহ কেন এল। জ্ঞান আর জ্ঞানের প্রসার চাই। তাহলেই ঝাপসা ভাবটা কেটে যাবে, অন্ধকার চলে যাবে, ফুটে উঠবে আলো।

বেদ বেদান্ত পুরাণ চর্চার কেন্দ্র এই কাশী। পন্ডিত বহুল এই নগরীতে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিচার করে রামমোহন বুঝিয়ে দিলেন মানুষকে মানতে হবে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বর চলে না। রামমোহনের মন তৈরি হচ্ছে একেশ্বর বাদের দিকে - একমেবাদ্বিতীয়ম।

অধ্যয়নার্থ কাশীপ্রবাসী রাম মোহনের বিষয় ১৮২৬ সালে William Adam সাহেব লিখিয়াছিলেন - "Ram mohon– after relinquishing idolatry– was obliged to reside for ten or twelve years at Benares– at a distance from all his friends and relatives– who lived on the family estate at Burdwan– in Bengal." "Probably he fixed his residence at Benares on account of the facilities afforded by that sacred city for the study of Sanskrit Probably however in such a seat of Hindu learning as Benares– he might have obtained employment by copying manuscripts. In any case– he seems– to have remained there until his fathers death in ১৮০৩. দেহের জন্ম হয়তো রামমোহনের সেই ১৭৭২ কিংবা ১৭৭৪ সালে হলেও, মানসিক জন্ম লাভ এই কাশীতেই। মানুষের মানসিকতাই তার দিক নির্ধারণ করে আর হয়তো এটাই মোক্ষ লাভের পাথেয়। রাজা রামমোহন ফিল্মটি দেখতে দেখতে মনে দ্বিতীয় বিষয় টি যা আকৃষ্ট করলো তা হল প্রায় চোদ্দ মিনিট পরের দৃশ্য। কাশীর ঘাটে সহমরণের (ক্রমশঃ)

সম্পাদক সমীপেষু,

ক্ষীরগ্রামের আদ্যামা মন্দির

যেকোন দেবমন্দিরের আলোচনা করতে হলে প্রথমেই উঠে আসে শক্তিপীঠের আখ্যান। ধর্মস্থান নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে তাও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পীঠস্থান। পীঠনির্ণয়তন্ত্র মতে, অষ্টাদশ মহাপীঠ হল ক্ষীরগ্রাম। বলা হয়েছে- ভূতদাত্রী মহামায়া ভৈরব ক্ষীর খন্ডক। যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমমদ।। এখানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছিল। পীঠদেবী হলেন যুগাদ্যা এবং দেবীর নাম ক্ষীরখন্ডক। এই অনুসরণে কবি রায়গুণাকর ভারত চন্দ্র লিখেছেন, ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব, যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখন্ডক ভৈরবদ। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত বর্ধমান-কাটোয়া লাইনের ছোট স্টেশন কৈচর। সেই স্টেশন থেকে এই মহা পীঠ মাত্র তিন কিলো মিটার। রিক্সা করেও এখানে চলে আসতে পারা যায় কৈচর থেকে। দেবী যোগাদ্যার ক্ষীর গ্রামে প্রতিষ্ঠার ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লেখ করা আছে। কবির লিখিত কাহিনিটি ছিল এ রকম, রাবণের পুত্র মহীরাবণ দেবী যোগাদ্যার মন্দির পাতালে নির্মাণ করে নিত্য দেবী পূজা করতেন। লঙ্কার যুদ্ধের সময় মহীরাবণ রাম-লক্ষ্মণকে বেঁধে পাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে দেবীর সামনে তাদের বলির ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু হনুমান মাছির রূপ ধরে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানিয়ে দেন দেবীকে। দেবী তখন হনুমানকে বুদ্ধি দেন, রামকে বলি দেওয়ার আগে মহীরাবণ যখন দেবীকে প্রণাম করতে বলবেন, রাম যেন তখন তাকে বলেন, তিনি প্রণাম করতে জানেন না। মহীরাবণ হেঁট হয়ে দেবীকে প্রণাম করতে গেলেই খাঁড়া দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলতে হবে। এমনটাই করেছিলেন রামচন্দ্র। এরপর হনুমান খড়্গ দিয়ে মহীরাবণের মুন্ড আলাদা করে দেন। এরপর সেখান থেকে রাম-লক্ষণের সাথে হনুমান দেবী যোগাদ্যাকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। দেবীর ইচ্ছানুসারে এই ক্ষীর গ্রামের সতী পীঠেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্ষীর গ্রামের রাজা হরি দত্তকে দেবী উগ্র চন্ডী মূর্তিতে স্বপ্নে দর্শন দেওয়ার পর মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সপ্তাহ ব্যাপী মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে চলে। কিন্তু অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি হল পূজা হত নরবলি দিয়ে। রাজা সমস্ত পরিবারের জন্য নিয়ম চালু করেন, বলির নর প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্য প্রতি পূজায় লাগবে। স্বভাবতই শোকচ্ছায়া নেমে আসে প্রজাবর্গের মধ্যে। নিয়মানুসারে একদিন পূজারী ব্রাহ্মণের পালা পড়ে, শোক গ্রস্ত একপুত্র নিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ভোব. রাত্রিতে গ্রাম পরিত্যাগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পথিমধ্যে দেবীর দর্শনে ও আশীর্বাদে তারা গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং নরবলির পরিবর্তে শুরু হয় মহিষবলি । **-লালন দেব রায়।**

অবশেষে পুজোর আগেই খুলে যাচ্ছে ভুটান সীমান্তের চামুর্চি ইকো পার্ক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ প্রায় তিনবছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে পুজোর আগেই খুলে যাচ্ছে ভুটান সীমান্তের চামুর্চি ইকো পার্ক। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় জঙ্গলে ভরে যাওয়া পার্কটি সাফাই ও মেরামতের কাজ শুরু করেছে পার্কের দায়িত্ব পাওয়া সংস্থাটি। এই খবর শোনা মাত্রই খুশি জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাটের ভুটান সীমান্তের চামুর্চি অঞ্চলের ব্যবসায়ী তথা সাধারণ মানুষ। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পড় এলাকায় পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সরকার ২০১৬ সালে এই পার্কটি তৈরি করে। এরপর পার্কটি যথারীতি প্রচারে এসে ভালই চলছিল। এরপর করোনা ভাইরাসের সময় থেকে ইকো পার্কটির একেবারে মুখথুবড়ে পড়ে। এরপর ধূপগুড়ি ব্লক ভেঙে বানারহাটকে আলাদা ব্লকে ঘোষনার পর প্রশাসনিক কিছু সমস্যার কারনে পার্কটির টেন্ডার করতে সমস্যা হচ্ছিল। এরফলে ভুটান সীমান্তের গড়ে উঠা এই পর্যটনকেন্দ্র মুখথুবড়ে পড়ে। পর্যটনে ঘুরে দাঁড়াতে চামুর্চি ইকো পার্কটি খোলার দাবী নিয়ে একাধিকবার সরব হয় স্থানীয়রা। শেষ পর্যন্ত বানারাহাট পঞ্চায়েত সমিতির তত্বাবধানে থাকা পার্কটি টেন্ডার করে স্থানীয় এক সংস্থাকে দেওয়া হয়। পার্কটি পুজোর আগেই খুলে যাক এই দাবী স্থানীয়দের। উল্লেখ্য, বানারহাট থেকে ভারত-ভুটান সড়ক দিয়ে ১০ কিমি গেলেই চামুর্চি বাজারের ডানদিকে ভুটান পাহাড় ও মনোরম দৃশ্যের কথা মাথায় রেখে ভারত- ভুটান সীমান্তে থাকা পাহাড়ের কোলে নৈসর্গিক পরিবেশে চামুর্চি বাজার থেকে প্রায় দুই কিমি ২০১৬ সালে তৈরি করা হয়েছিল চামুর্চি ইকো পার্ক। তৎকালীন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব এই পার্কের উদ্বোধন করেন। প্রতিবেশী ভুটান দেশ থেকে বয়ে আসা সুখরেতী ও খানাভর্তী দুই নদীর ধারে হিমেল শীতল পরিবেশে আকৃষ্ট করেছিল পর্যটকদের। কিন্তু শুরুর কয়েক বছর পরেই তার রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে কারনে পার্কে থাকা চারটে ডিলাক্স, দুটো স্টান্ডার্ড, একটি ডর্মিটরি রুম নিয়ে পার্কটি পর্যটকদের কাছে খোলা হয়। চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী জানান, পার্কটি খোলার জন্য আমরা বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতিকে বলা হয়েছিল। তারা টেন্ডার করে ইকো পার্কটি এক সংস্থাকে দিয়েছেন। এই পার্কে পর্যটকরা আসা শুরু হলেই এলাকার ব্যাবসায়ীক চিত্র অনেকটা পরিবর্তন হবে।

পাচার ঠেকাতে গুলি, আহত ১

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মে ঃ সীমান্তে পাচার ঠেকাতে ফের গুলি চালালো বিএসএফ। বিএসএফের গুলিতে গুরুতর জখম একজন পাচারকারী। ঘটনাটি ঘটেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গীতালদহ এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম সুরজিত বর্মন (৩০)। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে। জানা যায়, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গীতালদহ এলাকায় ২৫ থেকে ৩০ জন পাচারকারী ৩০ টি গরু পাচার চেষ্টা করছিল। বিএসএফের জওয়ানরা বাধা দিলে পাচারকারীরা বিএসএফের উপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিএসএফের জওয়ানরা গুলি চালায়। সেই গুলিতে একজন পাচারকারী আহত হয়। তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

তমলুকে আক্রান্ত বিজেপির নেতা কর্মীরা, ঘটনায় উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ মে ঃ তমলুকে আক্রান্ত হলেন বিজেপির নেতা কর্মীরা। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের মধ্যে একজনকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সোমবার রাতের ভূপতিনগর থানার ২০৫ নম্বর বুথের অর্জুনগরে এই হামলা হয় বলে জানা গেছে। বিজেপির বুথ সভাপতি অবনীদের বাড়িতে চড়াও হয় দুস্কৃতীরা। বন্দুকের বাঁট দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। লুটপাট চালানো হয় বাড়িতে। তাঁর আর্ত চিৎকারে ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। তাঁরাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান ওই বিজেপি নেতাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে অবনীবাবুকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অবনীবাবু ছাড়াও আরো দুই বিজেপি নেতা শুভঙ্কর দাস, অনিল মাইতির বাড়িতেও এদিন হামলা হয়। আক্রমণ চালানো হয় এলাকার আরও কয়েকজন বিজেপি নেতা ও কর্মীর বাড়িতে। অভিযোগ, নৃশংসভাবে বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁদের। শুভঙ্কর দাস ও অনিল মাইতিকে আশঙ্কাজনকজনক অবস্থায় তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় তেতে উঠেছে এলাকা। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে। তাঁরাই ভোটের আগে বিজেপির নেতা কর্মীদের মনোবল ভাঙতে পরিকল্পনা করে এই হামলা চালায়। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। দলের রাজ্য মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের পর থেকেই গোটা ভগবানপুর জুড়ে সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে বিজেপি। এটাই ওদের সংস্কৃতি। বিজেপি নেতাদের উপর হামলার ঘটনায় মিথ্যেই তৃণমূলের নাম জড়ানো হচ্ছে। সেটা এই রাজ্যের মানুষও বেশ ভালই বুঝতে পারছেন।

গরমে যাত্রীদের জলের ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করুন

কলকাতা, ২১ মে ঃ এই প্রচন্ড গ্রীষ্মে পূর্বরেল বিভিন্ন স্টেশনে জলের সুবন্দোবস্ত করছে - কোথাও নতুন করে মেশিন বসানো হচ্ছে, আবার কোনো কোনো জায়গায় যেখানে জলের কল বসানো ছিল, সেগুলিকে সংস্কার করা হচ্ছে যাতে এই গরমে মানুষের জলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য স্টেশন গুলিতে জল সরবরাহের খোলনলচে বদলে দেওয়া হচ্ছে। যেসব জায়গাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেসব জায়গাগুলিতে পূর্ব রেলের স্কাউটস এন্ড গাইডস এর ছেলেরা জেনারেল কোচের সামনে গিয়ে যাত্রীদের জল সরবরাহ করেছে। এছাড়াও কিছু NGO-র সহযোগিতায় ট্রেনের মধ্যে উপস্থিত যাত্রী এবং প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীদের জল সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রচন্ড গরমে যাত্রীদের কষ্ট যাতে কম করা যায়, সেই বিষয়ক সমস্ত দিকেই নজর রেখেছে পূর্বরেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, রেলওয়ের এতো উদ্যোগ, এতো সচেতনতামূলক প্রচারের পরেও কিছু সংখ্যক অন্য মানসিকতার মানুষ কিছু কিছু স্টেশনে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে লাগানো জলের কলগুলিকে খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে যা কারো নজরে আসা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু নিত্যযাত্রী যারা এই গরমে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং কষ্টের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাই যাত্রীদের কাছে রেলওয়ের পক্ষ থেকে আবেদন যে, আপনারা যখনি দেখবেন যে, এই ধরণের কাজ আপনার চোখের সামনে করা হচ্ছে, অর্থাৎ কোনো অবাঞ্চিত ব্যক্তি প্যাসেঞ্জার আমেনিটিজ এর উপর হস্তক্ষেপ করছে বা যাত্রীদের জন্য লাগানো জলের কল খুলে নিয়ে যাত্রীদের অসুবিধা করার চেষ্টা করছে , আপনারা সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্মে কর্তব্যরত রেলকর্মীকে জানান এবং সহযোগিতা করুন। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহৃত কোনোপ্রকার পাবলিক প্রপার্টি যা কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ভেঙে ফেলবে বা নষ্ট করবে, এটা রেল কোনোভাবেই বরদাস্ত করবেনা এবং এটি আইনত অপরাধ। রেলওয়ে এবং সাধারণ যাত্রীদের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই এই পাবলিক প্রপার্টি গুলি রক্ষা করা সম্ভব। নিত্যযাত্রীদের কাছে অনুরোধ, আপনারা সজাগ হন এবং এই কুকর্ম গুলি রুখতে রেলকে সহযোগিতা করুন।

দুটি রঙিন পাখি দেখতে ক্যামেরা নিয়ে দূরান্ত থেকে বহু পাখি প্রেমীদের ভিড় পূর্বস্থলী গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২১ মে ঃ দুটি সুন্দর পাখির জন্য লোক মুখে মুখে পূর্বস্থলী বেলগাছি গ্রামের নাম। পূর্বস্থলী ২ ব্লকে বেলগাছি দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে পাখি প্রেমীরদল । উন্নত ক্যামেরা দূরবীন হাতে নিয়ে আসছেন পাখি দুটি গতিবিধি লক্ষ করতে। পাখিদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । সম্প্রতি পূর্বস্থলী বেলগাছি গ্রামে দুটি ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস পাখি বাসা করেছে । তাদের ছানা হয়েছে তিনটি। এদেরকে শাহ বুলবুল বলে। লম্বা লেজ । একটি নীল অন্যটি মাথা নীল গায়ের রঙ ধূসর। এরা ন্যাপেড মনার্ক কালো ঘাড় রাজন । পূর্বস্থলী চুপী পাখিরালয়। শীত সহ সারাবছর পর্যটকদের জনপ্রিয়। নানান জাতের পাখি আসে। নিরাপত্তা নিয়ে বনদপ্তর ভাবতে শুরু করেছে, দুজন বনকর্মী থাকছে। পাখিদের সুমধুর আওয়াজ আর কিচির মিচির শব্দ কার না ভালো লাগে । জঙ্গল এলাকায় নিরিবিলিতে পাখিদের এই আওয়াজ শোনার জন্য বহু পর্যটক অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে থাকে । পূর্বস্থলী তে দেখা মিলল এক বিলুপ্ত প্রায় পাখির । পূর্ব বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বেলগাছি এলাকায় দেখা মিলল ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস পাখির। এই পাখিকে সচরাচর দেখা যায় না । সেই পাখিটি বেলগাছি গ্রামের একটি আম বাগানে বাসা বেঁধেছে একেবারে অলক্ষ্যে । এই বনের মধ্যে পাখিটি তিনটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। সেই খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে গত পাঁচ দিনে বহু পাখি প্রেমী মানুষ ছুটে এসেছেন। সৌরভ দাস নামের এক এলাকাবাসী জানান, আমাদের বাড়ির পাশের আম বাগানে ওই পাখিটি বাসা বেঁধেছে সেই পাখিটিকে দেখার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসছে। বর্তমানে এই পাখি প্রায় বিলুপ্তের পথে। জঙ্গল কেটে নেওয়ার ফলে পাখিদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। পূর্বস্থলীতে এই পাখিদেরকে দেখে পরিবেশপ্রেমীরা আশাবাদী আবার নতুন করে পাখিরা যাতে বাঁচতে পারে তাদের সুন্দর পরিবেশ তুলে দেওয়া যায় সেদিকে সবার নজর পড়েছে।

'রামমন্দির আমাদের আবেগ', মন্তব্য জ্যোতির্ময়ের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২১ মে ঃ চৌত্রিশ বছর বয়সে বিজেপি-র হয়ে ভোটযুদ্ধে নেমে প্রথমবারেই জয়ী হন জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। দু'লাখের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন পুরুলিয়ার ঝালদার প্রত্যন্ত পাতরাডি গ্রামের তরুণ। গত ক'বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে সাংসদ তহবিলের টাকার সঠিক ব্যবহারকে মূলধন করে দ্বিতীয় ইনিংসেও জয়ে আত্মবিশ্বাসী। জ্যোতির্ময়ের কথায়, 'গত পাঁচ বছরে প্রচুর কাজ করেছি। এমপি কোটার টাকা সঠিক ব্যবহার হয়েছে। বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প জেলায় আনতে পেরেছি। মানুষ এ বারেও আমাকে ভোট দেবেন।' অবশ্য জ্যোতিপ্রিয়কে 'ডুমুরের ফুল' বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না বিরোধীরা। জুড়েছে 'ফেশিয়াল' এমপি-র তকমাও। তাঁরও পাল্টা প্রশ্ন, 'পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা কি অপরাধ?' আরও অভিযোগ, তিনি নাকি বেশিরভাগ সময়ই এখন ঝাড়খণ্ডে কাটান। উন্নয়ন নিয়ে বিস্তর প্রচার করলেও, জ্যোতির্ময় বারবার পৌঁছে যাচ্ছেন ছোট-বড় মন্দিরে। তিলক কাটা থেকে শুরু করে 'মোদীজির' রামমন্দিরের বার্তা ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় কোনও খামতি রাখছেন না। স্পষ্ট বক্তব্য, 'রামমন্দির হলো আমাদের আবেগ। আদরণীয় মোদীজি তা বাস্তব করে দেখিয়েছেন।

মানুষের কাছে বলতে কুণ্ঠা হবে কেন?' কথা বলা শুরু করলে, 'আদরণীয় মোদীজি' প্রায় প্রতিটি বাক্যে তিনি বলবেনই। বিরোধীদের অভিযোগ, পুরুলিয়ায় সভা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই হিন্দুত্বের ইস্যু উস্কে দিয়েছিলেন। সে পথেই এগোচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। আইনের স্নাতক জ্যোতির্ময়ের কথায়, 'মোট ২৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার প্রকল্প করেছি। আগের এমপি-র ফেলে রাখা টাকাও আমি কাজে লাগিয়েছি। জেলাজুড়ে কেন্দ্রের ২২ টি বড় প্রকল্প হয়েছে। শুধু রঘুনাথপুরের ডিভিসি-তেই ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে কেন্দ্র। শুরু হয়েছে পুরুলিয়া কোটশিলা ডাবল লাইনের কাজও। একাধিক রাস্তায় ওভারব্রিজ থেকে শুরু করে আন্ডারব্রিজ- পুরুলিয়ায় ফোর লেন রাস্তা হচ্ছে। মানুষ আশীর্বাদ করলে আরও কাজ করতে চাই।'

চিকিৎসার গাফিলতিতে সদ্যোজাতের মৃত্যুর অভিযোগে বিক্ষোভ বালুরঘাট হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট , ২১ মে ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃত্যুর অভিযোগ উঠল বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই অভিযোগে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখায় মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। এনিয়ে হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত শিশুর পরিবার। অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, গত ১৯ মে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন বালুরঘাট ব্লকের নাজিরপুর যশাহারের বাসিন্দা হাসি মুন্নারা খাতুন (৪০)। অভিযোগ, সিজার করার কথা থাকলেও নর্মাল ডেলিভারি করা হয়। যার ফলে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই নিয়ে বারবার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও পরিবারের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি হাসপাতালের নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এমনকি শিশুর পরিবারের সঙ্গে হাসপাতালের কর্মীরা খারাপ ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে এসএনসিইউতে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার বিষয়টি জানতে পেরে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের সদস্যরা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আন্তর্জাতিক চা দিবস পালিত হল চায়ের জেলা জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ আজ চা প্রেমীদের দিন, বিশ্ব চা দিবস। বিশ্বে চা প্রেমী মানুষের সংখ্যা অগণিত। আড্ডায় কিংবা ঘুম ভাঙা ভোরে এক কাপ চা হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দেয়। তবে কি জানেন 'চা দিবস' বলেও একটি দিন রয়েছে। এই দিনটি উদ্‌যাপনের পেছনেও রয়েছে কারণ। আজকের দিনটি চা প্রেমীদের দিন। প্রতি সেকেন্ডে মানুষ ২৫ হাজার কাপ চা পান করেন। অর্থাৎ প্রতিদিন দুই বিলিয়ন কাপেরও বেশি চা পান করা হয়। ২০০৫ সালে

চা উৎপাদনকারী দেশগুলো এক হয়ে আন্তর্জাতিক চা দিবস পালন করে। এই দেশগুলো হলো- শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া ও উগান্ডা। পরে ২০১৯ সালে ২১ মে বিশ্ব চা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ চা দিবসকে হ্যাঁ বলে। ২০২০ সালের ২১ মে জাতিসংঘ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব চা দিবস পালন করে। ধারণা করা হয়, বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চা পানকারীদের সংখ্যাও বাড়বে। ভারত ও চীনে চায়ের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে। চা পানে এই দুটি দেশ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ অবদান রাখে। আগামী নভেম্বর মাসে ডুয়ার্স টি কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়িতে। চিন, রাশিয়া, দুবাই, ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের চা ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাবে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানাল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সমিতির সম্পাদক বিজয় গোপাল চক্রবর্তী ও সভাপতি রজত কুমার রায়কার্যী। তারা জানান ডুয়ার্সের চা দেড়শো বছরের পদার্পণ করেছে। অথচ বিদেশের বাজারে ডুয়ার্সে চা বিক্রি হয় আসাম চায়ের ফিল্টার হিসাবে। ব্রান্ড ভ্যালু তৈরি করতেই ডুয়ার্স টি কনক্লেভের আয়োজন করা হবে।

পুর্নবাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ পুর্নবাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল শিলবাড়ি হাট ব্যবসায়ী সমিতির ব্যবসায়ীরা।

শিলবাড়ি ঘাট থেকে মেচবিল অবধি ৩১ নং জাতীয় সড়কের দুধারে ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুর্ণবাসনের দাবিতে এদিন পলাশবাড়ি এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় ব্যবসায়ীরা। ৩১ নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ হবে আর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ব্যবসায়ীরা। সম্প্রতি এলাকায় ঠিকাদার কোম্পানি মাফজোপ করে গেছে আর এতে চিন্তিত ও আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা। এদিন ব্যবসায়ীরা জানান আমরা দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ ও পুর্নবাসনের দাবিতে ।

গবেষক ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মে ঃ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বিভাগের গবেষক ববিতা দত্তের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে অভিযুক্ত অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর লাহার কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের কাছে একটি চিঠিও পাঠান তারা। সংগঠনের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার অরিজিত দাস জানান, গবেষক ববিতা দত্ত আত্মহত্যা করেনি তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের তীর বিভাগীয় প্রধান এবং রামকৃষ্ণ হস্টেলের সুপার সিদ্ধার্থ শংকর লাহার দিকে আঙ্গুল তোলেন তারা। তিনি জানান, ববিতার ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে যেখানে সিদ্ধার্থ শংকর লাহার নাম পরিস্কার উল্লেখ করেছে। পাশাপাশি ববিতার ভাই মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে যেখানে ববিতাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাইয়ে দেওয়া সহ তাকে ভয় দেখিয়ে একাধিকবার তার উপর শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে, এমন অভিযোগও করা হয়েছে ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি বিজেপি যুবমোর্চার সভাপতি অরিজিত দাস জানান, ঘটনার দিন ববিতার ঘর থেকে সিদ্ধার্থ শংকর লাহাকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে। তার এক ঘণ্টা পরই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ববিতার মৃতদেহ। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্য যদি প্রশাসন গবেষক ছাত্রী ববিতা দত্তের প্রকৃত দোষী অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর লাহার উপযুক্ত শাস্তির ব্যাবস্থা গ্রহন না করে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা জানান।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে শ্রীমতী অপর্ণা বাগ, পিতা-রাকেশ বাগ, ঠিকানা- মালগারিয়া গ্রাম, থানা- নাদনঘাট, জেলা পূর্ব বর্ধমান, গত ২০.০৪.২০২৪ তারিখ থেকে নিখোঁজ। গত ২৩.০৪.২০২৪ তারিখে এই মর্মে নাদনঘাট থানায় একটি ডায়েরিও দাখিল করা হয়েছে (FIR No. 273/24, Dt. 23.04.2024)। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পেলে নাদনঘাট থানায় এবং (ফোন- ৭৬০১৮৮৮২৪৯) - এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নিখোঁজের সময় তার পড়েন ছিলো নীল রঙের চুরিদার এবং নীল পাজামা, গায়ের রং-শ্যামলা, উচ্চতা- আনুমানিক ৫ ফুটের কাছাকাছি, চেহারা-সাধারণ, ভাষা-বাংলা।

যশমান দীপক লিমিটেড
Corporate Identity Number:
L67120WB1975PLC0299901
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম তল, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭
ই-মেলঃ yashmandeepakltd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com
যোগাযোগ নম্বরঃ ৯৮৩৯০৩৪৪৪২

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বুধবার ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যালয় ৪৯ এমআইজি, রতন লাল নগর, কানপুর-২০৮০২২, বিকেল ৩:০০টায় ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা করা এবং অনুমোদন করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা/-
(সুপ্রীত কৌর)
কোম্পানি সেক্রেটারি
সেম্বারশিপ নং. এ৪৬২৬৭
স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ২১.০৫.২০২৪

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following share Certificate(s) for the under mentioned Equity Shares of the Company **BATA INDIA LIMITED** having Registered office at 27B, CAMAC Street, 1st Floor, Kolkata, West Bengal, 700016, registered in the name of **Mr. Natwarlal Virchand Gandhi,** have been lost/misplaced and **Bakula B Gandhi and Shital K Shah** have applied to the Company for issue duplicate Share Certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said Shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without any further intimation.

Company Name	Folio no	No. of Securities held	Security certificate No	Distinctive no from	Distinctive no To
BATA INDIA LTD	0018341	710 shares. face value 5/-	736252	128460115	128460824

Date : 22.05.2024
Sd/- Bakula B Gandhi, Shital K Shah

ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মে ঃ জংশন এলাকা থেকে গতকাল রাত্রে প্রায় ৩,৫০ গ্রাম থেকে ৪০০ গ্রাম মতো ব্রাউন সুগার সহ শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করলো এস ও জি সহ প্রধান নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রকি সিং। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনি ডালখোলার থেকে বাসে করে শিলিগুড়ি জংশনে নামে ব্রাউন সুগার ডেলিভারির করার জন্য শিলিগুড়ি এসেছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসওজি ও প্রধান নগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বাউন সুগার। আজ ধৃত ব্যাক্তিকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

অ্যালিয়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L70100WB1895PLC001021
রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেলঃ allianceudyog@gmail.com

নোটিশ

এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা), রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, এটি আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ৩১শে মার্চ, ২০২৪- এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও আর্থিক বছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য, এখানে আরও জানানো হয়েছে যে লভ্যাংশ, যদি থাকে, আর্থিক জন্য ২০২৩-২৪ সাল, পূর্বোক্ত বোর্ড সভায় বিবেচনা করা যেতে পারে।
আরও জানানোর হয়েছে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য, যা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার খুলবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে
লোকেশ রাঠি
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২১.০৫.২০২৪

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৫৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৮-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১৩-এপি-II-২০২৪। কাজের নাম ঃ ডাংতল-ফকিরাগ্রাম জং. ঃ নিউ বঙাইগাঁওয়ে এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জং অধিক্ষেত্রে জলপথ বৃদ্ধির করার লক্ষে কিমি ২১৫/৯-২১৬/০-তে অবশিষ্ট কালভার্ট-১টি (১×৬.০) এম, বিআর ২৬১ (৪×১.৮৩) এম বক্স ডিএন বেট ফকিরাগ্রাম জং.-কোকরাঝাড় -এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৩০,২৯,৭৬২.৭৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৬৫,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ১১-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

MANGAL STEEL ENTERPRISES LTD
Regd. Office: 248, G.T. Road (N), Salkia Howrah-711106
PHONE : 2655-8331, FAX : 2655-0468
CIN: L27109WB1981PLC033969

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at its registered office on Wednesday the **29th day of May, 2024 at 1.00 P.M.,** inter alia, to consider, approve and take on record amongst other items of Agenda, the Audited Financial Results of the company for the fourth quarter/ financial year ended on 31st March, 2024.

By Order of the Board
Sd/-
Sarita Shaw
Company Secretary
Place: Howrah
Date : 21.05.2024

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-৩২ থেকে ৩৭-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১৭.০৫.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ আসানসোল ডিভিশনের জন্য মথুরাপুর/রাজগ্রাম/পাকুর/হরিনসিং কোয়ারি থেকে ৫০০০০ ঘনমিটার মেশিনে গুঁড়ো করা হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট সরবরাহ এবং বিওবি ওয়াইএন টাইপ রেলওয়ে ওয়াগনে লিডিং এবং লোডিং। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭,১৫,৬৮,০০০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৫,০৭,৮০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১০ মাস। ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ আসানসোল ডিভিশনের জন্য সিনিয়র ডিইএন/১/আসানসোলের অধীনে ২০২৩-২০২৪ বছরের জন্য বর্ষাকালীন মরসুমে এমারজেন্সি মেটিরিয়াল ইত্যাদি হিসেবে লোডিং ও আনলোডিং সমেত স্টোন ডাস্ট সরবরাহের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৬৮,২৪,৫৬৭.১৪ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ২,৮৪,১০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময় সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রঃ নং ৩। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩৪-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের অধিক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সমেত টিআরআর(পি), টিএসআর(পি), সিটিআর(পি), বিসিএম-এর জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,০২,২৫,৪০২.০৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,০১,১০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রঃ নং ৪। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩৫-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোলের অধিক্ষেত্রে আসানসোল ডিভিশনে বিভিন্ন আরইউবি-তে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজের ব্যবস্থার জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৯৩,৪৯,৪৪৫.৪৫ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১,৮৭,০০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রঃ নং ৫। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩৬-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ ডিইএন/৪/আসানসোলের অধীন সীতারামপুর-বরাবনি তে এলসি গেট নং ৩৮/সি/ই-এর পরিবর্তে এল এইচএস নির্মাণের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৭,৩২,৬৩,৪৪৫.৪৮ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৫,১৬,৩০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। ক্রঃ নং ৬। কেস নং ঃ ও-এসি-টি-৩৭-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ এক্সইএন/বিআরএল/আসানসোলের অধীনে জি.সি. শাখায় কুলটি এবং বরাকরের মধ্যে ব্রিজ নং ১১এ (আরওবি)-এর রিবিল্ডিং ও রি-গার্ডারিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান ঃ ৩,১৩,১২,২৩২.০৬ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,০৬,৬০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ প্রতিটি ক্রঃ নংয়ের জন্য ১৯.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২টা। রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে।
(ASN-50/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৪-২৪-২৫। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৪-২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন যার্ডে অতিরিক্ত পিট লাইনের ব্যবস্থা করার জন্যে ওএইচই নবীকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৬৩,১৯,৮৬৯.২৭ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,২৬,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

সহায়ক ডিইই (টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৫৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৮-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ১৪-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম ঃ বাসুগাঁও- সালাকাটি প্রান্তে ক্রসওভার প্রদান করে বাসুগাঁওয়ে ডাইরেক্ট রিসেপশন সুবিধা। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৬৬,৩৬৬.২৯ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৪১,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১১-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MARDA COMMERCIAL & HOLDINGS LIMITED
MARDA
Regd.off : 11, Crooked Lane, First Floor Room No. 7 P.S.- Hare Street Kolkata-700069
Corp. off: 81, Functional Industrial Estate Patparganj, Delhi 110092
CIN: L65929WB1990PLC048280,
Website : www.mchl.co.in, **Email :** info@mchl.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2024
(₹. in Lakhs except shares data)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	345.51	62.26	48.13	407.77	198.52
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	222.14	25.47	(41.93)	247.61	7.16
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	222.14	25.47	(41.93)	247.61	7.16
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	235.66	25.47	(58.37)	261.13	(14.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	646.82	25.47	109.98	672.29	153.38
6	Equity Share Capital	1,000.06	1,000.06	1,000.06	1,000.06	1,000.06
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	4,483.31	3,811.02
8	Earnings per share (face value of Rs.10/- each, not annualised for quarterly figures):					
	(a) Basic (Rs.)	2.36	0.25	(0.58)	2.61	(0.15)
	(b) Diluted (Rs.)	2.36	0.25	(0.58)	2.61	(0.15)

Note : The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024, filed with the Stock Exchange. The full format of the Financial Results is avaialable on the website of the Stock Exchange 'www.cse-india.com' and on Company's website 'www.mchl.co.in'.

For Marda Commercial & Holdings Limited
sd/-
Daulat Ram Agarwal
Managing Director
DIN: 00586956
Place : New Delhi
Date : 21.05.2024

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিএমএস-০১ তারিখ ঃ ১৭-০৫-২০২৪

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিল করা ওপেন টেন্ডারের (এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট) আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন :

কাজের নাম ও বর্ণনা ঃ চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল ০২ (দুই) বছরের জন্য রেল সুবিধাভোগী কেন্দ্রের জন্য, সিজিএইচএস গুয়াহাটিতে -২০১৪ হারে ক্যাশলেস ভিত্তিতে এমআরআই কেন্দ্রের তালিকাভুক্তির জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) -এর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, বেসরকারী হাসপাতাল, সরকারি হাসপাতাল বা যেকোনো বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ইওআই জমা দিতে পারেন। ইওআই/টেন্ডার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ০৬-০৬-২০২৪ তারিখে ১২:০০ ঘন্টা পর্যন্ত। ইওআই/টেন্ডার নথি খোলার তারিখ ও সময়: ০৬-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জং., ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পিন-৭৩৬১২৩ -এর অফিসে। টেন্ডার/ইওআই-এর বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.inএ দেখুন।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভ্রমণ

যেখানে মিলন ঘটেছে সমুদ্র ও মরুভূমির

নামিবিয়ার সোয়াকোপমন্ডের সল্ট জ্যাকাস হোটেলে প্রচণ্ড ঠান্ডায় কাঁপছি। শহরটা মরুভূমির ওপর, তারপরও তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে আটলান্টিকের বাতাস। দিনে অস্বস্তিকর গরম, বিকেল গড়াতেই জেঁকে বসে তীব্র শীতসোয়াকোপমন্ড এলাকার তাপমাত্রা এমনই বিচিত্র। নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোক থেকে ২৮০ কিলোমিটার পশ্চিমের এই শহর দেশের প্রধান সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা। আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত সোয়াকোপমন্ডের মানুষজনের প্রধান অবলম্বন মাছ। অবশ্য আমাদের এই শহরে আসার কারণ নামিব। পৃথিবীর সবচেয়ে শুস্ক স্থানগুলোর একটি এই মরুভূমি। তিনটি দেশে প্রায় ৮১ হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত নামিব। কমপক্ষে ৫৫ মিলিয়ন বছর বয়সী নামিবকে বিশ্বের প্রাচীনতম মরুভূমি বলে মনে করা হয়। অঞ্চলটার কোথাও মঙ্গল গ্রহের মতো উঁচু বালুর টিলা, কোথাও এবড়োখেবড়ো পাহাড়, আবার কোথাও বা নুড়ি সমভূমি। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, রাতে এটাই আবার হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়। পৃথিবীর অন্যতম পুরোনো সমুদ্র ও মরুভূমি এখানে মিলেমিশে আছে।

পরদিন ভোরের সূর্য ফোটার আগেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। বিভিন্ন দেশের ছয় পর্যটককে নিয়ে মরুর বুক চিরে ছুটে চলল আমাদের ল্যান্ড ক্রুজার। মরুভূমির মধ্যে সরু রাস্তা। ওয়ালভিস বে হয়ে স্যান্ডউইচ হারবার আমাদের গন্তব্য। যেতে যেতে দেখছি অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি। চোখ ধাঁধানো বললে অত্যুক্তি হবে না। এক দিকে মরুভূমির উপত্যকা, ঠিক তারই পাশে সমুদ্রের ঢেউ।

মরুভূমির মধ্যে তখন মধ্যদুপুর। প্রচণ্ড খরতাপ, কোথাও মরুর বালু উড়ছে। একটির পর একটি মরুর উপত্যকা পার হয়ে যাচ্ছে আমাদের ল্যান্ড ক্রুজার। আচমকা এক উঁচু স্থান থেকে গাড়িটি পড়ে যেতে যেতে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন চালক। পথে পড়ল সোসুসভলেই। এটি সংরক্ষিত এলাকা। নামিব মরুভূমির যে জায়গাগুলোয় পর্যটক আসেন সবচেয়ে বেশি, তারই একটি এই সোসুসভলেই। জায়গাটা অদ্ভুত। বড় লাল টিলা ঘিরে সাদা ধবধবে লবণ। নামিবের আরেকটি আশ্চর্য এলাকা স্যান্ডউইচ হারবার। এখানেই আটলান্টিকে গিয়ে মিশেছে মরুভূমি। এই জায়গাটা পেরিয়ে আমরা যাই ওয়ালভিস বে বন্দর। এখানে রয়েছে এমন একটি হ্রদ, যা দেখে মনে হয়েছে বুঝি কোনো জলজ আর পাখপাখালির দুনিয়ায় চলে এসেছি। ছোটাছুটি করছে হাজারো ফ্লেমিংগো, নীল পানির ওপর ওড়াউড়ি করছে বিভিন্ন ধরনের পাখি। স্টার ফিশগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে এদিক-সেদিক ভাসছে।

ওয়ালভিস উপদ্বীপ থেকে ১৩ কিলোমিটার ড্রাইভ করার পর পৌঁছালাম পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বালুর টিলার কাছে। বিকেলের সূর্য তখন গড়িয়ে পড়ছে মরু উপত্যকার বাঁকে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অপূর্ব সোনালি রঙের উপত্যকা। তার কোল ঘেঁষে সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো মরুভূমি নামিব অঞ্চলের প্রতিটি স্থান যেন স্বর্গের প্রতিচ্ছবি।

নারী সুরক্ষায় প্রাধান্য দেবেন প্রথম মহিলা ডিজিপি ইদাশিশা নোংরাং

শিলং, ২১ মে ঃ ক্রাইমের বিরুদ্ধে লড়াই, জননিরাপত্তা, বিশেষ করে নারী সুরক্ষায় প্রাধান্য দেবেন মেঘালয়ের প্রথম মহিলা পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) আইপিএস ইদাশিশা নোংরাং। গতকাল সোমবার বিদায়ী ডিজিপি ড. আরএল বিশ্বোইয়ের হাত থেকে রাজ্য পুলিশের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন আসাম-মেঘালয় ক্যাডারের ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস ইদাশিশা নোংরাং। আজ রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে তাঁর অফিসকক্ষে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মেঘালয়ে পুলিশের করণীয় বহু বিষয়ে কথা বলেছেন। পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে জননিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং একাংশ পথভ্রষ্টের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে শক্ত হাতে সে সব মোকাবিলা করার চেষ্টা করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন তিনি। বলেন, আমরা যে ফলাফল আশা করেছিলাম তা অর্জন করতে পারিনি।

নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের ক্রমাগত সমস্যা তুলে ধরে তিনি বলেন, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ সব অপরাধ কমানো যায়নি। তাই এবার একজন মহিলা হিসেবে তিনি এ সব অপরাধ দমনে অগ্রাধিকার দেবেন। রাজ্যের নবনিযুক্ত পুলিশ-প্রধান ইদাশিশা নোংরাং আরও বলেন, তিনি গোয়েন্দা সূত্র মজবুত করতে চান।

১২ দিনের অভিযানে ঘুরে আকাশে দেখা যাচ্ছে নর্দার্ন লাইটস

রাত সাড়ে ১০টায় জাহাজের সেন্ট্রাল স্পিকারে ঘোষণা এল। আগেই জেনেছিলাম, আজ রাতে অরোরা বা মেরুজ্যোতি দেখা যাবে। কিন্তু কখন, তা নির্দিষ্ট করে জানতাম না। এখন ঘোষণা শুনে উত্তেজনা চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। কেবিন থেকে বের হয়ে রীতিমতো দৌড়ে ছাদে চলে গেলাম। আহা, উত্তরের আলো! জীবনে প্রথম দেখলাম এই অদ্ভুত আলো। রাতের অন্ধকারে সবুজ, গোলাপি, ঈষৎ বেগুনি, মাঝেমধ্যে নীল ও সাদা এই আলো। আলোর আভা একটি কেন্দ্র থেকে এসে চারদিকে ঝলক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আতশবাজির মতো। নানা গতিতে আলোরা নাচছে আকাশের গায়ে। এ গতি কখনো দ্রুত আবার কখনো কিছুটা মন্থর। আলোর ঝলকের নাচ কয়েক মিনিট পর্যন্ত চলতে দেখলাম। কখনো এমনও মনে হচ্ছিল, হাতে টর্চ জ্বালিয়ে আকাশের চারদিকে কেউ ঘোরাচ্ছে। নানা আকারের মায়াবী আলোর ঝলক। গোলাকার, পর্দার মতো, সর্পিল, কখনোবা বাঁকানোও। আলোর জ্যোতিগুলো কখনো খুব গাঢ় আবার কখনো খুব হালকা। আকাশের বুকে এ আলো নানা ধরনের চিত্র এঁকে কিছুক্ষণ পরই হারিয়ে যাচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, এ তো আলো নয়, যেন আলোর মায়া। নরওয়ের বার্গেন শহর থেকে এই জাহাজে যাত্রা করেছিলাম। ১২ দিনের অভিযানে আমরা ঘুরে আসব দেশটির উত্তর-পূর্ব উপকূলের রাশিয়ার সীমান্তসংলগ্ন শহর কিরকেনেস পর্যন্ত। কিছুক্ষণ আগে লোফোটেন দ্বীপের সবচেয়ে বড় শহর সোলভেয়ার ছেড়ে এসেছে জাহাজ। রাতের নিস্তব্ধতায় শহরের বাতির আলোয় লোফোটেনের বরফের পর্বতগুলোকে অপরূপ লাগছে। রাতের প্রকৃতি দেখতে দেখতেই শুনতে পাই সেই কাঙ্ক্ষিত ঘোষণা।

আমাদের জাহাজে যাত্রী আছে প্রায় ২০০। প্রায় সবাই ছাদে চলে এসেছে। এখানে বাতাসের গতি বেশ। হিমাঙ্কের নিচে ৭ তাপমাত্রায় এমন বাতাসে ঠান্ডা ধরিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু অরোরা দেখার উত্তেজনায় সবারই বুঝি 'শীতবোধ' চলে গেছে! সবাই আনন্দ করছে, ছবি তুলছে, অরোরাকে সাক্ষী রেখে আলিঙ্গন করছে। অরোরার ছবি তোলা খুব কঠিন কাজ। ছবি তোলার চেয়ে খালি চোখে দেখাটাকেই আমার কাছে উপভোগ্য মনে হলো বেশি। অরোরার প্রতি আমার এই গভীর নিমগ্নতা বুঝি একজন টের পেয়েছিলেন। তিনি নিজে থেকে এগিয়ে এসে অরোরার আলোর সঙ্গে আমার একটি ছবি তুলে দিলেন। সেই সূত্রে ইতালীয় এই নারী ভ্রমণসঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারপর ক্যামেরা হাতে আমিও অপার্থিব আলোর কিছু ছবি তুলে রাখলাম। ছবি তোলার সময় জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টিন ব্রেন্ডেল (১৮৬২-১৯৩৯) আর ভূগোলবিদ ওটো বাশিনের (১৮৬৫-১৯৩৩) কথা মনে পড়ল। ১৮৯২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তাঁরা দুজনই উত্তরের আলোর প্রথম ছবি তুলেছিলেন। জাহাজ এগিয়ে চলছে। ঠিকরে পড়া আলোয় পর্বতের চূড়া দেখে মনে হলো স্বপ্নীল কোনো জায়গায় আছি। এভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে আরোরার আলোয় ডুবে থাকলাম আমরা। ধীরে ধীরে অরোরার আলো নিভে গেছে। রাতের আকাশ এখন নিকষ কালো। খেয়াল করে দেখলাম ছাদে আমি ছাড়া আর একজন আছেন। তিনিও কি আমার মতো স্বপ্নে বিভোর!

'গ্রো-গ্রিন' লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে স্থাপিত প্ল্যান্টগুলির মাধ্যমে ৬৭৪৭ কেডব্লিউপি সৌর শক্তি উৎপাদন

মালিগাঁও, ২১ মেঃ ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জন করতে ভারতীয় রেলওয়ের নীতির সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। ফসিল ইন্ধনের উপর নির্ভরতা আরও কম করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য স্থাপনাগুলিতে রুফ-টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের দ্বারা আরও অধিক সবুজ শক্তি উৎপন্ন করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

'গো গ্রিন' অভিযানের অধীনে ২০২৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ১৪৬টি স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগে ইতিমধ্যে স্থাপন করা রুফ টপ প্যানেলের মাধ্যমে ৬৭৪৭ কিলো ওয়াট পিক (কেডব্লিউপি) উৎপন্ন হচ্ছে, যার ফলে ৪৭.০৫ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা যাবে। রুফ টপ প্যানেলের মাধ্যমে সৌর শক্তি উৎপন্ন করার অবদানের তালিকায় অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের সার্ভিস বিল্ডিং এবং অন্যান্য স্থাপনগুলি যুক্ত হয়েছে। ডিভিশন অনুযায়ী দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং ও তিনসুকিয়ায় যথাক্রমে ৬৫৭ কেডব্লিউপি, ৪২৬ কেডব্লিউপি, ৯২৫ কেডব্লিউপি, ১০৩৫ কেডব্লিউপি এবং ২০৭ কেডব্লিউপি সৌর শক্তি উৎপন্ন করছে। গুয়াহাটিতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় কমপ্লেক্সও ১৪৯৭ কেডব্লিউপি এই উৎপন্ন প্রক্রিয়ার অবদানের মধ্যে রয়েছে।

দুটি ওয়ার্কশপ যথাক্রমে নিউ বঙাইগাঁও ও ডিব্রুগড়েও ১০০০ কেডব্লিউপি করে সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি সম্পূর্ণ হওয়া ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগে ৬০৯ কেডব্লিউপি সৌর শক্তি উৎপন্ন করার সোলার রুফ টপ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া ও লামডিং ডিভিশনে যথাক্রমে ২০টি, ২২০টি ও ৩৬৯টি স্থানে সোলার রুফ টপ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ধুপগুড়ি ও ফালাকাটা, লামডিং ডিভিশনের অগরতলা ও সাব্রুম এবং রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে ধলাইবিল, নিজ চতিয়া, নিজ বরগাং, সরভোগ, পাতিলাদহ, বিজনি, ধুপধরা, রংজুলি ও শিংরার মতো মেজর স্টেশনগুলিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সৌর শক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এর ফলে স্টেশন ও অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংগুলির দৈনন্দিন বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে। পরিবেশ-বান্ধব হওয়ার পাশাপাশি এর ফলে রেলওয়ের জন্য মূল্যবান খরচ ও দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়ক হবে।

প্রয়াগরাজে জনসভা থেকে সপা এবং কংগ্রেসের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ মোদীর

লখনউ, ২১ মে ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, সপা এবং কংগ্রেসের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন এবং বিজেপির সুশাসনকে তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন, উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, এলাহাবাদের বিদায়ী সাংসদ শ্রীমতি রীতা বহুগুনা যোশী, এলাহাবাদের প্রার্থী শ্রী নীরজ ত্রিপাঠি এবং ফুলপুরের প্রার্থী শ্রী প্রবীণ প্যাটেল এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে ভারতের ভবিষ্যতের ত্রিবেণী কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা ২০২৪ সালের নির্বাচনই ঠিক করবে। এখন ভারতের পরিচয় পাওয়া যায় এক্সপ্রেসওয়ে এবং পরিকাঠামো দ্বারা। বড় দেশগুলি এখন বলছে যে তারাও ভারতের ডিজিটাল প্রযুক্তি চায়। ভারত এখন বিশ্বে আওয়াজ তুলছে। এখন, যখন ভারত জি-২০ আয়োজন করে, সারা বিশ্ব তখন অবাক হয়ে যায়। প্রয়াগরাজের মানুষের মানসিকতা, তারা কাউকে ভয় করে না, আনন্দে বাঁচে, আজ ভারতের মানসিকতাও একই। এখন যখন ভারত উন্নতি করছে, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক এতে খুশি, কিন্তু সপা, কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের লোকেরা ভারতের এই গৌরব হজম করতে পারে না। কংগ্রেসের শেহজাদা রাহুল গান্ধী বিদেশে গিয়ে ভারতকে গালিগালাজ করছে। ইন্ডি জোটের এবারের নির্বাচনী এজেন্ডা হল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনা, সিএএ অপসারণ করা এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত আইন বাতিল করা। ইন্ডি জোটের মানুষজনের সুশাসন এবং আমাদের বিশ্বাসের উপর ভীষণ রাগ। ভারতের প্রতিটি কোণা সাক্ষী দিচ্ছে যে ইন্ডি জোটের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রয়াগরাজে সপা এবং বিএসপির সময় কুম্ভ মেলায় মানুষ পদদলিত হত, মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল কারণ কুম্ভের চেয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। কুম্ভের জন্য খুব বেশি কিছু করলে তাদের ভোট ব্যাঙ্কের খারাপ লাগতে পারে। সপা ও কংগ্রেসের মধ্যে তোষণের প্রতিযোগিতা চলছিল। যারা রাম মন্দির বর্জন করে এবং সনাতন ধর্মকেকে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া বলে, তারা কি পরের বছরের কুম্ভ সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেবে? মোদীর মূল মন্ত্র উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য। মাননীয় মোদী বলেন যে অযোধ্যায় পবিত্র রামমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার নিষাদরাজের শৃঙ্গেরপুরেরও উন্নয়ন হবে। শৃঙ্গেরপুর হয়ে উঠবে রাম বনবাস যাত্রাপথের প্রধান তীর্থস্থান। এসপি এবং কংগ্রেসের নেতারা কখনই এসব কাজ করবে না, কারণ এসপি-কংগ্রেসের যুবরাজরা তাদের পরিবার ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। কংগ্রেসও স্বাধীনতার সমস্ত কৃতিত্ব একটি পরিবারকেই দিতে চায়। গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের নেতা ছিলেন কিন্তু মূর্তিটি মোদী তৈরি করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের এই পরিবার সেখানে যেতেও ভয় পায়। এসপি ও কংগ্রেসের চরিত্রই উন্নয়নবিরোধী। এসপি-কংগ্রেসের সময়ে প্রয়াগরাজে অনেক বৈষম্য ছিল। এখানকার মানুষ বিদ্যুত সংযোগের জন্য আকুল হয়ে থাকতো। কিন্তু এখন বিজেপি সরকারের আমলে প্রতিটি জেলা পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ২০১৭ সালের আগে কৃষকরা রাতে তাদের ক্ষেতে সেচের কাজ করতেন, কিন্তু এখন এই রাজ্যের কৃষকরাও সহজেই বিদ্যুৎ পাচ্ছেন।

প্রয়াগরাজে উন্নয়নমূলক কাজের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, এখন প্রয়াগরাজ বিকাশের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে। বিজেপির আমলে রায়বরেলি-লখনউ ফোর-লেন হাইওয়ে, গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, হলদিয়া থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত জলপথ, অমৃত স্টেশন, বন্দে ভারত ট্রেন, ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাস, গঙ্গার উপর কেবল-যুক্ত ব্রিজ এবং বামরৌলির বিমানবন্দর উন্নয়নের কাজগুলি করা হয়েছে। যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কেউ কখনও কল্পনাও করেনি আজ তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে উত্তর প্রদেশে এমন অনেক প্রথমবারের ভোটার আছেন যারা পরিবারতান্ত্রিক দলগুলির শাসনকালে মহিলাদের নিরাপত্তা, তোলাবাজি এবং মুক্তিপণ আদায় এসব সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগে আগে রাস্তায় প্রকাশ্যে বোমা এবং গুলি চালানো হতো, গুন্ডা-মাফিয়ারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতো কিন্তু জনগণ আতঙ্কের মধ্যে বাস করতো। এখানকার ব্যবসায়ীরা এখনও ভুলতে পারেন না সেই সময়টা। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার পর থেকে প্রয়াগরাজ সহ গোটা রাজ্যে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চলছে।

আগে মাফিয়ারা গরিবদের জমি দখল করত, কিন্তু আজ বিজেপি সরকার তাদের অবৈধ বাড়ি ভেঙে গরীবদের জন্য ঘর তৈরি করছে। প্রয়াগরাজ শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্র। এখানকার যুবকেরা পরিশ্রম করত কিন্তু কাজ পেত অন্যরা। এসপি আমলে জাতপাতের ভিত্তিতে ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়া হত। সমাজবাদী পার্টি ইউপিপিএসসিকে পরিবার সার্ভিস কমিশনে পরিণত করেছিল। মাননীয় মোদী বলেন যে ইন্ডি জোটের নেতাদের নৌকা ডুবে যাচ্ছে এবং এখন কেবল মিথ্যাই তাদের আশ্রয়। ইন্ডি জোটের নেতারা সংবিধান নিয়ে মিথ্যাচার করছে।

কারা সংবিধান নিয়ে খেলা করছে তা সারা দেশ জানে। কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধান পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করেছিল। রায়বরেলিতে গণতন্ত্রর কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট তা নিষিদ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিষিদ্ধ করেছিল। এত বছর পরেও কংগ্রেসের চরিত্র বদলায়নি। বাবা সাহেব আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু এসপি এবং কংগ্রেস সংবিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ ধর্মের ভিত্তিতে তাদের ভোটব্যাঙ্ককে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি কোটায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং সারা দেশে এই কাজ করতে চায়। তবে এটি মোদীর গ্যারান্টি যে মোদী দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ কেড়ে নিতে দেবেন না।

Name Change
I SUSHMA RAMKUMAR TIWARI, WIFE OF RAMKUMAR TIWARI, RESIDING AT NIRMAL APT, FLAT 2/A,2 (HOLD 271), MOTILAL COLONY, NORTH 24 PARGANAS -700081, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHMA TIWARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2024.THAT SUSHMA RAM KUMAR TIWARI AND SUSHMA TIWARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I TIWARI SUSHMA RAMKUMAR, WIFE OF RAMKUMAR TIWARI, RESIDING AT NIRMAL APT, FLAT 2/A,2 (HOLD 271), MOTILAL COLONY, NORTH 24 PARGANAS -700081, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSHMA TIWARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2024.THAT TIWARI SUSHMA RAMKUMAR AND SUSHMA TIWARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASHOK KUMAR KUNDU, S/O NANI GOPAL KUNDU, R/O 237, RAJA RAM MOHAN ROY ROAD, BARISHA, PS HARIDEVPUR, KOLKATA -700008, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK KUNDU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT ASHOK KUMAR KUNDU AND ASHOK KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABDUL KAMAL, S/O ABDUL RAHAMAN, R/O 39, LOCK GATE ROAD, COSSIPORE, PS CHITPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT ABDUL KAMAL AND ABDUL KALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
MEGHA SAHA, W/O ABIR KUMAR MAJUMDAR, RESIDING AT KHALISANI BOSEPARA, PO & PS-CHANDANNAGAR, HOOGHLY - 712136, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEGHA MAJUMDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 07/5/2024.THAT MEGHA SAHA AND MEGHA MAJUMDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Subhasis Santara (old name) S/O Amalendu Santara, residing at Vill.- Sreebora, P.S.- Daspur, West Medinipur, Pin- 721130, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Subhashish Santara (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/05/2024. Subhashish Santara (new name) and Subhasis Santara (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Tushar Kanti Ghosh (old name) S/O Haripada Ghosh, residing at 4TH-FR, FL-4A, 67/2 Purbachal Main Road, P.O.- Haltu, P.S.- Garfa, Kolkata- 700078, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tushar Ghosh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/05/2024. Tushar Ghosh (new name) and Tushar Kanti Ghosh (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rajesh Kumar Chowdhury (old name) S/O Rama Nand Chowdhury, residing at 18,HALDER PARA LANE HOWRAH -711102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajesh Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/05/2024. Rajesh Chowdhury (new name) and Rajesh Kumar Chowdhury (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Zohra Khatoon (old name) W/O Shaikh Tamijuddin, residing at 29/B/H/6, Ekbal Pore Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Zohra Jamal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/05/2024. Zohra Jamal (new name) and Zohra Khatoon (old name) both are same identical person.

Name Change
I CHHOTAN KUMAR DAS, S/O MANINDRA NATH DAS, RESIDING AT VILL+PO-KALIKAKUNDU, PS-MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR-721628, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHOTAN KUMAR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024.THAT CHHOTAN KUMAR DAS AND CHOTAN KUMAR DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I PALI GHARAMI, W/O RAMANANDA GHARAMI, R/O SUKANTANGAR, PO RABINDRANAGAR, CHINSURAH, CHANDANNAGAR, PIN-712103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POLI GHARAMI HALDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2024,THAT PALI GHARAMI AND POLI GHARAMI HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, SINDHANT PANDEY (পুরাতন নাম) পিতা SHIV KR PANDEY, ঠিকানা-53/5A HAZRA ROAD, KOLKATA - 700019,WEST BENGAL,INDIA, কলকাতায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 20.11.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SIDDHANT PANDEY (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SIDDHANT PANDEY (নতুন নাম) এবং SINDHANT PANDEY (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I BIJAY DAS (OLD NAME), SON OF JITENDRA NATH DAS, RESIDING AT 119 TRIPURA RAY LANE, SALKIA, GOLABARI, HOWRAH-711106, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJOY DAS(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024.THAT BIJAY DAS AND BIJOY DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I AFSANA PARVEEN, W/O MUKHTAR AHMED, R/O 55, 2ND FLOOR,2ND BYE LANE PILKHANA, PS-GOLABARI SALKIA, HOWRAH-711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFSHAN NAAZ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024,THAT AFSANA PARVEEN AND AFSHAN NAAZ ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD MUKHTAR AHMED, S/O ABDUL SHAKOOR, R/O 55, 2ND FLOOR, 2ND BYE LANE PILKHANA,PS-GOLABARI SALKIA,HOWRAH-711101, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKHTAR AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024,THAT MD MUKHTAR AHMED AND MUKHTAR AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KHOKON MOLLA, SON OF GAFUR MOLLA, RESIDING AT MANIKPUR SAPUI PARA, DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS -700079, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GYASUDDIN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 21/05/2024. THAT KHOKON MOLLA AND GYASUDDIN MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RESHMA BEGUM, W/O FAROOQUE SK, R/O 92 C/ 1, TOPSIA ROAD, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RESHMA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT RESHMA BEGUM AND RESHMA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TINKU DEY, DAUGHTER OF LATE SUNIL KRISHNA SARKAR, WIFE OF JOYDEB DEY, RESIDING AT 319/66, JESSORE ROAD, SOUTH DUMDUM (M), MOTIJHEEL, NORTH 24 PARGANAS - 700074,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIPRA DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 25/04/2024.THAT TINKU DEY AND SHIPRA DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I LAKSHMI MANDAL, W/O GOPAL CHANDRA MONDAL, R/O DHOBAGHATA BAMANCHAK, PO SATKHANDA SAHEBNAGAR, PS TALPATTIGHAT COASTAL, EAST MEDINIPUR, PIN-721431, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAKSHMI PRIYA MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT LAKSHMI MANDAL AND LAKSHMI PRIYA MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GOPAL MANDAL, S/O SHACHINDRA MONDAL, R/O DHOBAGHATA BAMANCHAK, PO SATKHANDA SAHEBNAGAR, PS TALPATTIGHAT COASTAL, EAST MEDINIPUR, PIN-721431, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL CHANDRA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT GOPAL MANDAL AND GOPAL CHANDRA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) FAJLU SEIKH S/o-SOMER SK, Residing at, Vill- Khoshbaspur, Post- Khoshbaspur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FAJLU SEIKH To RAHIM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAHIM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, RAHIM SK and FAJLU SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MOULA BOX MOLLA S/o-RASUL MOLLA, Residing at, Vill- Khayramari, Post- Khayramari, Ps- Jalangi, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOULA BOX MOLLA To MAOLA BAKS MOLLA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAOLA BAKS MOLLA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MAOLA BAKS MOLLA and MOULA BOX MOLLA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MD MOJAHAR MOMIN S/o-Late MAHIMUDDIN MOMIN, Residing at, Vill- Ibrahim moulabi pada, Post- Sher sahi, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MOJAHAR MOMIN To MOJAHAR MOMIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOJAHAR MOMIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, MD MOJAHAR MOMIN and MOULA BOX MOLLA both are Same and one identical person.

Name Change
I, MANARANJAN GHOSH resident of 1 No. Gobindanagar, PO-Madanpur, PS-Chakdaha, Dist-Nadia, Pin-741245 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MANARANJAN GHOSH instead of MANORANJAN GHOSH and MONORANJAN GHOSH, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah on 13/12/2023. MANARANJAN GHOSH, MANORANJAN GHOSH and MONORANJAN GHOSH all are same and one identical person.

বর্ধমান রেল ষ্টেশনে আরপিএফ - বৃহন্নলাদের হাতাহাতিঃ আহত মহিলা সহ ৫ আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ মে ঃ ট্রেনে বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে দৌরাত্ম্যের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই। দূরপাল্লা বা লোকাল ট্রেনের যাত্রাতে অনেক সাধারন মানুষের বিরক্তির কারণ বৃহন্নলাদের দাপাদাপি। এবার বৃহন্নলাদের ট্রেনের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিলো বর্ধমান আর.পি.এফ। অন্যদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি মোটা টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ আর.পি.এফের বিরুদ্ধে বৃহন্নলাদের। দুই পক্ষের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মাঝেই মঙ্গলবার বর্ধমান স্টেশনে বিক্ষোভে দেখায় বৃহন্নলারা। বিক্ষোভের মাঝেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো বর্ধমান জংশন স্টেশনে। দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। এরপর মারমুখি বৃহন্নলাদের হাতে আক্রান্ত হল আর.পি.এফের মহিলা কনস্টেবল সহ পাঁচজন। এই ঘটনায় আর.পি.এফ পোস্টে সহ বর্ধমান স্টেশন চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। বৃহন্নলাদের বড় অংশ এদিন অবস্থান বিক্ষোভে বসে পরে আর.পি.এফ পোস্টের সামনে। তাদের অভিযোগ, আর.পি.এফ আধিকারিকরা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ভয় দেখিয়ে মোটা টাকা ঘুষ চায়। তা না দিলেই তাদের উপর নেমে আসে শারীরিক অত্যাচার। প্রত্যেকদিনের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বৃহন্নলাদের বড় অংশ। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বর্ধমান আর.পি.এফ পোস্টের আধিকারিক। তার দাবী, রেলের যাত্রীদের কাছ থেকে বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পরছিল রেল বিভাগে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই যাত্রীদের একাংশ বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। এমনকি টাকা না দিলে অশালীন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব রেলের উচ্চ আধিকারিকদের নির্দেশেই বৃহন্নলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে আর.পি.এফ। বিভিন্ন জায়গায় তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীরা অভিযোগ করেন তারা বিভিন্ন জায়গায় ট্রেনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান এবং হাত পেতে আর্থিক সাহায্য চান তা পরম্পরা হয়ে আসছে কয়েকশো বছর ধরে, হাততালি দিয়ে ভিক্ষা করে পেট চালান তা সকলের জানা।

গতকাল হাওড়ায় ভোট দিতে গিয়েছিলেন বৃহন্নলাদের একাংশ। অভিযোগ, ভোট দিয়ে ফেরার পথে বিভিন্ন স্টেশনে তাদের উপর নির্যাতন করে আরপিএফ কর্মীরা। এমনকি বর্ধমান রেল স্টেশনেও তাদেরকে কেস দেয় আরপিএফ পুলিশ এমনটাই অভিযোগ করেন তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীরা। শুধু তাই নয় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে টাকা চাওয়া হয়, ভয় দেখিয়ে নানান কেস দেওয়া হয়। কখনও কখনও শারীরিক অত্যাচারেরও শিকার হতে হয়েছে তাদের। কার্যত আরপিএফদের এইরকম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীরা নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করে বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে, আরপিএফ অফিস ঘেরাও করে প্রায় ঘন্টা তিনেক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে আরপিএফের কয়েকজন কর্মী ঘটনাস্থলে এলে শেষমেশ তাদের উপর চড়াও হয় তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীরা। জুতো, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে বৃহন্নলারা। পুলিশকে মারতে মারতে প্ল্যাটফর্ম এর বাইরে নিয়ে যায়। তীব্র নিন্দার ঝড় গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। যেখানে দিনের আলোয় পুলিশকে জুতো - লাঠি- চড় দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় সেখানে আইনের ব্যবস্থা কতখানি দুর্বল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীদের ওই নগ্ন অবস্থা দেখে কিছু নিত্যযাত্রী হাতজোড় করে বিব্রত অবস্থায় আন্দোলন না করার জন্য আবেদন জানান। কারণ বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে প্রচুর মানুষের আনাগোনা হয়। শিশু থেকে বয়স্ক, মহিলা, পুরুষ সকলেই বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে সব সময় যাতায়াত করেন। বর্ধমান রেলওয়ে স্টেশনে নগ্ন হওয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের কর্মীরা এই কর্মকান্ডে তোলপাড় শুরু হয় বর্ধমান স্টেশন জুড়ে। অভিযোগ আরপিএফ কর্মীদের বিরুদ্ধে শুধু বৃহন্নলারাই নয়, হকার ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও অভিযোগ রয়েছে যে, যে সমস্ত হকার কর্মীরা পেটের দায়ে রেলে উঠে হকারের কাজ করেন তাদেরকেও নানান রকম কেসে জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই নিয়ে আগে একাধিকবার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে।

শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো প্রয়াত জন নেতার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ মে ঃ মঙ্গলবার ২১ মে দিনটি প্রতি বছরের মতো এ বছরও শ্রদ্ধার সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হলো শান্তিপুরের প্রাপ্তন বিধায়ক তথা নদীয়া জেলার অন্যতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়াত অজয় দে- এর মৃত্যু বার্ষিকী। অজয় দে- তিনি ছিলেন একজন দক্ষ

রাজনীতিবিদ, যে ৫ বারের বিধায়ক পদ সামলেছেন, এছাড়াও টানা ৩০ বছর সামলেছেন পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ পৌর পিতার দায়িত্ব পদ। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু হয় তার পথ চলা, এরপর হয়ে ওঠে নদীয়ার শান্তিপুরের নয়নের মনি। আজ সেই জননেতা অজয় দের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন শান্তিপুরের বিভিন্ন জায়গায়। মঙ্গলবার প্রথমে শান্তিপুরের কাশারীপাড়া নিজ বাসভবনের পাশেই তার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নির্বাচন করে প্রয়াত অজয় দের অনুগামী থেকে শুরু করে প্রবীণ ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীরা, এরপর তাকে শ্রদ্ধা জানাতে শান্তিপুর পৌরসভাতেও এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত থাকেন রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। ছিলেন পৌরসভার বর্তমান পৌরপতি সুব্রত ঘোষ সহ পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিকরা, যদিও শান্তিপুরের ২৪ টি ওয়ার্ডের সমস্ত কাউন্সিলর এই বিশেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন। পৌরসভায় অবস্থিত তার আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস সহ পৌরসভার চেয়ারম্যান, এছাড়া প্রত্যেকেই একে একে তার মূর্তিতে মাল্যদান করে। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, একটা সময় হাতে হাত রেখে রাজনীতির ময়দানে একসাথে লড়াই করেছিলেন, কিন্তু করোনাকালে এইভাবে চলে যাওয়া, তা এখনো যেন বিস্ময় ঘটনা। অজয় দে শান্তিপুরের অফুরন্ত কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে নয়নের মনি হয়ে উঠেছিলেন। আজ তারি চলার পথকে স্মরণ করে শান্তিপুর পৌরসভা একই উন্নয়ন করে যাবে। দেখতে দেখতে এক একটা বছর কেটে গেলেও এখনো মনে হয় প্রিয় নেতা অজয় দে সকলের অন্তরেই রয়ে গেছে। এদিন প্রয়াত অজয় দে- র স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীরও আয়োজন করা হয়।

ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেম গ্রীন লাইনের সমস্ত স্টেশনে

কলকাতা, ২১ মে ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুখবর! গ্রীন লাইন-১-এর পর, এখন গ্রীন লাইন-২-এর চারটি স্টেশনে অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশনে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সুবিধাটি আজ থেকে অর্থাৎ ২১.০৫.২০২৪ থেকে গ্রীন লাইন- ২-এর এই প্রসারিত এলাকায় উপলব্ধ করা হয়েছে। হাওড়া ময়দান থেকে নিউ এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গ্রীন লাইন ২-এর সমস্ত স্টেশনের সমস্ত টিকিট বুকিং কাউন্টারগুলি এখন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে সক্ষম। ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম এখন গ্রীন লাইন-১ এবং ২-এ সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে, যাত্রীদের এই টিকিট কাউন্টারগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। আজ থেকে অর্থাৎ ২১.০৫.২০২৪ থেকে হাওড়া ময়দান এবং হাওড়া ময়দান-এর হাওড়া স্টেশনগুলিতে স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) এর সহায়তায় মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে। উল্লেখ্য যে ২০.০৫.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইনের পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সুবিধাটি পেতে, যাত্রীদের গন্তব্য স্টেশনের নাম বলতে হবে এবং টিকিট কাউন্টারে ডুয়াল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শিত কিউআর কোডটি স্ক্যান করতে হবে এবং তাদের স্মার্টফোনের সাহায্যে অর্থপ্রদান করতে হবে। পেমেন্ট পাওয়ার পর, কিউআর কোড ভিত্তিক কাগজের টিকিট তৈরি হবে এবং যাত্রীরা সেই টিকিট দিয়ে ভ্রমণ করতে পারবে। এই সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীরা তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে সক্ষম হবে। শীঘ্রই যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্লু লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনেও এই সুবিধা বাড়ানো হবে। এই করিডোরে এই সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই নতুন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। এই নতুন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম সম্পর্কে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া আজ খুব ভাল হয়েছে।

বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিধায়ক - তাপসী

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২১ মে ঃ হলদিয়া পৌর এলাকায় ৮ নম্বর ওয়ার্ডে সকাল বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছিলেন হলদিয়ার বিধায়িকা তমলুক সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি তাপসী মন্ডল। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর বিধায়ক রয়েছেন কি উন্নয়ন করেছেন মানুষের পাশে কখন দাঁড়িয়েছেন এই সকল প্রশ্ন নিয়ে এলাকার মানুষ প্রশ্ন করলেই উভয়ের মধ্যে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন আগামী ২৫ মে আর কয়েকদিন পরেই এখন বাড়ি বাড়ি প্রচার কাজ চলছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। শিল্প শহরের মানুষ তাদের এলাকার উন্নয়ন পৌর এলাকার উন্নয়ন সব বিষয়ে সজাগ ভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে তারা দাবি করে। আজকের এই ঘটনায় কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিধায়ককে প্রশ্ন করা হয়নি প্রশ্ন করছেন সাধারণ খেটে খাওয়া মহিলারা হলদিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলারা বিধায়ক তাপসী মন্ডলকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে জর্জরিত করলেন বাধ্য হয়ে ওই জায়গা ত্যাগ করলেন বিধায়িকা তাপসী মন্ডল। বিজেপি দাবি তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে এলাকার বিধায়িকাকে হেনস্তা করছে। পূর্ব মেদিনীপর জেলা তৃণমূল জেলা সাধারণ সম্পাদক শিবনাথ সরকার বলেন এতে তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে কারণ নেই দীর্ঘদিন তিনি বিধায়ক রয়েছেন কি কাজ করেছেন প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে জানার।

বেপরোয়া সরকারি বাস, জনরোষে উত্তাল দুর্গাপুর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ মে ঃ বাসের পিছনে আটকে স্কুটি। গাড়ি থামানোর করুন আর্তি। পথচারীদের বাস থামানোর আর্জি। কোন আর্জিই শুনল না বাসচালক। প্রায় পাঁচ'শ মিটার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল স্কুটিসহ চালককে। রাস্তায় গড়াগড়ি খেল তরতাজা স্কুটিচালকের মাংসপিন্ড। ওই অবস্থায় বাস ঢুকল ডিপোতে। মঙ্গলবার এমনই অমানবিক ঘটনার সাক্ষী রইল শিল্পশহর দুর্গাপুর। ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত জনতার রাস্তা অবরোধ করে। এসবিএসটিসির ডিপোয় ক্ষতিপূরণের দাবীতে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। ঘটনাকে ঘিরে তুলকলাম দুর্গাপুরের গ্যারেজ মোড়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শ্যামল পারামানিক (৩৯ বছর)। ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ দুর্গাপুরের ডিপিএলের রাস্তা ধরে বেপরোয়া গতিতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (এসবিএসটিসি) একটি বাস যাচ্ছিল গ্যামনের সংস্থার কার্যালয়ের দিকে। ওইসময় স্কুটি নিয়ে দুর্গাপুরের ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল প্রামানিক গ্যামনের দিকেই যাচ্ছিলেন। তখনই বেপরোয়া গতিতে থাকা সরকারি বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি আরোহীকে ধাক্কা মারলে স্কুটি আরোহী এবং তার স্কুটি বাসের পিছনের চাকায় আটকে যায়। ওই অবস্থায় বাসটি না থামিয়ে প্রায় ৫০০ মিটার জুড়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। বাসটি এসবিএসটিসি কার্যালয়ের ভেতরে ঢোকার সময় বাইরে পড়ে যায় শ্যামলবাবুর রক্তাক্ত দেহ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শ্যামল পারামানিকের। আর স্কুটি নিয়ে বাসটি এসবিএসটিসি কার্যালয় এর ভেতরে ঢুকে পড়ে। সরকারি সংস্থার কার্যালয়ের সামনে যেতেই পালিয়ে যায় চালক এবং খালাসী। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, স্কুটি চালক বাস থামানোর জন্য চিৎকার করছিলেন। আশপাশের লোকজনও চিৎকার করছিল। কিন্তু বাসচালক বাস না থামিয়ে আটকে থাকা স্কুটি ও তার চালককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাসটা দাঁড়িয়ে গেলে প্রাণে বেঁচে যেত ওই স্কুটি চালক। চালককের উদাসীনতায় তরতাজা প্রাণ গেল। রাস্তায় রক্ত আর মাংসপিণ্ড ঝরতে ঝরতে স্কুটি সমেত ওই ব্যক্তিকে ছেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকারি সংস্থার বাস। এহেন ঘটনা দেখেই শিউরে ওঠেন পথচলতি সাধারন মানুষ। এদিকে ঘটনার ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। উত্তেজিত ক্ষুব্ধ জনতা দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সামনের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এমনকি এসবিএসটিসি কার্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'এরকম চারটে ঘটনা এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত হয়েছে। অথচ, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রনে কোন বালাই নেই। বেপরওয়াভাবে এরকম জনবহুল এলাকায় ছোটে বেশ কিছু বাস। বিক্ষোভ কারীদের দাবী, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলেই এই ঘটনা। প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস যাতায়াত করে। তাতেই আতঙ্কের মধ্যেই থাকতে হয়। তাই ওই চালককে চাকরি থেকে বরখাস্ত এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দীর্ঘক্ষণ দুর্গাপুরের ডিভিসি মোড় থেকে দুর্গাপুর স্টেশনগামী এই রাস্তা অবরোধ থাকার পর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় উত্তেজিত জনতা। এবং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল বলেন, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঘাতক বাসটি 'সেলিং এজেন্ট' হিসাবে চলে। অনেক আগে থেকে সংস্থার বেশকিছু বাস এরকম 'সেলিং এজেন্ট' হিসাবে চলছিল। এসমস্ত বাসগুলিতে সংস্থার জ্বালানি, মেনটেন্স থাকত। এজেন্টরা দৈনিক একটা অঙ্কের টাকা জমা দিত। যার ফলে এদের নিয়ন্ত্রন সংস্থার ছিল না। তেমনই সংস্থার লোকসান হয়। ইদানীং এধরনের ৭৫ শতাংশ বাসকে পুনরায় সংস্থার অধীনে করা গেছে। সংস্থার নিয়ম মেনে এদিনের দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে। ওই পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।

বাঁকুড়ার সভায় বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ মে ঃ বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার এবং তাদের নেতা মন্ত্রীদের গাছে বেঁধে কৈফিয়ত চান। মঙ্গলবার শালতোড়ায় তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের এই নিদান দেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে সাথে কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সুভাষ সরকার বা তার দলের নেতারা বিজেপির হয়ে ভোট চাইতে এলে নির্বাচনের সময় মিথ্যা কথা বলছে বলে শুধু গাছে বেঁধে রাখবেন। মারবেন না। তারপর আমাকে ফোন করবেন। আমি প্রতিনিধি পাঠাবো রিপোর্ট কার্ড হাতে নিয়ে। তিনি বলেন ২০১৯ ও ২০২১ এ মোদীর কথায় বিশ্বাস করে আপনারা সুভাষ সরকার, চন্দনা বাউরি ও নীলাদ্রিশেখর দানাকে জিতিয়েছেন। কিন্তু গত ৫ বছরে ৫ জায়গায় গিয়েছেন সুভাষ সরকার? অভিষেক এদিন কটাক্ষের সুরে বলেন এখন ভোট এসেছে তাই দেখা যাচ্ছে সুভাষবাবু কারো জুতো পালিশ করছেন, কাউকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন। এরপরই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গলার সুর চড়িয়ে বলেন, ওদের ডেকে এনে বাড়ির বাসন মাজান, শৌচাগার পরিস্কার করান। এরাই আপনাদের ১০০ দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আবাসের টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। এখন বলছে বিজেপি জিতলে ৩ মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। এরপর কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ- সভাপতি দীপা চক্রবর্তী একটি অডিও শুনিয়ে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান বিজেপির কোনো নেতা মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। রাষ্ট্রপতিরও ক্ষমতা নেই। এটাই তৃণমূলের গ্যারান্টি। এদিনের সভায় শালতোড়ার পাথরশিল্পের প্রসঙ্গ তুলে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার পাথর শিল্প বন্ধ করে দিয়েছে। বীরভূমের পাঁচামীর পরই শালতোড়ার পাথর শিল্প জেলার অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই শিল্পে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তা বন্ধ করে দেয়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে শর্ত সাপেক্ষে তা চালু হলেও যেকোনো মুহুর্তে ফের বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাথর শিল্পের সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন বাঁকুড়ার সাংসদ বিজেপির, শালতোড়া, ছাতনা ও বাঁকুড়ার বিধায়কও বিজেপির। কেন্দ্রীয় সরকার পাথর শিল্প বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সুভাষ সরকার, চন্দনা বাউরি, নীলাদ্রিশেখর দানা কিম্বা সত্যনারায়ন মুখার্জীরা কেউ একটা চিঠি দিয়ে বলেনি এখানের কাশার এবং পাথর খাদান চালু হোক। যদি একটাও চিঠি লিখে থাকেন দেখাতে পারলে আমি তৃণমূলের হয়ে ভোট চাইতে কোনোদিন আসবো না। তিনি বলেন, ২০১৯ এ সুভাষ সরকারকে জিতিয়েছেন পাথর শিল্প বন্ধ হয়েছিল। ২০২১ এ চন্দনা, সত্যনারায়ন ও নীলাদ্রিশেখরকে জিতিয়ে ছেন, ১০০ দিনের টাকা, আবাসের টাকা বন্ধ হয়েছে। জেলাজুড়ে পানীয় জল সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন তৃনমূল ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার টাকা খরচ করে জেলার ৩ লাখ পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে। খুব শীঘ্রই সব বাড়িতেও পৌঁছে যাবে। কিন্তু ফের ওরা জিতলে জল কল সব বন্ধ হয়ে যাবে। তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে কথা বলতে হয় বলে তিনি সরাসরি সুভাষ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ভঙ্গিতে বলেন, ক্ষমতা থাকলে সুভাষ সরকার তার ৫ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন। আমরাও আমাদের ১৩ বছরের কাজের খতিয়ান দেখাব। আপনারা ২০২১ এ হেরে যাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে সব আটকে দিয়েছেন। তখন থেকে ১০ পয়সাও রাজ্যে পাঠাননি। শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রমাণ করুন ১০ পয়সা দিয়েছেন তাহলে তিনি আর কোনোদিন রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবেন বলেও জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিঠুনের পথযাত্রায় তুলকালাম, অভিযুক্ত তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ মে ঃ মিঠুন চক্রবর্তীর পথযাত্রা ঘিরে মঙ্গলবার তুলকালাম হয় মেদিনীপুর শহরে। জুতো-ইট-বোতল ছোড়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে পথযাত্রা করছিলেন মিঠুন। মেদিনীপুরের কালেক্টরেট মোড় থেকে কেরানিটোলার পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল এই পথযাত্রা। এই পথেই শেখপুরা রোডের কাছে পোস্টার ব্যানার হাতে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল সমর্থকরা। জানা গিয়েছে, তৃণমূলের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছিল যুবনেতা আবির আগরওয়ালের নেতৃত্বে। হঠাৎই বিজেপির মিছিলে ধেয়ে আসতে থাকে জল ভর্তি প্লাস্টিকের বোতল, জুতো, এমনকি ইঁটও। দেখা যায় প্রচারগাড়ি থেকে জুতো, বোতল না-ছোড়ার অনুরোধ করছেন অগ্নিমিত্রা। তার পরেও অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিজেপির অভিযোগ, গোটা ঘটনার জন্য দায়ী তৃণমূল। পুলিশের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি শুরুতে। যার ফলেই বিষয়টা এত দূর পর্যন্ত গড়ায়। বিজেপির অভিযোগ, এই বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য দায়ী তৃণমূল। শাসকদলের এক যুবনেতার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, পুলিশের সামনেই তৃণমূল এই কাজ করলেও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তৃণমূল অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আগামী শনিবার ষষ্ঠ দফায় মেদিনীপুর কেন্দ্রে ভোট। তার আগে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে মেদিনীপুরে প্রচারে আসেন মিঠুন। তৃণমূল মেদিনীপুরে প্রার্থী করেছে দলের বিধায়ক তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়াকে।

বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সামলে ক্রমেই ছন্দে ফিরছে জলপাইগুড়ির বার্নিশ গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মে ঃ জলপাইগুড়ির বার্নিশ গ্রাম! গত মার্চ মাসে এই গ্রাম একেবারে তছনছ হয়ে গিয়েছিল মাত্র ২ মিনিটের মিনি টর্নেডো ঝড়ে। ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়েছিল শত শত মানুষের মাথার ওপরের ছাদ। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে কেটেছে দিনের পর দিন। গ্রাম জুড়ে তখন শুধুই ছিল হাহাকার, দুর্দশা, দুর্দিন, অসহায়তা। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সামলে ক্রমেই ছন্দে ফিরছে জলপাইগুড়ির বার্নিশ গ্রাম। রাজ্যসরকারের আর্থিক সহায়তায় ধীরে ধীরে গ্রামে তৈরি হচ্ছে ছাদ হারাদের মাথা গোঁজার আস্তানা। তাই এখন কালবৈশাখীর সামান্য ঝোড়ো হাওয়াতেই ভয় গ্রাস করছে গ্রামবাসীদের। দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ফের যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তা ভেবেই ভয়ে ত্রস্ত হয়ে রয়েছে গোটা বার্নিশ বাসী। মাস দেড়েক আগেও খবরের শিরোনামে ছিল এই গ্রাম। বর্তমানে গোটা গ্রাম আস্তে আস্তে ছন্দে ফিরলেও তাঁদের অভাব অভিযোগ এখনও যায়নি। সেই অভাব অভিযোগের ফাঁকেই আরও এক গভীর ভাবনার চিত্র ধরা পড়ে গ্রামের মানুষ গুলোর চোখে মুখে। এই বুঝি এল সেই রাক্ষুসে ঝোড়ো হাওয়া! হয়তো ফের উড়িয়ে নিয়ে যাবে মাথার ছাদ, এই বুঝি ফের তছনছ হয়ে যাবে গোটা গ্রাম! এই ভাবনাই বারংবার মাথায় ঘুরছে গ্রামের প্রতিটি মানুষের মনে। তাই কাল বৈশাখীর সামান্য ঝোড়ো হাওয়াতে গাছের পাতা নড়লেই ভয়ে শিটিয়ে দিন গুজরাচ্ছেন এঁনারা। কবে তাঁদের মনের এমন ভয় দূর হবে, ফের স্বাভাবিক হবে সবকিছু, এখন সেটাই ভাবনার বিষয়।

উচ্চমাধ্যমিকে মেধাবী মুস্তাফিজুর চিকিৎসক হয়ে গরীবের পাশে থাকতে আগ্রহী ঃ অভ্যর্থনা সমাজ দর্পণ সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ মে ঃ উচ্চমাধ্যমিক নজর কাড়া মুস্তাফিজুর রহামান চিকিৎসক হয়ে গরীব মানুষের পাশে থাকতে চান। মঙ্গলবার অভ্যর্থনা সমাজ দর্পণ সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। কৃতী ছাত্রর বাড়ি নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভগল দিঘী গ্রাম। ছোট থেকেই সে মেধাবী। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে কেটেছে তার শৈশব। একই ভাবে তার ভগলদিঘী গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা। গ্রামের বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আল আমিন মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে। মিশনের পরীক্ষায় সাফল্যে আল আমিন মিশনের খলতপুর মেইন ক্যাম্পাসে নবম শ্রেণী থেকে টানা চার বছর পড়াশোনা। মাধ্যমিকে সে ৬৬৬ নম্বর পেয়ে ভালো ফলাফল করলেও তার আশানুরূপ ফল হয়নি। এবার উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪৮২ নম্বর পেয়ে রাজ্যের ১৫ নম্বর স্থান দখল করে গ্রামের নাম উজ্জ্বল করল মুস্তাফিজুর রহমান। বাবা মোহাম্মদ মেরসাদ আলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মা রেবেকা সুলতানা গৃহ কর্তি। মোস্তাফিজুর রহমান নিট পরীক্ষা দিয়েছে। তার ইচ্ছা ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করা। সে চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষের সেবার কাজে থাকতে চাই বলে জানিয়েছে।

ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণৎ টুডুর প্রচারে দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২১ মে ঃ মঙ্গলবার নায়াগ্রাম বিধানসভার অধীন খড়িকামাথানিতে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণৎ টুডুর প্রচারে আসেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ছয় বছর রাজ্য সভাপতি থাকার সময় রাজ্য জুড়ে সংগঠন দাঁড় করিয়েছি। তাই এখন আপনারা হাজার হাজার মানুষ এখানে। এখন জঙ্গলমহলে দাঁড়িয়ে থেকে উন্নয়নের কাজ করব। দরকার পরলে দিল্লীর মন্ত্রীদের এখানে নিয়ে আসব। এদিন বিজেপি প্রার্থী প্রচারে দিলীপবাবুর বক্তব্য আজ যারা বিজেপির ঝান্ডা খুলে নিয়ে যাচ্ছে চার তারিখের পর তারাই বিজেপিতে আসবে। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এর আগে ১৮ সাংসদ, ৭৭ বিধায়ক পেয়েছি। আগামী দুবছরের মধ্যে রাজ্য সরকার ছিনিয়ে নেব। এর পাশাপাশি তিনি বলেন জল জীবন প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা পাঠিয়েছিল। সেই টাকা এতদিন ফেলে রেখেছিল। এখন ভোট আসতে পাইপ পাতার জন্য খোঁড়খুড়ি চলছে। সেই টাকার সুদ খেয়েছে তৃণমূল নেতারা। এর সাথে কেন্দ্রের দেওয়া বাড়ি, শৌচালয় সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা লুট করছে তৃণমূল বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন ২৫০ বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবেন না? এই প্রশ্ন জনতার দিকে ছুঁড়ে দেন। বলেন যারা লুট করেছে তাদের ভোট দেবেন না। জঙ্গলমহল তৃণমূল মুক্ত করতে হবে। এদিন এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো, রাজ্য কমিটির সদস্য সুখময় শতপথি সহ প্রমুখ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৫_২০২৪-২৫, তারিখ ২১.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার** অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে ২৪ নং প্ল্যাটফর্ম চালু সংক্রান্ত কাজে প্ল্যাটফর্ম কোপিং ওয়াল, কোপিং স্ল্যাব, আর্থ কাটিং, ড্রেন, ট্র্যাক বেড ইত্যাদির ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৩৩,২৯,৬৬০.৪৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ (চার) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৬.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট করা– ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-67/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৫৬-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ২০.০৫.২০২৪। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৫৬-২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্স-ধারী অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদি থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** "(ক) মালদা ডিভিশনে এলএইচবি মেন্টেন্যান্স ডিপোতে রূপান্তর করার কাজে গোড্ডাতে রক্ষণাবেক্ষণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ, ৫০এইচজেড ওভারহেড যন্ত্রপাতি, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার ইত্যাদির ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালুকরণ, (খ) পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের বিভিন্ন শপে ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ/টি-কার-এর পিওএইচ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কাজে পরিকাঠামোগত সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ, ৫০এইচজেড ওভারহেড ইকুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের ডিজাইন, ড্রইং, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু; এবং (গ) পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে বালীঘাট ও বালী হল্টের মধ্যে কিমি ৭/১৫-৮/২তে ব্রিজ নং ১৫ সিসিআর-এ আরসিসি বক্সের ব্যবস্থার দ্বারা স্টিল গার্ডার প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কাজে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ।" **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪,০৪,৭৭,১৬৬.৬০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৫২,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৬.২০২৪-এ বেলা ১২.৩০টা। ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' ও 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা করা যাবে। উপরোক্তমতো সমস্ত নথিপত্র সমেত সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

(CON-17/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৮-৭৯-২৪ তারিখ ২০.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা কর্তৃক টিএসআর, টিআরআর, লেভেল ক্রশিং, বিবিধ বিশেষ ধরনের কাজ প্রভৃতি নিম্নলিখিত কাজের জন্য ২টি ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ **(১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৮-২৪, তারিখ ২০.০৫.২০২৪,** (১) পুরুলিয়া-চান্ডিল শাখার মধ্যে ১৪.২০৬ টিআরকিমি আনুপূর্বিক স্লিপার নবীকরণ (টিএসআর(পি)) (২) টিআরআর (এস) — ডিইএন (সেন্ট্রাল)/আদ্রার আওতাধীনে ৫.৪৫৯ টিআর. কিমি। (৩) কাঁটাডি (কেটিডি) ইয়ার্ড-এ ক্রশিং ওভার পয়েন্ট নং ২৪এ এবং ২৪বি-তে ক্রশিং ওভার সারানোর কাজ এবং (৪) আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা ইয়ার্ডে শান্টিং-এর কাজের জন্য রিলিফ লাইন সমেত ২য় পিকিউআরএস। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১৩,৪২,৩৮৬.০৬ টাকা **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৯-২৪, তারিখ ২০.০৫.২০২৪,** আদ্রা ডিভিসনে আদ্রা-গোমো-পুরুলিয়া-কোটশীলা-রাজাবেরা-র মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত লেভেল ক্রশিং-এ রাবার দেওয়া উপরিতল এবং শক্তিশালী হাইট গেজ দ্বারা উন্নয়নের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২৬,৬৪,২০৪.৮৪ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **(PR-171)**

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L51100WB1979PLC032376
রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেলঃ omnikol1997@gmail.com

নোটিশ

এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা), রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, এটি আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা মঙ্গলবার, **২৮ শে মে,** ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য, এখানে আরও জানানো হয়েছে যে লভ্যাংশ, যদি থাকে, আর্থিক জন্য ২০২৩-২৪ সাল, পূর্বোক্ত বোর্ড সভায় বিবেচনা করা যেতে পারে।
আরও জানানোর হয়েছে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য, যা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার খুলবে।

ওমনি হোল্ডিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থানঃ কলকাতা — **নিকিতা চোখানি**
তারিখঃ ২১.০৫.২০২৪ — **কোম্পানি সেক্রেটারি**

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ- ২৭ বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১
ব্র্যাঞ্চ অফিসঃ #৬-৩-১১০৯/১, দ্বিতীয় তল, নবভারত চেম্বার্স, রাজভবন রোড, সোমাজিগুডা, হায়দরাবাদ-৫০০০৮২

ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন এবং আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদ আইন প্রয়োগের ধারা ১৩(২)-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি ২০০২।

নিম্নস্বাক্ষরিত, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ এর অর্থের মধ্যে একটি ব্যাঙ্কিং সংস্থা, ২৭বিকেসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০৫১-এ 'নিবন্ধিত অফিস রয়েছে এবং আঞ্চলিক অফিসে অবস্থিত শাখা অফিস রয়েছে # ৬-৩-১১০৯/১, দ্বিতীয় তল, নবভারত চেম্বার্স, রাজভবন রোড, সোমাজিগুডা, হায়দরাবাদ-৫০০০৮২, (এর পরে ব্যাঙ্ক / কেএমবিএল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নিযুক্ত, এতদ্বারা আপনাকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছেঃ-
এই নোটিশটি উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এবং বিধি ৩ নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ বিধিমালা ২০০২ এর শর্তাবলীতে জারি করা হয়েছে।

গ্রাহকের নাম (ঋণগ্রহীতা) / সহ-ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর বরাবর	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ, এনপিএ তারিখ এবং পরিমাণ	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)
লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর HF৩৮০৮৭৮০৪ এবং HF ৩৮০৯০২৩১ CRN নম্বর ২১৫৬৯৫০৯৫ **১. মিঃ অমিতাভ মজুমদার,** এস / ও প্রয়াত সুপ্রসেনা মজুমদার, # GC সল্টলেকের সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৬। এছাড়াও এখানে ঃ **মিঃ অমিতাভ মজুমদার,** স্কি। প্রয়াত সুপ্রসেনা মজুমদার শ্রীনগর গেট নং ৩, মধ্যমগ্রাম পোঃ, শ্রীনগর, থানা মধ্যমগ্রাম জেলা, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০ ১২৯ এছাড়াও এখানে ঃ মিঃ অমিতাভ মজুমদার, স্কি. প্রয়াত সুপ্রসেনা মজুমদার, পি. নং.- DA-৮৬, ক্যাটাগরি-এইচআইজি(সি) অ্যাকশন, এরিয়া-আইডি, নিউটাউন, কলকাতা - ৭০০১৫৬। এছাড়াও এখানে ঃ মিঃ অমিতাভ মজুমদার, এস / ও প্রয়াত সুপ্রসেনা মজুমদার, ALPHA, ৫০৫, জয়বেরি সিলিকন কাউন্টি, গুগল অফিসের কাছে, হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ০৮১ (ঋণগ্রহীতা) **২. মিসেস স্বাতী মজুমদার** ওয়াই / ও মি. জনাব অমিতাভ মজুমদার, # GC সল্টলেক সল্টলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৬। **এছাড়াও এখানেঃ মিসেস স্বাতী মজুমদার** ওয়াই / ও মিঃ অমিতাভ মজুমদার, P.No:-DA-৮৬, Category-HIG(C) Action, Area-ID, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬. এছাড়াও এখানেঃ **মিসেস স্বাতী মজুমদার** ওয়াই / ও মিঃ অমিতাভ মজুমদার, শ্রীনগর গেট নং ৩, মধ্যমগ্রাম পোঃ, শ্রীনগর থানা, মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ -পরগনা - ৭০০ ১২৯ এছাড়াও এখানে ঃ **মিসেস স্বাতী মজুমদার** মো. মিঃ অমিতাভ মজুমদার, ALPHA, ৫০৫, জয়বেরি সিলিকন কাউন্টি, গুগল অফিসের কাছে, হায়দ্রাবাদ -৫০০ ০৮১ (সহ- ঋণগ্রহীতা)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৪-মে-২০২৪ NPA তারিখঃ ১০-মে-২০২৪ মোট বকেয়া পরিমাণ টাকা ২৬,৮৯,৭১০.৭৬ /- (ছাব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার সাত শত দশ টাকা এবং পয়সা ছিয়াত্তর শুধুমাত্র) ঋণের দিকে হিসাব নম্বর HF৩৮০৮৭৮০৪ /- এবং ১,৬৯,২১৫.০৫- টাকা (এক লক্ষ উনসত্তর হাজার দুই শত পনেরো টাকা এবং পয়সা পাঁচ শুধুমাত্র) ঋণের দিকে অ্যাকাউন্ট নম্বর HF৩৮০৯০২৩১ যা একত্রিত করে টাকা ২৮,৫৮,৯২৫.৮১১ / - (আটাশ লাখ আটান্ন হাজার নয় শত পঁচিশ টাকা এবং পয়সা আটশ এগারো শুধুমাত্র) ১৪-০৫.২০২৪ তারিখে	**নিম্নলিখিত সম্পত্তির উপর বন্ধক ঃ** **সম্পত্তি রেজিড অধীনে আচ্ছাদিত. এর দলিল বছরের জন্য পরিবহণ নং ১৫২৩০১৪৩৩ ২০২০ মি. অমিতাভ মজুমদের নামে মিসেস স্বাতী মজুমদার** **জমির বিবরণ** ৪০০.০৬ বর্গমিটার পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল। মিটারস প্রিমাইজ নং ০৬-২৫৩, স্ট্রীট নং ২৫৩ (১০ মিটার প্রশস্ত) (ব্লক নং DA-তে প্লট নং ৮৬), মৌজা ঠাকদ্রি, J.L. নং-এর সমান হতে হবে। ১৯ বিভাগ-এইচআইজি(সি) নিউ টাউন পিএস-এ অবস্থিত রাজারহাট বর্তমানে নিউ টাউন, জেলা উত্তর ২৪ পিজিস মহিষবাথান II জিপির অধীনে পড়ছে। সকল দায়মুক্তি। জমিটি নিম্নরূপ বাট করা এবং আবদ্ধ করা হয়েছে ঃ উত্তরেঃ চত্বর নং ০৭-২৫১ এবং দক্ষিণে হিডকো জমি, রাস্তা নং ২৫৩ (১০ মি প্রশস্ত) পূর্বেঃ প্রাঙ্গণ নং ০৮-২৫৩০ পশ্চিমেঃ প্রাঙ্গণ নং ০৪ -২৫৩ ফ্ল্যাট ১৮ এর বিবরণ (বন্ধককৃত সম্পত্তি) সমস্ত অংশ এবং সম্পত্তির পার্সেল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বাধীন ফ্ল্যাট নং ১৮ প্রথম তলায় (৩ BKH ফ্ল্যাট), প্রাঙ্গণ নং ০৬-২৫৩, স্ট্রীট নং। ২৫৩, মৌজা ঠকদারি, J.L নং ১৯, ১৩২৮ বর্গফুট এর আচ্ছাদিত এলাকা রয়েছে, বিল্ট আপ এরিয়া একটু কম বা কম, এবং প্লট নং DA-৮৬, নিউ টাউনের নিচতলায় একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস, কলকাতা - ৭০০০১৫৬. একসাথে সমস্ত বিদ্যমান বিল্ডিং এবং স্ট্রাকচার এবং এর উপর অবস্থিত বিল্ডিং এবং স্ট্রাকচারগুলি যা সংশ্লিষ্ট বন্ধকীগুলির তারিখ থেকে / পরে যে কোনও সময় সেখানে নির্মাণনির্মাণ করা যেতে পারে এবং এতে সমস্ত সংযোজন এবং সমস্ত ফিক্সচার এবং আসবাবপত্র এবং প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি সংযুক্ত পৃথিবী বা বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া।

স্থান ঃ হায়দ্রাবাদ এবং কলকাতা। তারিখঃ ২২.০৫.২০২৪ — **স্বা /-(অনুমোদিত অফিসার), কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জন্য**

খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে চুরি, কর ফাঁকি-সহ একাধিক অভিযোগ

রোম, ২১ মেঃ চুরি, বাড়ি ভাড়া না দেওয়ার অভিযোগ ক্যামিলা জিয়োরগির বিরুদ্ধে। ২০১৮ সালে উইম্বলডনের শেষ আটে পৌঁছানো ইটালির প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাঁর বাড়িওয়ালা। ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে আমেরিকা চলে গিয়েছেন জিয়োরগি। যাওয়ার আগে বাড়িওয়ালার বাড়ি থেকে একাধিক মূল্যবান সামগ্রী তিনি চুরি করেছেন বলেও অভিযোগ। প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে গত ৭ মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর বাড়িওয়ালা। টাস্কানির ক্যালেনজানো এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন জিয়োরগি। তাঁর বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। ইটালির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য

ডেকে পাঠানোর পরেই তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। তাঁর মা ক্লদিয়া, বাবা সার্জিয়ো, দুই ভাই আমাদেউস এবং লিয়েন্দ্রোও আমেরিকায় চলে গিয়েছেন। বাড়িওয়ালা জানিয়েছেন, জিয়োরগির বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলেও প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি বলেছেন, ''জিয়োরগির বাবাকে বলেছিলাম, আপনারা অন্তত আমার মূল্যবান জিনিসগুলি ফেরত দিন। উত্তরে তিনি বলেন, তাঁদের কাছে আদৌ কোনও মূল্যবান জিনিস নেই। আমার সঙ্গে অত্যন্ত অপমানজনক ব্যবহার করেছেন তিনি। জিয়োরগির পরিবার আমার অর্থনৈতিক এবং মানসিক ক্ষতি করেছে।'' তিনি আরও বলেছেন, ''ওরা যেগুলি নিয়ে গিয়েছে, সেগুলি আমার এবং মায়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। আমরা ওগুলো ফেরত চাই। হাজার হাজার ইউরো ভাড়া নয় ছেড়েই দিলাম।'' গত মার্চ মাসে পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নিয়েছেন জিয়োরগি। মায়ামি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ইগা শিয়নটেকের কাছে হেরে টেনিসকে বিদায় জানিয়েছেন জিয়োরগি। তার পরেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। পেশাদার টেনিসজীবনে চারটি সিঙ্গলস খেতাব রয়েছে তাঁর।

ইস্টবেঙ্গলে জোর চর্চায় দিমিত্রিয়স ডায়ামান্টাকোস

খোঁজ চলছে বিদেশি স্টপারেরও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মেঃ দিমিত্রিয়স ডায়ামান্টাকোস। গ্রীক ফুটবলারকে নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই জোর চর্চা ভারতীয় ফুটবলে। সোমবারই নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে কেরালা ব্লাস্টার্স ছাড়ার কথা জানান দিমিত্রিয়স। এরপরই গ্রীক ফুটবলারকে নিয়ে জোর জল্পনা শুরু ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে। এ বারের আইএসএলের একেবারে শেষ পর্ব থেকেই দিমিত্রিয়সকে পেতে ঝাঁপায় ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলের টপ স্কোরারকে পেতে ঝাঁপিয়েছে মুম্বই সিটি এফসিও। দিমিত্রিয়সকে নিয়ে এখন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লড়াই মুম্বইয়ের। সূত্রের খবর, দিমিত্রিয়সকে পাওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৩১ মে পর্যন্ত কেরলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় গ্রীক স্ট্রাইকারকে নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না লাল-হলুদ কর্তারা। এমনকি ম্যানেজমেন্টও বেশ সন্তর্পণে কাজ সারছে। গত বছর সের্জিও লোবেরাকে একপ্রকার ফাইনাল করে ফেলার পরও স্প্যানিশ কোচকে পায়নি ইস্টবেঙ্গল। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না কর্তারা। যা খবর, তাতে বিরাট অঘটন না ঘটলে ইস্টবেঙ্গলেই হয়তো সই করছেন আইএসএলের টপ স্কোরার। দিমিত্রিয়সকে পেলে কুয়াদ্রাতের চিন্তা যে কমবে তা বলাই যায়। ক্লেটন সিলভার উপর থেকেও সরবে চাপের পাহাড়। আপুইয়ার জন্যও অল আউট ঝাঁপিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে মুম্বইয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় মিজো ফুটবলারকে পেতে অনেক কঠিন লড়াই করতে হবে লাল-হলুদকে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু কোয়ালিফায়ারে খেলতে শক্তিশালী দলগঠন করতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। শুধু তাই নয়, দেশীয় ফুটবলারদের মধ্যে একজন ভালো মানের ডিফেন্ডারকে পাওয়ার চেষ্টাতেও রয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। হিজাজি মাহের, সাউল ক্রেসপো, ক্লেটন সিলভা আর মাদিহ তালাল চার বিদেশি আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। দিমিত্রিয়সকে ফাইনাল করে ফেললে, একজন বিদেশি স্টপার নিতে চান কুয়াদ্রাত। শোনা যাচ্ছে পার্দোর মতো একজন ফুটবলারকে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ। যিনি রক্ষণে খেলার পাশাপাশি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডেও খেলতে পারবেন।

'ক্যাপ্টেন আসবে, যাবে', এমআই-তে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে বলছেন ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ নেতা হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া কেমন? ১৭তম আইপিএলের আগে এই প্রশ্ন এলে উত্তর আসত, অসাধারণ। আর ১৭তম আইপিএলের পর এই প্রশ্ন এলে উত্তর আসছে সব নেতিবাচক। কারণ? মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এ বারের আইপিএলে হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ভরাডুবি করেছে। আর এই হার্দিক পান্ডিয়াই বছর দুয়েক আগে গুজরাট টাইটান্সকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছিলেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে হার্দিক পান্ডিয়া দীর্ঘ সময় আইপিএলে খেলেছিলেন। তারপর গুজরাটে গিয়ে সফল ক্যাপ্টেনের তকমা পেয়েছিলেন। কিন্তু মুম্বইয়ে আবার ফিরতেই সব নিমেষে উড়ে গেল। রোহিত শর্মার জায়গায় এমআই ম্যানেজমেন্ট হার্দিক পান্ডিয়াকে মুম্বইয়ের ক্যাপ্টেন বানানোর পর দলটাই যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এমনটাই মনে করেন দেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তনী হরভজন সিং। সম্প্রতি এএনআইকে হরভজন সিং বলেছেন, ''এমআই একটা বড় দল। আমি এই টিমের হয়ে খেলেছি। ম্যানেজমেন্ট অসাধারণ। দলকে ভালোভাবে পরিচালনা করে। কিন্তু রোহিত শর্মার জায়গায় হার্দিক পান্ডিয়াকে ক্যাপ্টেন বানানোর সিদ্ধান্তটা বুমেরাং হয়েছে। হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু টিমের সকলে হয়তো সেটা ভালোভাবে মেনে নেয়নি। এ বারের আইপিএলে মুম্বই টিমটাকে একত্রিত দেখা যায়নি। এক বছর পর এই ক্যাপ্টেন বদলের সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করত।'' মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এ বারের আইপিএলে যে ভালো পারফর্ম করতে পারেনি, তাতে হার্দিক পান্ডিয়ার দোষ দেখছেন না হরভজন সিং। তাঁর কথায়, ''এখানে হার্দিক পান্ডিয়ার দোষ নেই। ও গুজরাট টাইটান্সে দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছিল। সিনিয়র প্লেয়ারদের কাজ ক্যাপ্টেন কে তা না দেখে দলের সকলকে একত্রিত করে রাখা। ক্যাপ্টেন তো আসবে, যাবে। ওরা একটা টিমের মতো খেলেইনি।'' হার্দিক পান্ডিয়া এ বারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ২১৬ রান করেছে। গড় ১৮.০০। স্ট্রাইক রেট ১৪৩.০৪। পাশাপাশি হার্দিক নিয়েছেন ১১টি উইকেট। ১৭তম আইপিএলে মুম্বইয়ের সফর তো শেষ। এ বার হার্দিক পান্ডিয়াকে ভারতের জার্সিতে টি-২০ বিশ্বকাপে অ্যাকশনে দেখা যাবে।

রোহিতদের কোচ নিয়োগে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন ধোনি!

দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি বাছাইয়ে মাহির দ্বারস্থ ভারতীয় বোর্ড

মুম্বই, ২১ মেঃ টি২০ বিশ্বকাপের পর নতুন কোচ নিয়োগ করা হবে ভারতীয় দলের জন্য। ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনায় উঠে আসছে একাধিক দেশি-বিদেশি হেভিওয়েট কোচের নাম। এই তালিকায় জাস্টিন ল্যাঙ্গার, রিকি পন্টিং থেকে মাহেলা জয়াবর্ধনে যেমন রয়েছেন তেমন গৌতম গম্ভীর, আশিস নেহরার ওপরেও রয়েছে বোর্ডের নজরে। তবে বিদেশি কোচদের মধ্যে স্টিফেন ফ্লেমিং এখন পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। কিন্তু সিএসকে দলের কোচ নিজের ভারতীয় দলের কোচ হতে এখনও খুব একটা আগ্রহী নন। প্রথমত ভারতীয় বোর্ডের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির শর্ত এবং পারিবারিক কারণে জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নন ফ্লেমিং। বোর্ড নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ককে এখনই না পাওয়ার আশা ছাড়ছে না। আর বিসিসিআই সেইজন্যই হাতিয়ার করতে চলেছে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুসারে ধোনির মাধ্যমে ফ্লেমিংকে রাজি করাতে চাইছে বিসিসিআই। ধোনির সঙ্গে ফ্লেমিংয়ের বিশেষ হৃদ্যতা রয়েছে। আইপিএলের শুরুর সময় থেকে দুজনে ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ-ক্যাপ্টেনের ভূমিকা পালন করেছেন। এই জুটিই সিএসকেকে পাঁচটা আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছে। ফলে ফ্লেমিংকে কোচ করতে ধোনির বিশেষ অবদান থাকতে পারে। ভারতীয় বোর্ডের লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিন ফরম্যাটের জন্য এক জন কোচই নিয়োগ করবে বোর্ড। নতুন কোচকে একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'যে দল যে কোনও ফর্ম্যাটে যে কোনও পরিস্থিতিতে সাফল্য আনার ক্ষমতা থাকতে হবে অর্থ্যাত দেশে-বিদেশে সর্বত্র সাফল্যের ব্লু-প্রিন্ট থাকতে হবে নতুন কোচের কাছে।' ২০২৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ঠিক পছন্দ নয় ৫১ বছর বয়সী এই প্রাক্তন তারকার। অগত্যা বরফ গলানোর জন্য আরেক প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দ্বারস্থ হতে পারে বিসিসিআই। রাহুল দ্রাবিড় পরবর্তী কোচ বাছাইয়ে খুব বেশি বিলম্ব করতে রাজি নয় বিসিসিআই, তাই চুক্তির মেয়াদ নিয়ে নাছোড়বান্দা স্টিফেনকে রাজি করাতে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কাজে লাগাতে চলেছে বোর্ড। এক্ষেত্রে কিউয়ি প্রাক্তনী তথা সিএসকে কোচ রাজী হন কিনা, তার উত্তর অবশ্য সময়ই দেবে। বর্তমানে সিএসকের কর্ণধারের আরও দুটি বিদেশি লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ফ্লেমিং, এছাড়াও দ্য হান্ড্রেডের দল সাউদার্ন ব্রেভেরও কোচ তিনি। চারটি লিগের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরিবারকে ভালোই সময় দিতে পারেন, কিন্তু বিসিসিআইয়ের প্রস্তাবে সায় দিলে দশ মাস ব্যস্ত থাকতে হবে ভারতীয় দলের জন্য। কোচের জন্য আবেদনের সময় সীমা আগামী ২৭ মে পর্যন্ত।

কোহলির টোটকাতেই ধোনিকে আউট করেছিলেন যশ!

নয়াদিল্লি, ২১ মেঃ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে শেষ ওভারে বেঙ্গালুরুকে জিতিয়ে আলোচনায় চলে এসেছেন যশ দয়াল। প্লে-অফে উঠতে চেন্নাইয়ের দরকার ছিল ১৭ রান। দয়াল ৭ রানের বেশি দেননি। উল্টে তুলে নিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনির উইকেট। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, যা দেখে বোঝা গিয়েছে কোহলির পরামর্শেই সাফল্য পেয়েছেন দয়াল। শেষ ওভারের প্রথম বলে ইয়র্কার দিতে গিয়েছিলেন দয়াল। তবে সেটি ফুলটস হয়ে যায়। ডিপ ফাইন লেগের উপর দিয়ে বড় ছক্কা মেরে দেন ধোনি। ১১০ মিটারের সেই ছয়ের চোটে বল স্টেডিয়ামের বাইরে চলে যায়। তার পরেই দয়ালের কাছে এসে কোহলি বলেছিলেন, 'ইয়র্কার নয়, স্লো বল করো।' দ্বিতীয় বলটি হাতের পিছন দিক থেকে ছাড়েন দয়াল। সেই বলেও ছয় মারতে গিয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু ব্যাটে বলে সংযোগ ঠিকঠাক না হওয়ায় বল কানায় লেগে উঠে যায়। বাউন্ডারির ধারে ধরা পড়েন স্বপ্নিল সিংহের হাতে। ধোনি আউট হওয়ার পর কোহলিকে দেখা গিয়েছে হাত মুঠো করে উচ্ছ্বাস করতে। তার পরেই চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে দয়ালকে জড়িয়ে ধরেন। সেই ম্যাচের পর কোহলি সম্পর্কে দয়াল বলেছিলেন, 'দেখো, কী ভাবে সাফল্য পাওয়া যায় সেটা তোমাকে বলতে পারব না। আমি শুধু প্রক্রিয়াটা বলতে পারি। কারণ একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আমি সাফল্য পেয়েছি। প্রতিযোগিতার শুরুর দিকে এই কথাগুলো আমাকে খুবই সাহায্য করেছে।'

বিশ্বকাপের আগে বড় ধাক্কা ইংল্যান্ড শিবিরে, ক্যাপ্টেন ছিটকে গেলেন টিম থেকে!

লন্ডন, ২১ মেঃ বিশ্বকাপে নামার আগে বড় ধাক্কা ইংল্যান্ড শিবিরে। হাতে আর দু'সপ্তাহও নেই। কিন্তু তার আগেই চাপে পড়ে গেল গত বারের চ্যাম্পিয়নরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বাদ দিলে ইংল্যান্ড একমাত্র টিম যারা দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ যুগ্ম আয়োজক। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে সব টিমই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তারই মধ্যে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড। জস বাটলারকে কি বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন না? বিশ্বকাপের আগে ৪ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চলেছে ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচ কাল, ২২ মে। তার আগে এই সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ালেন বাটলার। যা খবর, ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেনের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। আইপিএল খেলে সদ্য দেশে ফিরেছেন বাটলার। তার মধ্যে তৃতীয় সন্তানের জন্মের কারণে পাকিস্তান সিরিজ থেকে ছুটি নিয়েছেন তিনি। পিতৃত্বকালীন ছুটি কাটিয়ে কবে ফিরবেন, তা জানা না গেলেও বিশ্বকাপের সময় তাঁকে পাওয়া যাবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাকি দুটো ম্যাচ ২৫, ২৮ ও ৩০ মে। এই সিরিজেই টিম গুছিয়ে নেওয়ার পালা ইংল্যান্ডের। ক্যাপ্টেন বাটলার খেলতে না পারলে টিমের প্রস্তুতিতে ধাক্কা লাগবেই। ইংল্যান্ড চলতি বছর কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেনি। তার পরও ইংলিশ প্লেয়ারদের হালকা নেওয়া যাবে না। তার একটাই কারণ আইপিএল। জস বাটলার, উইল জ্যাকস, ফিল সল্ট, স্যাম কারান, জনি বেয়ারস্টোরা ছন্দে ছিলেন। আইপিএলের ছন্দ নিয়েই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে পা রাখবেন ইংল্যান্ডের প্লেয়াররা। তবে তার আগে ক্যাপ্টেন বাটলারের পিতৃত্বকালীন ছুটি কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে।

'বয়স নিয়ে কেউ ডিসকাউন্ট দেবে না,' আগামী আইপিএল নিয়ে অকপট এমএসডি

চেন্নাই, ২১ মেঃ সিএসকের এ বারের আইপিএল যাত্রা শেষ। মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও জানাননি তিনি আগামী আইপিএলে খেলবেন কিনা। সিএসকে টিম ম্যানেজমেন্টকে ধোনি জানিয়েছেন, তিনি কয়েকটা মাস ভাবার জন্য সময় নিতে চান। তারপর অবসর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন। ৪৩ ছুঁই ছুঁই ধোনি ভালো মতেই জানেন এই বয়সে খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর ফিট থাকা কতটা জরুরি। যে কারণে তাঁর মুখে বার বার ফিটনেসের কথা আসে। সম্প্রতি দুবাই আউ ১০৩.৮ ইউটিউব চ্যানেলে ধোনি ফিটনেস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খোলামেলা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''সবচেয়ে কঠিন হল আমি সারা বছর ক্রিকেট খেলি না। তাই আমার ফিট থাকাটা জরুরি। আর যখন ক্রিকেট খেলতে যাই সেই সময় তরুণ এবং ফিট ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খেলতে হয়। যাঁরা আন্তর্জাতিক স্তরেও খেলে। পেশাদারের মতো খেলা এতটাও সহজ নয়। বয়স নিয়ে কেউ ডিসকাউন্ট দেবে না।'' আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ধোনির কাছে অনেক সময় ছিল। যে সময় তিনি নিজের মতো একটা পরিকল্পনা করে নেন অবসর যাপনের। তিনি বলেন, ''যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়েছিলাম, আমি পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একই সঙ্গে মানসিক ভাবে সক্রিয় থাকতে চেয়েছিলাম। ফোকাসড থাকতে চেয়েছিলাম। আমি ফার্মিং করতে ভালোবাসি। মোটরবাইকের প্রতি ভালোবাসা আমার ছিলই। এখন ভিন্টেজ গাড়ির প্রতিও ভালোবাসা হয়েছে। আমার পোষ্যরা রয়েছে। ওদের ভালোবাসি। সময় কেটে যায়। এই জিনিসগুলো আমাকে চাপমুক্ত করে।'' আপাতত ধোনির এখন ছুটি। রাঁচিতে নিজের ফার্ম হাউসে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। এরই মাঝে নিজের শহরে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বাইক নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। এ বার ফের একটা বছর সময় পাবেন ধোনি। যে ভাবে নিজের ফিটনেস ধরে রেখেছেন ধোনি, তাতে আগামী আইপিএলে তিনি খেলতেই পারেন। আর তাঁর অনুরাগীরা সেটাই দেখতে চাইছেন।

মেসি কি তাহলে অলিম্পিকে খেলবেন না

বুয়েনস আইরেস, ২১ মেঃ লিওনেল মেসি অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা নাকি বলে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানোকে। বিশ্বকাপজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজও সরাসরিই বলেছেন, খেলতে চান অলিম্পিকে। কিন্তু আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম মুন্দো আলবিসেলেস্তের খবর অনুযায়ী, মার্তিনেজ অলিম্পিকে খেললেও মেসির খেলা হচ্ছে না। যেকোনো দেশের অলিম্পিক দলে এমনিতে অনূর্ধ্ব-২৩ খেলোয়াড়েরা খেলেন। কিন্তু কোচ চাইলে তিনজন সিনিয়র খেলোয়াড় নিতে পারেন। আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে সেই তিন সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে চেয়েছেন অনেকেই-এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, নিকোলাস ওতামেন্দি, হুলিয়ান আলভারেজরা উল্লেখযোগ্য নাম। কিন্তু মাচেরানোর প্রথম দুই পছন্দ ছিলেন মেসি ও দি মারিয়া। দি মারিয়া অবশ্য আগেই বলে রেখেছেন, তাঁর অলিম্পিকে খেলার খুব একটা ইচ্ছা নেই। কোপা আমেরিকার পর আর্জেন্টিনা দলকে বিদায় জানাতে পারেন বলেও একবার উল্লেখ করেছিলেন। আর অলিম্পিক দলে তরুণদেরই সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। মুন্দো আলবিসেলেস্তের ক্রীড়া সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব আরিয়েল সিনোসিয়াইনকে সূত্র উল্লেখ করে খবর দিয়েছে যে, অলিম্পিকে আর্জেন্টিনার তিন সিনিয়র খেলোয়াড় ঠিক হয়ে গেছে। সেই তিন সিনিয়র খেলোয়াড় হতে যাচ্ছেন আলভারেজ, মার্তিনেজ ও ওতামেন্দি। মাচেরানো অবশ্য এক দিক থেকে অলিম্পিক দল নির্বাচন করতে গিয়ে সুবিধাই পাবেন। তিনি এমন দুজন খেলোয়াড় পাচ্ছেন, যাঁরা এরই মধ্যে জাতীয় দলে নিয়মিত, কিন্তু বয়স ২৩-এর মধ্যে। সেই দুজন এনজো ফার্নান্দেজ ও আলেহান্দ্রো গারনাচো। এর মধ্যে ২৩ বছর বয়সী ফার্নান্দেজ তো কাতার বিশ্বকাপও জিতেছেন। এ ছাড়া আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে একটি করে ম্যাচ খেলা ভালেন্তিন বারকো ও ভালেন্তিন কারবোনির বয়সও ২৩ বছরের কম। অলিম্পিক দলে পাওয়ার জন্য পোর্তোর কাছে আগেই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আলান ভারেলাকে চেয়ে রেখেছেন মাচেরানো। ২২ বছর বয়সী ভারেলাকে পোর্তো অলিম্পিকের সময় ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মাচেরানো এখন চেলসির সঙ্গে ফার্নান্দেজকে পেতে দেনদরবার করবেন।

লিওনেল মেসি-দি মারিয়াকে নিয়েই কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরেস, ২১ মেঃ আর মাত্র এক মাস। এরপরই মাঠে গড়াবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট কোপা আমেরিকা। ব্রাজিল-মেক্সিকোর মতো দলগুলো কোপা আমেরিকার স্কোয়াড ঘোষণা করলেও এখনো অপেক্ষায় রেখেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আজ ২৯ সদস্যের দল ঘোষণা করলেও সেটি মূলত কোপার আগে প্রস্তুতি ম্যাচের দল। প্রস্তুতি ম্যাচের পারফরম্যান্স দেখেই হয়তো ২৬ সদস্যের পূর্ণ স্কোয়াড ঘোষণা করবেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি। কোপা আমেরিকা সামনে রেখে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রে। ৯ জুন শিকাগোতে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর ও ১৪ জুন মেসিরা ওয়াশিংটন ডিসিতে খেলবেন গুয়েতেমালার বিপক্ষে। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ নিজেদের হ্যান্ডলে এই স্কোয়াড ঘোষণা করে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। স্কোয়াডে অবশ্য বড় চমক নেই। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার এ দলে মূলত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের সমন্বয় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দলে জায়গা হয়নি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য এএস রোমা তারকা পাওলো দিবালার। এ ছাড়া মার্শেই সেন্টার ব্যাক লিওনার্দো বালের্দির অন্তর্ভুক্তিও চমক দিয়েছে অনেককে। আগামী ২০ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। আর্জেন্টিনা ও কানাডার সঙ্গী হিসেবে গ্রুপ 'এ'তে আছে পেরু ও চিলি। ২৫ জুন পেরুর বিপক্ষে এবং ২৯ জুন চিলির বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনা দল। গোলরক্ষক-ফ্রাঙ্কো আরমানি, জেরেনিমো রুলি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ডিফেন্ডার-গনজালো মন্তিয়েল, নাহুয়েল মলিনা, লিওনার্দো বালের্দি, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, জার্মান পেজ্জেয়া, লুকাস কুয়ার্তা, নিকোলাস ওতামেন্দি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, মার্কোস আকুনা, নিকোলাস তালিয়াফিকো, ভ্যালেন্টিন বারকো। মিডফিল্ডার-গিদো রদ্রিগেজ, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এজেকুয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো ডি পল, এনজো ফার্নান্দেজ, জিওভান্নি লো সেলসো। ফরোয়ার্ড-আনহেল দি মারিয়া, ভ্যালেন্টিন কার্বনি, লিওনেল মেসি, আনহেল কোরেয়া, আলেহান্দ্রো গারনাচো, নিকোলাস গঞ্জালেস, হুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজ।

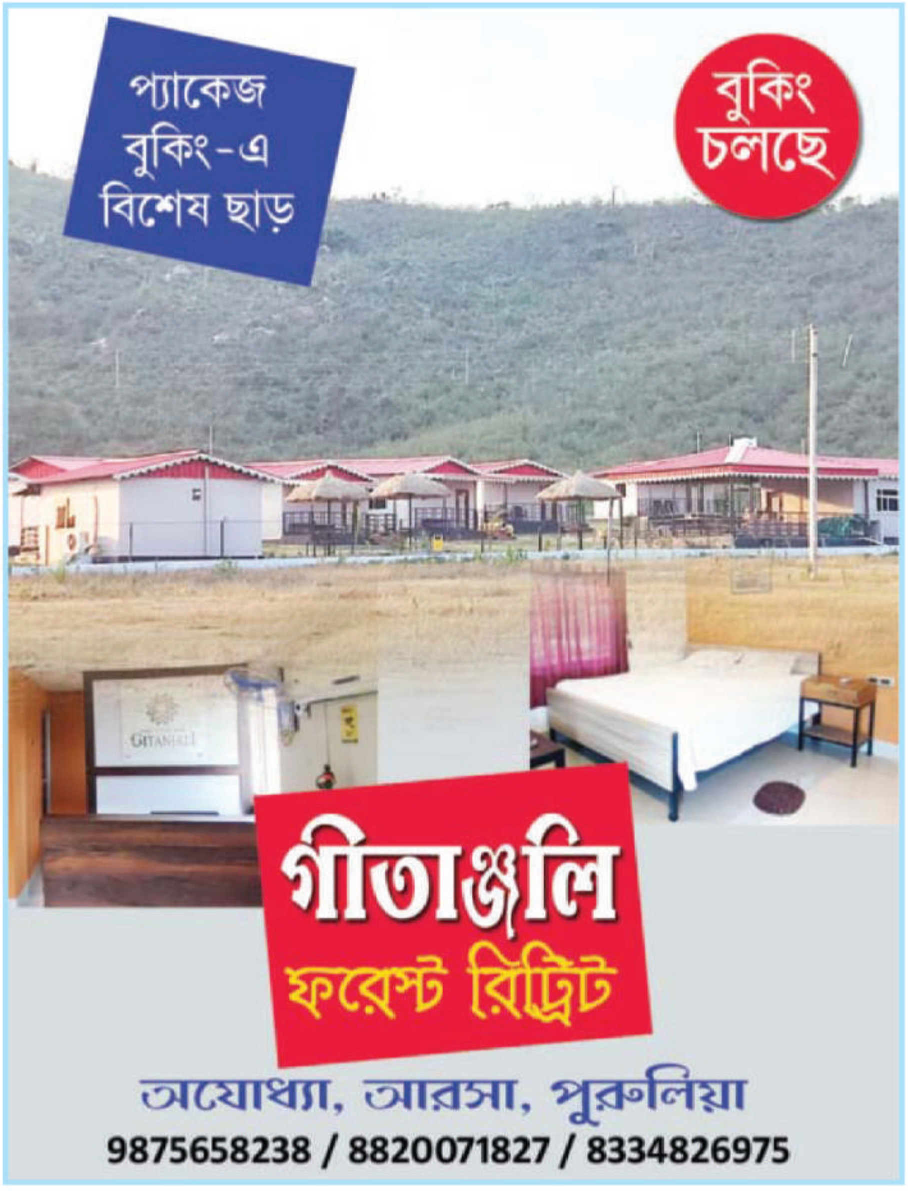

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com